প্রিয়াল লতা

প্রিয়াল লতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

নবভারতী
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৫৯

প্রকাশক
সুনীল দাশগুপ্ত
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট
সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রাক
গণেশপ্রসাদ সরাফ্
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৭।১, বিন্দুপালিত লেন
কলিকাতা-৬

দাম ২.৫০

লেখকের অন্যান্য বই

বৃত্ত

সৃষ্টি

স্মৃতি

রাত্রি

অপরা

তিন চরিত্র

আধুনিক কবিতার ভূমিকা
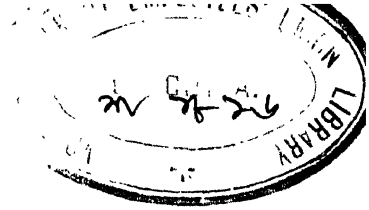
প্রিয়াল লতা

এক

স্বামী-স্ত্রীতে ওরা সুখেই থাকত।

স্বামীর নাম ছিল প্রিয়লাল কিন্তু নথিপত্র দিয়ে প্রিয়লাল তার নাম বদল করে প্রিয়াল করে নিয়েছিল আর স্ত্রী লতিকা আত্মীয় পরিজনের জিবের ডগায় লতা নাম পেয়েছিল। এই প্রিয়াল আর লতা খুব বেশি দিন তাদের বিবাহিত জীবন যাপন করছে না। মাত্র তিন বছর। কিন্তু ওরা নিজেরাই বলাবলি করত যেন তিন মাস—মাত্র তিন মাস হ'ল ওদের বিয়ে হয়েছে।

"দিনগুলো যে কী-ভাবে কেটে যায়—" অফিস-ফেরতা প্রিয়াল চায়ের টেবিলে হয়ত গুনগুন করে বলে।

"সোনার খাঁচায় থাকছে না, না?" স্বামী রবীন্দ্র-ভক্ত জেনে শাদামাটা মেয়ে লতা একটু মধুর শ্লেষ টেনে দেয়।

মধুর শ্লেষ—তাছাড়া আর কি? প্রিয়ালই এই কথাটা বন্ধু-বান্ধবের মহলে রটনা করে বেড়ায়। স্ত্রী শ্লেষ করতে জানে—এ বিষয়টা যেন বড়াই করবার মতো। অন্তত প্রিয়াল ত করে। বন্ধুরা কেউ বাহবা দিয়ে বৌদির তারিফ করে বলে—এমন বৌদির মুখের গালি আর হাতের চা ত একদিন খেয়ে আসতে হয়। প্রিয়াল দ্বিরুক্তি না করে আমন্ত্রণ জানিয়ে দেয়।

স্বামী-স্ত্রীতে মাত্র দু'টি প্রাণী—বন্ধুরা কেউ এলে চায়ের আসরটা ভালো জমে।

সমান দরের-কদরের অফিসর অজিত ত আসতে আসতে এই পরিবারটিরই বন্ধু হয়ে উঠেছে।

বন্ধুকৃত্য করতে, মানে আড্ডা জমাতে প্রায়ই সে আসে প্রিয়ালের বাড়িতে—তার আড়াই-রুম ফ্ল্যাটে। এসে হাল আমলের সুচিত্রা-

উত্তম থেকে শুরু করে ক্রুশ্চেভ-ম্যাকমিলিয়ন-বৈঠক পর্যন্ত নাগাড়ে আলোচনা করে যায়। আলোচনাই কি? না, তাকে ঠিক আলোচনা বলা চলে না। প্রায় একা একাই অজিত বকে যায়, প্রিয়াল আর লতা মাঝে মাঝে হাঁ-হুঁ করে মাত্র। যেমন:

"বৌদি, তোমার জন্যে টিকেট কাটব—'বিচারক'টা দেখবে চলো—যেমনি অভিনয় তেমনি তারাশঙ্করের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প—দেখবে ত?"

লতা ঠোঁটে হাসি টিপে প্রিয়ালের মুখে তাকায়—প্রিয়াল মৃদু হাসিতে বন্ধুর উৎসাহে ইন্ধন যোগায়।

"দেখবে প্রিয়াল—?" এবার বন্ধুনী ছেড়ে বন্ধুকে ধরে অজিত। "চলো না এই শনিবারেই যাওয়া যাক্—তুমি ত রবিঠাকুরের ভক্ত—ফাল্গুনের দিনে ঘরে বসে কী করবে—চলো হৈ-হৈ করে বেরিয়ে পড়া যাক্—"

প্রিয়াল একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে বলে: "হুঁ।"

খুশীতে লতাকে দীপ্র দেখায়। ওর কানের রিং-টার জৌলুসই যেন সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

এমনিভাবে সিনেমায় যাবার উদ্যোগপর্ব সমাধা হয়। যায়ও হয়ত কখনো-সখনো। সব উদ্যোগই যে ফল ফলায় তা নয়। যেদিন স্বামী-স্ত্রীতে মিহি মন-কষাকষি থাকে সেদিন, অজিত প্রাণান্ত চেষ্টা করলেও, প্রিয়াল বা লতা, দুজনের একজন একটুও নড়ে বসবে না। তখন অজিতকে মিলনের পালা গাইতে হয়। "সত্যি, প্রিয়াল, এ তোমার ভারী অন্যায়—পাঁচটায় অফিস ছাড়ো—সাড়ে পাঁচটায় তোমার পৌঁছিয়ে যাওয়া উচিত—।" প্রিয়াল যদি অন্যায় না করে—তবু কোনো মৃদু ভর্ৎসনা শুনতে হয় তাকে স্ত্রীর মুখে আর সে নালিশ সে অজিতকে জানায়, অজিত সে মোকদ্দমার রায় দিতে কিছুতেই এগোতে চায় না। হয়ত প্রিয়াল তখন বলে: "তোমার বৌদি, অজিত, বহু পুণ্যফলে তোমার মতো একটা জজ পেয়েছিল—।" লতা নীল শাড়ী জড়ানো একটা নীল লতার মতো শরীর বাঁকিয়ে

বলে ওঠে : "নাও, নাও—অজিত ঠাকুরপো জানেন কার কতো পুণ্যফল !" অজিত তখন ব্যোম ভোলানাথ হয়ে একটা সিগারেটে নিবিষ্ট থাকতে চায়। প্রিয়ালের কাছ থেকে আরও উস্কানি পেলে পিট্‌পিট্‌ করে তাকিয়ে বলে : "বৌদি, আপনি যতোটা বলেন—ততোটা না বললেও চলে প্রিয়ালকে। প্রিয়াল 'আফটার অল্' ভালো ছেলে !"

প্রিয়াল-লতার সংসারে অজিতও একটি ব্যক্তি বলে আমরা ধরে নিতে পারি। কোনো কাজই তাকে বাদ দিয়ে চলে না। একদিন আসার কামাই হলে স্বামী-স্ত্রীর মুখে দুশ্চিন্তার করাল ছায়া দেখা যায়। অজিত একদিন মুখ ভার করে রেখে কম কথা বললে, বন্ধু আর বন্ধুপত্নী (বন্ধুপত্নীর পদ থেকে অবশ্য বন্ধুনীর পদে উত্তীর্ণ) ভেবে কূল পায় না, কী একটা অসুখ-বিসুখে ভুগছে হয়ত বা অজিত।

অজিত ছাড়া আরেকটি প্রাণীরও প্রশ্রয় আছে এ বাড়িতে। সে হল বাদামী।

বাদামী বারো ছেড়ে তেরোয় পা দিয়েছে কিন্তু ফ্রক ছাড়ে নি। ওকে ঝি বললে অন্যায় হয়—লতার সঙ্গিনী বলাই উচিত। ঝির কাজ আর কী? চাকর হিসেবে ত সনাতন আছেই। তবু যে বাদামীকে ছাড়া লতার চলে না সে জন্যেই বলা যেতে পারে বাদামী লতার সঙ্গিনী। প্রিয়াল যে সময়টা অফিসে থাকে সে সময়ের একটিমাত্র ঘণ্টা লতা ঘুমে কাটায়—বাকি ছ ঘণ্টা সে বেকার, অবশ্য স্নান-খাওয়া প্রসাধন করা সে বেকারত্বেরই সামিল। এই বেকার অবস্থায় লতার ছায়ার মতো মেয়েটি। খুব বেশি কথা বলে না নিজে থেকে। কথা বলালে কথা বলে।

কথা বলায় লতা তাকে দিয়ে।

"তোর বাবাকে মনে পড়ে?" লতা পঞ্চাশবার একই প্রশ্ন শুধিয়েছে বাদামীকে।

"না।" উত্তর-ও সংক্ষিপ্ত এবং একই রকম।

"পড়ে না ? তুই কতোটুকু ছিলি যখন মারা গেলেন।"

"এই এত্তোটুকু।" দু'হাত ছড়িয়ে বাদামী কোলের শিশুর মাপটা দেখায়।

"তবেই ছাখ ত—তোর মা তোকে এতোটা বড়ো করেছে—"

"হুঁ—" দন্তরুচি কৌমুদী দেখিয়ে হাসে বাদামী—কথা বলে না।

কিন্তু কথা না বললে ত লতার চলে না—কথা বলাতেই হবে বাদামীকে দিয়ে নইলে ভূতের মতো নির্বাক মেয়েটাকে পেছনে নিয়ে চলবার যন্ত্রণা সইতে হয়। রেডিয়োর কথা আর গান শুনে যখন হয়রানি আসে তখনই এই জ্যান্ত মেয়েটার মুখোমুখি হয়ে কথা বলবার দরকার হয়। লোকের সঙ্গে কথা বলবার সুবিধে এই যে পঞ্চাশবার একই কথা বললে হয়রানি আসে না।

"হুঁ বলছিস কেন ?" লতা ভুরু কুঁচকোয় : "তোর মা তোকে এইটুকু থেকে বড়ো করে নি ?"

"করেছে ত!" হাসে বাদামী। হাসলে ওকে সুন্দর দেখায় আর তাই হয়ত লতার একটু অসহ্য মনে হয়।

কিন্তু অসহ্য হলেও বা কি—এই স্পুটনিক ছাড়া যে তার চলে না। ছায়ার মতো যদি লতার পেছনে পেছনে একদিন বাদামী না ঘোরে তাহলে সে একদিন লতার মেজাজ ছাখে কে! কে আর দেখবে—ছাখে প্রিয়াল। উঠতে বসতে সেদিন তার শত দোষ বেরিয়ে পড়ে লতার চোখে আর সেদিন সে শুনতে পায় বাদামীর মতো ঝি না রাখলেও চলে। পয়সা যখন চোদ্দ টাকার এক কড়া কম নয়—সে মাইনেতে বাদামীর মার মতো শক্ত-সমর্থ বয়েসী ঝি রাখবার একটা স্পষ্ট ইচ্ছাও সেদিন লতা প্রিয়ালকে জানিয়ে দেয়। জানায় এমন ভঙ্গীতে যেন প্রিয়াল তার কাজে বাধা দিচ্ছে।

বাদামী কিন্তু জানে গিন্নিমার ওসব রাগরঙ্গ যে খুব কম সময় স্থায়ী। তাই সে, লতা রেগে তাকে ধমকে দিলে, সনাতনের আশ্রয়ে এসে হাজির হয়।

সনাতন এ পরিবারের ঠাকুর-চাকরের দু' কাজই করে আসছে—বাজার-রান্না দুই-ই করে সে। বয়েস চল্লিশের ধার ঘেঁষা—জোয়ানমদ্দ পাকিস্তানী পুরুষ--বছরে একবার এক মাসের ছুটিতে দেশে যায়। তখন রান্না করে বাদামী, সনাতনই বাদামীকে রান্না শিখিয়েছে। বাদামীর মা শুধু গিন্নিমার হেফাজতে বাদামীকে ছেড়ে দেয় নি, বলেছিল : "যা তোর দরকার গিন্নিমাকে বিরক্ত না করে সনাতনদাকে বলবি।" গিন্নিমার নামে নালিশেরও যখন দরকার হয়—বাদামী সনাতনদার কাছেই যায়।

"আজ খুব চড়া মেজাজ নাকি রে বাদামী—?" নালিশ শুনে সনাতনও এ ধরনের কথা বলে কিন্তু গিন্নিমার ছায়া দেখলেই নিঝুম হয়ে যায়।

যা-ই হোক—স্বামী-স্ত্রীর সংসারে মোটামুটি লোক এ-কজন। অতিথিদের কথা অবিশ্যি বাদ। কদাচিৎ তাঁরা আসেন। মানে এক তিথি থাকতে আসেন। যাঁরা আসেন তাঁরা প্রিয়াল বা লতার আত্মীয়-আত্মীয়া।

দুই

প্রিয়াল যে তার স্ত্রীকে নিয়ে একটা বস্তি-অঞ্চলের ফ্ল্যাট-বাড়িতে এসে আস্তানা নিয়েছে তার কারণ লতা। লতা অসহিষ্ণু। প্রিয়ালের বাপ-মা-ভাই-বোনদের সঙ্গে এক মুহূর্তও তিষ্ঠোতে পারে না লতা। স্বামীকে নিয়ে আলাদা থাকবার শখ বিয়ের পর সব মেয়েরই হয়। তা যদি অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে অপরাধটা বাংলাদেশে এ-শতকের গোড়ার দিক থেকেই শুরু হয়েছিল। শতকের মধ্যদিনে তা গুরুতর রকমের যদি হয়েই থাকে, সে দোষ লতার নয়। লতার সমবয়েসী অনেক মেয়েই—গ্র্যাজুয়েট হবার পর যাদের বিয়ে হয়েছে—তারা সবাই স্বামীকে নিয়ে আলাদা। লতা তাদের নাম হাতে গুণে বলে

দিতে পারে। স্বামীকে নিয়ে তারা আলাদা সত্যি কিন্তু এমন আলাদা নয়—লতা যেমন! বলতে গেলে, সমাজ থেকে সে পালিয়েই এসেছে। বস্তির ভেতরে সুন্দর ফ্ল্যাট-বাড়িটা দেখে লতাই ওটা নেবার জন্যে প্রিয়ালের কান ঝালাপালা করেছে। লতা অবিশ্যি তার মেজাজ বোঝে। যদি না বুঝত তাহলে ত তাকে পাগল বলতে কারো বাধা ছিল না। অবিশ্যি এ গাল যে সে না খেয়েছে তা নয়।—আদর করা ডাক না, সত্যিকারের গালই খেয়েছে লতা শাশুড়ির মুখ থেকে।

"পাগল যখন বিয়ে করেছিস, কী আর করবি খোকা—ওকে নিয়ে আলাদাই থাক্— " প্রিয়ালের মা প্রিয়ালকে বলেছিল।

লতা কিন্তু পাগলাটে মোটেও নয়, বরং মস্ত সেয়ানা। নিজের ব্যাপারটা ষোল আনা বোঝবার মতো জ্ঞান তার টনটনে—বস্তিবাসীরা যেমনি। কাজেই লতা পড়শী বেছে নিয়েছিল মনের মতন। বস্তির লোকদের সম্পর্কে তার আগে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল কি না তা আমরা অবিশ্যি জানিনে তবে এটুকু বলতে পারি যে বাড়ি ভাড়া করতে এসে সে বস্তির লোকদের সঙ্গে দিন-কয়েক আলাপ-আলোচনা করে গেছে। অঞ্চলটা তার ভালো লেগেছিল। অনবরত ছেলেপিলেদের হৈ-হুল্লোড় লেগে আছে--ইচ্ছে করলে তুমি কান দিতে পারো—ইচ্ছে না হলে ঘরে বসে চুপচাপ রেডিয়ো শোনো। হকাররা এটা ওটা নিয়ে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে যাচ্ছে—কেনাকাটা করেও খানিকটা সময় তুমি কাটাতে পারো। বাজারের ভিড় বাঁচিয়ে বাজার করবার বেশ একটা সুবিধে এই বস্তি-অঞ্চলে আছে। লতা ত দু'দিন দেখতে পেয়েছিল একতলার ফ্ল্যাটের মহিলা জেলেনীর কাছ থেকে মাছ কিনছে। ফরমাস দিয়ে দিলে এ হয়ত মর্জিমাফিক মাছ এনে হাজির করবে—ভেবেছিল লতা। এ সুবিধেটা আঁচ করেই লতা ফ্ল্যাটটা ভাড়া করে ফেললে। প্রিয়াল ত শুধু ডিটো দেবার মালিক। লতার পছন্দ হয়েছে, বেশ, আসা যাক এ বাড়িতে—মনে মনে বলেছিল সে।

পুজো-আচ্চায় মাইকের জ্বালাতন? সে ত কলকাতার সর্বত্র।

বস্তি বলে এদের দোষ দিলে চলবে কেন? প্রিয়াল এমনি ভাবখানা দেখিয়েছে যেন এ অঞ্চলটা কলকাতার মধ্যে একটি দুর্লভ অঞ্চল।

দক্ষিণ কলকাতার প্রায় হৃৎপিণ্ড মনোহরপুকুর রোডে যে ১৯৫৯ সনেও এমন একটি নিখুঁত বস্তি থাকতে পারে তা চোখে না দেখলে কারো কথায় বিশ্বাস করা যায় না। অবসর পাওয়া সরকারী কর্মচারীরা কেউ কেউ তাঁদের সাধের পুঁজি খরচ করে কেন যে এ অঞ্চলটা বেছে নিলেন ভাড়াটে বাড়ি তোলবার জন্যে তা ভেবে পাওয়া দায়। প্রিয়ালও বাড়িটা দেখে ভেবেছিল, এ বাড়ি খালি পড়ে আছে সাধে? কে আসবে এ নোংরা গলি পেরিয়ে এখানে থাকতে। নোংরা মানুষের কথা প্রিয়াল ভাবে নি কেননা মানুষ মাত্রেই ত নোংরা—উপর-উপর পরিষ্কার যাঁরা আছেন, তাঁরা যে ভেতরে ভেতরে কতো নোংরা কে তার হিসেব রাখে। বাইরে ভেতরে সমান পরিষ্কার মানুষ আর কজন বা আছে! মোটের উপর প্রিয়াল বাড়িটাকে পছন্দ করবার জন্যে নিজের মনে-মনে অনেক যুক্তি-তর্ক এনে লতাকে জানিয়েছিল: "জানো, এই কাছেই চমৎকার একটা বাড়ি পাওয়া গেছে!"

চমৎকার বাড়ির খবরটা অবিশ্যি প্রিয়ালকে অজিতই এনে দিয়েছিল। বস্তি-ঘেঁষা বাড়িতে পাছে প্রিয়ালের মন না ওঠে তার জন্যে একটি ছোটখাটো বক্তৃতাই ফেঁদে বসল অজিত অফিসের টিফিন-ছুটিতে। প্রিয়াল বলেছিল—"কলকাতায় এক লক্ষ বাড়ি আছে—আর তুমি এমনি করিতকর্মা আমার জন্যে নিয়ে এলে বস্তি-ঘেঁষা বাড়ির খবর!"

আর যায় কোথা! অমনি অজিতের জিব লক্‌লক্ করে উঠল কথা বলবার তাড়ায়। বললে সে: "জানো, কলকাতায় চোদ্দ হাজার বস্তি আছে আর শতকরা পঁচিশ জন কলকাতার বাসিন্দে বস্তিরই বাসিন্দে? বস্তির ছোঁয়া এড়িয়ে তুমি যাবে কোথায়? বোম্বেতে? কলকাতার চাইতে কম নোংরা বস্তির প্রাসাদে—বোম্বে?"

"আমি কি তাই বলছি ?" প্রিয়াল মৃদু মৃদু হাসছিল।

"তুমি ভাবতে পারো—সায়েবসুবো অনেকে ত বলেনই বোম্বে নাকি অনেক পরিচ্ছন্ন শহর! গিয়ে দেখো একবার প্রিয়াল! কলকাতায় শেয়ালদকে রিফিউজিরা যেমন বস্তি বানিয়ে তুলেছে তেমনি বোম্বের গরীব-গরবা লোক কলওয়াডা স্টেশনকে বস্তির শোভায় মুড়ে দিয়েছে। ভাই, এদেশে বস্তি এড়িয়ে তুমি কোথাও যেতে পারবে না।

অজিতের বক্তৃতায় ঘায়েল হয়েই প্রিয়াল এই বস্তি-অঞ্চলকে আর কু-নজরে দেখতে পারে নি। বাপ-মা-ভাই-বোনদের সঙ্গ ছাড়া এতোই জরুরী ছিল আর অভিজাত পাড়ায় বাড়ির অভাব ছিল এতো বেশি যে প্রিয়াল বস্তি এলাকাটাকে হজম করে নিলে। সেদিনই অফিস ছুটির পর দুই বন্ধুতে মনোহরপুকুরের বিখ্যাত বস্তিতে এসে উপস্থিত হল। বাড়ি-অলা বাড়িটা সম্পর্কে একটু কোণঠাসা গোছের ছিলেন। আগু বাড়িয়ে তিনিই বললেন: "এই যে মাঠ দেখছেন এখানে প্রতি রবিবারে ঢোল-ডগর বাজিয়ে কপাটি খেলা হয়—দুর্দান্ত মারামারিও হয় হারজিত নিয়ে কিন্তু খেলার সর্দার লোক যারা আছে তারা আমাদের সমীহ করে—উৎপাতের ভয় নেই—বেলা তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত একটু ডিস্‌টারবেন্স ভুগতে হবে।"

প্রিয়াল ভেবে মজা পেলে যে সে ছাড়া বক্তৃতা সবাই দেয়। অজিতের চাইতে বাড়ি-অলা ভদ্রলোক কম বক্তৃতাবাজ নন। একই রকমের কথা-বলিয়ে বলেই হয়ত অজিত এই বাড়ি-অলাকেও পছন্দ করে ফেলেছিল। প্রিয়ালকে সে বোঝালো: "ডিস্‌টারবেন্স কোথায় নেই ? সদর রাস্তার উপর বাড়ি নিলে ট্যাম-বাসের চীৎকারে সুস্থির হয়ে কথা বলতে পারবে ?"

অতএব এই বস্তিতেই যে প্রাসাদ ছিল তার একটি ফ্ল্যাট নেওয়া স্থির হয়ে গেল।

বস্তির গলি বা পায়ে-চলা পথ পেরিয়ে বস্তির সদর কাঁচা রাস্তায়

এসে যখন পড়ল অজিত, তার প্রায় গা-ঘেঁষে এসে ভয়ে-ভয়ে বললে প্রিয়াল : "এ রাস্তায়ও এতো ভিড় ?"

"ভিড় কোথায় নেই ?" অজিত প্রিয়ালের মূর্খতায় যেন অবাক হয়ে গেল : "আড়াই লাখ রিফিউজিকে দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে কিংবা তোমার কল্যাণীর মতো টাউনশিপ করে --ভিড় কমাতে পারবে না। স্বাধীন হবার পর ভারতের জনসংখ্যা লাফিয়ে বেড়ে চলেছে মনে হয়।"

প্রিয়াল ভেবেছিল অজিতকেই কথা বলতে দেবে - এ রাস্তাটা পার হতে যতোটুকু সময় যায় ততোটুকু সময়ের জন্যে। কিন্তু তা হল না।

ছুটো টিউব-ওয়েল আছে সদর কাঁচা-রাস্তার উপর। ছত্রিশ জাতের স্নান-পানীয়ের একমাত্র সম্বল। জল-নেয়া নিয়ে সেখানে তুমুল ঝগড়া বেধে গেছে। তারস্বরে এলোপাতাড়ি চীৎকার। ঝগড়ায় উন্মত্ত একটি মেয়ে প্রিয়ালের গায়েই এসে পড়েছিল প্রায়। প্রিয়াল অজিতকে আঁকড়ে ধরে সামলে নিলে। চুপি-চুপি অজিতের কানে-কানে শোনালে সে : "বাড়ি-অলা ভদ্রলোক ত এ তাণ্ডবের কথা বলেন নি।"

অজিত পাশ কাটিয়ে গেল : "এ-ও কী একটা বলবার কথা নাকি। জল নিয়ে মারামারি হবে না ?"

"হবে না কেন কিন্তু হামেসাই হতে থাকলে ত লতা বলবে কী বাড়িতে এনে ফেলেছ।"

তখনো লতার সঙ্গে অজিতের সম্পর্ক বেশি দূর এগোয় নি কাজেই অজিত বলেছিল : "আমার পছন্দ, তোমার পছন্দ আবার তার উপর বৌ-এর পছন্দ এনে চড়ালে এ-জীবনে কলকাতায় বাড়ি পাবে না !"

বাড়ি না পাবার ভয়ে বাকি কাঁচা রাস্তাটুকু প্রিয়াল আর টুঁ শব্দটিও করে নি। তাকায়ও নি আশে-পাশে।

রাস্তাটায় নূতন ইলেক্ট্রিক-লাইন গেছে। কিন্তু কেন বলা

যায় না পাঁচটা পোষ্টের দুটো পোষ্টেই বাতি জ্বলে নি। অন্ধকারে একটা টিন-শেডে কেরোসিনের কুপি জ্বলছিল আর সেদিক থেকে ধাঙড়দের মাদল-সহযোগে রাম-নাম ভেসে আসছিল লালচে আলোর সঙ্গে হাওয়ায়। এই গানা নিত্যকার পালা কি না জিজ্ঞেস করবে অজিতকে, ভাবলে একবার প্রিয়াল। কিন্তু চুপ করেই রইল। অজিত কী করে জানবে এ নিত্যকারের ঘটনা কি না! বাড়ি-অলার ছেলের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় নামেমাত্র ছিল। এ অঞ্চলে সে কিছু আড্ডা দিতে আসে না। কাজেই চুপ করেই অন্ধকারটুকু পেরিয়ে আলোর সীমানায় এসে পৌঁছল সে অজিতের গা-ঘেঁষা হয়ে।

আলোর সীমানায়, সদর কাঁচা-রাস্তার উত্তর প্রান্তে যারা বসবাস করে বস্তিতে তাদের সুনাম নেই। কপালে, সিঁথিতে সিঁদুর-পরা, মাথায় ফুল-গোঁজা একদল ভালোমন্দ চেহারার মেয়ে একটা পোষ্টের নীচে ভিড় জমায় এসময়টাতে। অজিত আর প্রিয়াল দেখতে পেলে। কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা বেরুল না। ওরা নিঝুম। হাঁটছে। হেঁটে এসে পিচের রাস্তায়, সত্যিকারের শহরে এসে যেন পড়ল। সত্যি বলতে, বস্তিটা একটা আধুনিক কল্পনার গ্রাম ছাড়া কিছু নয়।

কলকাতার পরিচিত সড়কে পড়ে কথা ফুটল প্রিয়ালের মুখে: "ওরা কারা?" মুচকি হাসল সে।

"কারা?" একটু চমকানো মুখ অজিতের।

"ওসব মেয়ে?"

"আধা গেরস্ত।"

"ও, তা-ই বুঝি!" হাসিটা সশব্দ হল।

"হাসির কী আছে এতে? বস্তিতে কতো রকম মানুষই ত থাকে—এরাও আছে!" অজিত নির্বিকার।

তাই হয়ত এ-ব্যাপারেও প্রিয়ালকে নির্বিকার হতে হল।

তিন

বাড়িটা বস্তির গলির পাশে। সামনে একটা মাঠ তার আধখানা আঁস্তাকুড় আর গরুর বাথান। মাঠ থেকে ফাল্গুন-চৈত্রের ঘূর্ণি হাওয়ায় এতো ধুলো ওঠে যে ও-বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ করে থাকতে হয়। তাছাড়া গরুর বাথানের কল্যাণে মশা-মাছির উপদ্রব ত আছেই।

তবু বাড়িটা দেখতে ভালো—থাকবার জন্যে সবারই লোভ হয়। বাড়ি-অলা বাড়িতে থাকেন না—তা-ও একটা মস্ত সুবিধের ব্যাপার ভাড়াটেদের পক্ষে। বাড়ি-অলার সঙ্গে যে এক বাড়িতে থাকতে নেই এ পরামর্শ প্রিয়ালকে অজিতই দিয়েছিল। থাকলেও জল-আলো নিয়ে, বাড়ির খুঁত হ'ল কি না তা-ই নিয়ে দশপাঁচটা ভালোমন্দ কথা, মন-কষাকষি চলে। তাই দশপাঁচটা বাড়ি বেছে অজিত যখন এ-বাড়িতে এনে প্রিয়াল আর লতাকে হাজির করল, তখন তাদের চোখে-মুখে খুশী আর ধরে না।

বাড়িটার দোতলায় ছ'টো মাত্র ফ্ল্যাট—ছোট দোতলা বাড়ি। একতলার যিনি বাসিন্দে তিনি নিরিবিলি মানুষ। কোন্ সওদাগরী অফিসে কাজ করেন, সন্ধ্যেবেলা বেহালা শেখেন। স্ত্রী-ছেলেমেয়েরা তখন নিঝুম হয়ে থাকেন। তা নইলে স্ত্রীটির কণ্ঠ এ-পাড়ার যে কোনো ঝগড়াটে স্ত্রীলোকের কণ্ঠের সঙ্গে এক সুরে চলতে থাকে।

এই ভদ্রমহিলা এ-পাড়ায় এসে অবধি 'ছোট লোক' ছাড়া আর কাউকে চোখে দেখলেন না, মুখেও ও কথাটি ছাড়া কাউকে সম্বোধন করলেন না। এমনকি স্বামী বা ছেলে তাঁর মর্জিমাফিক না চললে তাদেরও তিনি ছোটলোক বলেই গাল দিয়ে থাকেন। মুখের লব্জ খারাপ হয়ে গেছে। আমি বলি, তিনি যদি এমনই ভদ্রকন্যা ছিলেন

তাহলে এ বস্তির বাসিন্দে হতে এসেছিলেন কেন? কলকাতায় ত অভিজাত-ভদ্র পাড়া ঢের আছে—সেখানে বাড়ি ভাড়া করে থাকলেই ত পারতেন!

আমার ধারণা নিয়েই লতা ফিরে এসেছে একদিন নীচতলা থেকে। গিয়েছিল সে আলাপ-পরিচয় করতে। প্রথম কথাই ভদ্রমহিলা বললেন: "আপনি-ও এলেন—আছি দেখুন ছোটলোকের রাজ্যে!"

"এলাম। কী আর করা! এমন ভালো বাড়ি ত আর পাওয়া যায় না—যা-ই বলুন, বাড়িটা ভদ্রলোক ভালোই করেছেন!" লতা আলাপ জমাতে এসেছিল।

"বাড়ি-অলার কাণ্ডজ্ঞানের কথা আর বলবেন না—বস্তি ছাড়া তার জন্যে আর জায়গা জুটল না!"

লতা বুঝে নিয়েছিল এই ভদ্রমহিলাই ভাড়াটে ভাগুানি দেন। লতারা এ বাড়িতে আসবার আগে খালি পড়েছিল বাড়িটা প্রায় ছ'মাস।

লতা ফিরে এসে প্রিয়ালকে বলেছিল: "এ কী বাড়ি তুমি ভাড়া করতে গেলে! এই ছোটলোকের পাড়ায় ভদ্রলোক কে থাকেন—এক সুরমা দেবীর পরিবার ছাড়া!"

প্রিয়াল হাসছিল: "নীচের গিন্নির সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে তোমার?"

"হ'ল কিন্তু আর আলাপ করবার ভরসা পাইনে।"

"কেন?"

"কোন্‌দিন আমাকে ছোটলোক বলে দেন! ছোটলোক-ম্যানিয়াতে ভুগছেন ভদ্রমহিলা!"

ভদ্রমহিলার খবর অজিতকেও জানানো হ'ল বিকেলবেলায়। অজিত বস্তি নিয়ে আরেকটা বক্তৃতা দেবার সুযোগ পেয়ে গেল।

ছোটলোক আবার একটা কথা না কি! গরীব অনেক ভদ্রলোকও

আছেন বস্তিতে—তবে খিস্তিখেউড় করা এখানকার রীত। কিন্তু তাই বলে সবাই তা করেন না। "এই ত বৌদি—" সোৎসাহ হ'ল অজিত বক্তৃতার মাঝখানটায়: "আপনাদের গলিটার মোড়েই একঘর ছুতোর-মিস্ত্রী থাকে। দরজা-জানালার একটু রিপেয়ার ছিল—বাড়ি-অলা ডেকে এনেছিলেন তাদের একজনকে। আমি আলাপ করলাম ওর সঙ্গে গায়ে পড়ে—শুধু আপনাদের বস্তির লোক কেমন দেখবার জন্যে—মনে হ'ল বেশ ভালোমানুষ!" তার পর অজিতের কথা সাধারণীকৃত হ'ল। বস্তি বলে কি সেখানে নিরিবিলি ভালো ভদ্র মানুষ কেউ থাকে না? আমরা ভাবি, আমরা এক-একজন মস্ত-মস্ত ভদ্রলোক—একটু আঁচড়ে দেখলে যে ইতরতার চেহারাটা বেরিয়ে পড়ে তা ভাবিনে। ভদ্রভাবে সারাজীবন চলা চাট্টিখানি কথা নয়! তাছাড়া ভদ্রলোক ছোটলোকের ছোঁয়া বাঁচাবে কী করে? "বৌদি, তোমার সুরমা দেবী ঝি-চাকর-ধাঙড়ের পাট উঠিয়ে দিয়েছেন না কি?" অজিত বক্তৃতা শেষে জিজ্ঞেস করল।

"বললেন না ওসব কথা—আমিও জিজ্ঞেস করি নি।"

"থাক্ পরচর্চা করে কী হবে?" প্রসঙ্গটা কেটে দিতে চাইলে প্রিয়াল।

"বলো কী প্রিয়াল—" গলায় আদর মাখিয়ে অজিত প্রিয়ালের মুখে তাকাল: "পরচর্চা না করলে আলাপ বা আড্ডা জমে কখনো?"

"আড্ডা দিতে বা তোমাকে কে দোহাই দিচ্ছে?" প্রিয়াল হোহো করে হেসে, লতার মুখে চোখ পড়তেই, চুপ করে গেল।

সেখানে আগুন জ্বলছিল।

লতা গম্ভীর হয়ে বললে: "ওরা বোধহয় ঝি-চাকর রাখে না অজিত-ঠাকুরপো—ইস্কুলে-পড়া ছেলে-মেয়ে দিয়েই কাজ করায়। দেখলাম ত ওরা ফুট-ফরমাস খাটছে।"

অজিত খানিকটা বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিল—প্রৌঢ়তার ছোঁয়ায়

এমনিতেই, চুপ করে থাকলে, তাকে খানিকটা করুণ দেখায় তার উপর প্রিয়ালের কথার ধারটা হজম করে নিতে তার মুখে আরেক পোঁচ কালি লেগে গেল যেন। কিন্তু হজম সে করল কথাটা। হজম করতে সশব্দে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক থেকে।

"থাক্ বৌদি—ওদের নিরিবিলি থাকতে দাও—" বললে অজিত। তার পর প্রিয়ালের চোখে একটা শান্ত দৃষ্টি রেখে বললে: "একটা সময় গেছে প্রিয়াল—যখন আড্ডা-ফাড্ডা কিছুই আমি দিতাম না।" অনেক পরিশ্রমের পর যেন অজিত একটা সিগারেট মুখে নিল। কিন্তু তা শুধু অনেক কথা বলবার আয়োজন। শুরু হ'ল কথা: "অফিস থেকে বেরিয়ে পড়তাম পাঁচটার আগে। সান-শেড লাগিয়ে টেনিস পিটোতাম—আড্ডা-ফাড্ডার ধার ধারতাম না তখন! কিন্তু জানো ত—ব্লাড-প্রেশারের পর খেলাধুলো সব ছাড়তে হয়েছে—"

সেদিন আর আড্ডা জমে নি। প্রিয়াল আর লতাকে একা রেখেই সিগারেটটা শেষ করে অজিত ঘরমুখো হয়েছিল।

অজিতের মুখে শোনা বস্তির খবরের খানিকটা পেয়েই মন-মরা হয়ে গিয়েছিল প্রিয়াল, কিন্তু লতার বস্তি সম্পর্কে উৎসাহের অভাব বিন্দুমাত্র দেখা গেল না। অ্যাদ্দিনে তার নিজের ঘর-সংসার হ'ল—শ্বশুর-শাশুড়ি-দেওর-ননদদের জ্বালাতন থেকে এইমাত্র সে নিষ্কৃতি পেলে—তার সুখ মারে কে? মনোহরপুকুরের বস্তি না হয়ে এ যদি আন্দামান সুন্দরবন বা দণ্ডকারণ্যের কলোনি-ও হ'ত, তবু লতার সুখের ঔৎসুক্যের অভাব থাকত না।

বস্তির খবর-বার্তা সেদিন থেকে, অজিত আর নয়, সনাতনই সরবরাহ করেছে স্বামী-স্ত্রীর এই সংসারকে। বাদামীকেও সংগ্রহ করে এনেছে সনাতন।

বাদামী তার বিধবা মায়ের সঙ্গে এসে যেদিন প্রথম হাজির

হ'ল, সেদিন সে ফ্রক-পরা এক খুকী। গায়ের রং ফর্সা নয়—কালো। কালো হলেই যেন এ-বস্তিতে মানায় বেশি। হাসলে মেয়েটির নীচের ঠোঁট এগিয়ে আসে—প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-কলার মেয়ে-মূর্তির ঠোঁটের মতন। সত্যি বলতে, সমাজের নীচু স্তরেই ত প্রাচীন ভারত জ্যান্ত আছে। বাদামীকে কোনো শিল্পী দেখতে পেলে হয়ত মডেল করে নিত। কিন্তু শিল্পীর দরবারে পৌঁছুবার ওর সুযোগ কোথায়? এল তাই ঝি-গিরি করবার জন্যে।

"তোমাদের খেয়েই ত আছি মা আমরা—আমার বাদামী সব কাজ জানে, ওকে খেতে-পরতে দেবে চারটি, তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে—" বাদামীর মা গোড়াতেই এতগুলো কথা বলে ফেলল।

"বেশ থাকবে। তুমিও ত এ পাড়ারই লোক, সনাতন বললে—" মা-মেয়েকে পর পর দেখে চলছিল লতা।

"ওই ত আমাদের ঘর—এক ঢিলও দূরে নয়—ওই যে টিনের ছাউনি—" অজস্র টিনের ছাউনির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলে বাদামীর মা।

"তোমাদের ঘর ত সনাতনই চেনে, তা হলেই হ'ল।"

"তা মা কখন আসতে হবে ওকে—ভোর ক'টায়!"

"দশটা পাঁচটা অফিসের মতো গো বাদামীর মা—" সনাতনই কথা বললে এবার: "তোমায় তখন বলি নি? আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?"

"যিনি রাখছেন তাঁকে ত একবার জিজ্ঞেস করতে হয়—না কি বলো!" বাদামীর মা অনুমোদনের জন্যে সবারই মুখের উপর চোখ রাখল একেকবার।

দশটা-পাঁচটার জন্যেই বাদামী। বাবু যখন অফিসে যাবেন তখন সঙ্গে থাকবার জন্যে। লতা জানালে বাদামীর মাকে। বস্তির ঝগড়াটে মেয়েদের দলেই হয়ত বাদামীর মা—লতা তার কথার

ধরণে বুঝতে পারল—তাই কথা না বাড়িয়ে ওদের বিদেয় দিয়ে দিল সেদিনকার মতো।

তার পরদিন থেকেই বাদামী লতার ছায়ার মতো আছে—বেলা দশটা-পাঁচটায়।

দুপুরে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমোয় লতা—সনাতন ত ডাহা চারঘণ্টা ঘুমে অচেতন থাকে—সে সময়টা জেগে বসে থাকতে হয় বাদামীর। লতা লেস-বোনার প্রথম পাঠ দিয়ে দিয়েছে। তা-ই হাতে নিয়ে ও ঝিমোয় দু'ঘণ্টা।

চার

বাদামী সনাতনের আবিষ্কার। তার অবসর আছে প্রচুর। বাজার করে রান্নার কাজ সারতে মাত্র সাড়ে নয়টা সকাল। তার পর যে খাওয়ানোর পালা তা-ও বারোটার মধ্যে চুকে যায়। তার নিজের স্নান-খাওয়া শেষ হয় আধঘণ্টায়। তার পর ঘুম। ডাহা তিন-চার ঘণ্টা ঘুমুতে পারে সে। ঘুমোয়ও! নিদ্রাটি ওর সাধা। দুপুরের গরমে রান্নার কাজ সেরে শরীর জুড়োতে মাত্র আধঘণ্টা সময় লাগে তার। খেয়ে-দেয়ে শোবা মাত্র ঘুম। ঘুমের শেষে উঠে সে পাড়া বেড়াতে বেরোয়। বস্তির দৈনন্দিন ঝগড়া-ঝাঁটির আর মারামারির খবর যোগাড় করে এ-দুয়োর ও-দুয়োর ঘোরে। সে-খবর পরিবেশন করে সে গিন্নিমাকে। লতা বিকেল বেলা, প্রিয়ালের অফিস থেকে ফেরার আগে সনাতনের মুখের গল্প শোনে। বেশ মজা পায় তাতে সে।

খবর যোগাড় হয় বাদামীর মায়ের ঘরের সামনেই সব চাইতে বেশ। সনাতন সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। পরিচয় হয়ে যায় এই দাঁড়ানো থেকেই। বাদামীর জন্যে বাদামীর মা একটা ঘরের কাজ খুঁজতে শুরু করেছিল। জানতে পারে সনাতন। গিন্নিমা-ও একটি

ঝি-মেয়ে খুঁজছে—অতএব একদিন বাদামীর মা আর বাদামীকে এনে সে লতার কাছে হাজির করেছিল।

বস্তিটার দক্ষিণ দিকে ঝি-দের বিরাট বসতি। ঝির কাজ তারাই করে, আর এমন স্ত্রীলোক এ বস্তিতে অজস্র, যারা স্বামী হারিয়েছে বা যাদের বয়েস দশ থেকে বারো। স্বামী-পরিত্যক্তারা যেমন আছে, তেমন আছে বিধবারা। লম্বাটে টিনের ছাউনির এক-একটি কামরা ভাড়া করে তারা থাকে। পাশাপাশি হয়ত দিনমজুর বেহারীর দল, মিস্ত্রী, জুতো-বুরুশ, মেরাপ-বাঁধাই-এর কারিগর আছে। আবার তেমনি দুঃস্থ ভদ্রলোকও আছে হয়ত ছোট দু'কামরার একটি ঘর নিয়ে! ট্রাউজার-বুশশার্ট-পরা অজ্ঞাত আয়ের যুবকও আছে কোনো-কোনো বাড়িতে। কিন্তু মোটের উপর অতি দরিদ্রেরই বাস-স্থান দক্ষিণ অঞ্চলটা।

দক্ষিণ অঞ্চলের একটা গলির মোড়ে প্রিয়ালের বাড়ি, আরেকটা গলির মোড়ে বাদামীর মার ঘর। লম্বাটে টিনের ছাউনির একটি কামরা। পাশের কামরাতেই কামারের হাপর চলে। করগেটেড টিনের গরম আর কামারের চুলোর তাপ মিলে বাদামীর মার মাথা এমন গরম করে তোলে বেলা দশটার সময় যে সে প্রায় নাগাড়ে বারোটা পর্যন্ত যাকে চোখের সামনে পায় তাকেই বাপান্ত করে দেয়। খুঁত খুঁজে নিয়ে গালাগালিতে ওস্তাদ সে। মাথা ঠাণ্ডা হয় বারোটার শেষে—স্নানের পর। এসময়টাতে বাড়িতে বাদামীর থাকা নিরাপদ ছিল না। ঝাঁটার গোড়া দিয়ে বাদামীর পিঠে দুমদাম কয়েক ঘা বসিয়ে দেওয়া বাদামীর মার নৈতিক কাজ। সনাতন মোড়ের মুদিখানাতে বসে বিড়ি টানবার অবকাশে এ মার অনেকদিন নিজ চোখে দেখতে পেয়েছে। তাই হয়ত মেয়েটার উপর তার একটু দয়াও এসে গিয়েছিল। বাদামীকে ওর মায়ের খর্পর থেকে উদ্ধার করার একটা সুযোগ ঘটে গেল সনাতনের, যেদিন গিন্নিমা তাকে বললেন: "একটি ঝি পাও কি না, দেখো ত সনাতন।"

"ঝি পাব না বলেন কি মা—ঝিয়ের রাজ্যেই ত আমরা এলাম!" সোৎসাহে বলেছিল সনাতন।

"তা এলাম। কিন্তু আজেবাজে একটাকে ধরে নিয়ে এলেই ত হ'ল না। দেখো, বিশ্বাসী লোক হয়ত নিয়ে এসো।"

"ছোট মেয়ে হলে হবে আপনার?"

"হবে। আমি চাই-ই ত অল্পবয়েসী কাউকে।"

"একটি বিধবার একটি মেয়ে আছে—আমি চিনি—নিয়ে আসব এক সময়।"

বলতে গেলে সনাতনই বাদামীর চাকরিটা করে দিল। বাদামীর মার কৃতজ্ঞতা-বোধ আছে। তাই বলে দিয়েছিল সে বাদামীকে: "তোর সনাতনদার ফুট-ফরমাস খাটিস—সাড়ে নটায় ত রান্না হয়ে যায়—তুই নটায়ই যাস্—গিন্নিমা বলেছেন দশটায় যেতে—নটায় গেলে ত তার হুজ্জত নেই!"

নটায়ই আসে বাদামী। এসে বরাবর হেঁসেলে ঢুকে যায়। সনাতনের মসলা পিষে দেয়—রান্না করতে করতে ছুট্‌কো-ছাট্‌কা যা পেষার দরকার হয়। সনাতনের তেলের শিশিটা হয়ত এগিয়ে দিলে বাদামী তারপর কিংবা পাঁচ-ফোড়ন-মেথি-সর্ষে-কালোজিরার আলাদা আলাদা কৌটোগুলো।

তখন বাদামী কথা বলে আর সনাতন একমনে রান্না চালায়—মাঝে-মধ্যে হুঁ-হাঁ করে বাদামীর কথার স্রোত একটানা রেখে দেয়।

বাদামী বলে: "আগে যে গিন্নির বাড়িতে কাজ করতুম না—সে ছিল ভারি খচ্চর। নীচের তলার গিন্নি যেমনটি চেঁচায়—ও-ও আমাকে দেখলেই তেমনি করে উঠত। ঝগড়াটে। আর কাজও তেমনি বেশি—মাইনে কম। মা আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এল!"

সনাতন ভাতের ফেন সরাতে গিয়ে বলে: 'হুঁ।'

বাদামী কথার জের টানে: "খারাপ বাড়িতে মা আমাকে কাজ করতে দেবে না—হুঁ—জানো—টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসবে!"

ফিক্ করে হাসে বাদামী। ওর ঘুঁটের ছাই দিয়ে মাজা শাদা দাঁতগুলো চিকিয়ে ওঠে। সনাতন একটু অমনোযোগী হয়ে যায় হয়ত। ভাতের ভাপ হাতে লেগে যায়।

সেদিন সকালে লতার মন ভালো ছিল না—প্রিয়াল আছে, সনাতন আছে তবু যেন কেমন একা-একা লাগছিল তার। সনাতনকে পাঠাল সে বাদামীকে আনতে। "আজ সকাল বেলাতেই চলে আসুক—চাট্টি ভাত খাবে না হয় এখানে।" বললে লতা।

"কেন মা—আমি ত আমার জন্যে আটার রুটি করি—ডাল দিয়ে খেয়ে নেবে তা-ই ক'টা।" সনাতন প্রভুর ভাত বাঁচায় দেখা গেল। কিন্তু বেরিয়ে যেতে এতো ক্ষিপ্র পা বাড়াল সে যাতে বোঝা যায় আজ অতি ভোরে বাদামীর দেখা পাবে বলে সে ভারি খুশী।

তখন ভোর ছ'টা।

বাদামীর মা ঘুম থেকে উঠেছে কিন্তু বাদামী ঘুমিয়ে আছে।

ফাল্গুন মাস। ভোরের দিকে শীত থেকে যায়। ছেলে-মানুষদের ভোরে উঠতে দেরি হয়। বাদামীর মা বাদামীকে মারধোর করলেও তার ভোরে ওঠার দিকে নজর রাখে না—মেয়েটাকে মনের সাধে ঘুমুতে দেয়।

ঘুমোনো ত পথে। কামরাটায় এক দরজা, জানালা নেই। কামরায় এই গরমের সময়টাতে ঘুমুতে পারে না ওরা। পায়ে-চলা পথের উপর ঘরের চালাটা ভাঙা টিন জুড়ে একটু এগিয়ে দিয়েছে বাদামীর মা। ওই চাল-অলা পথটুকুই তার ঘরের বারান্দা। সে-বারান্দায় খাটিয়া বিছিয়ে আর খাটিয়ার চারদিকে ছেঁড়া কানি বা ভেজা শাড়ি ঝুলিয়ে মায়ে-ঝিয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোয়।

বাদামীর মা তখন পাশে বস্তির ছাই-এর গাদা থেকে পোড়া কয়লা কুড়োচ্ছিল সনাতন যখন বাদামীকে ডাকতে এল।

মাথায় কাপড় ছিল না বাদামীর মার—সনাতনকে দেখে আবার

রক্ষার কথা মনে হ'ল—পিঠের কাপড়টুকু মাথায় টেনে এনে মুখে হাসি ছড়িয়ে বললে : "কি গো, এতো ভোর-সকালে যে!"

"এলাম, তোমার বাদামীর তলব পড়েছে!"

আরও এক পোঁচ খুশী দেখালো বাদামীর মাকে : "কেন?"

"মর্জি!"

"হেঁ—বড়ো মানুষের মর্জির হদিস কী!—তা ডাকো—ডেকে তোলো আবাগীকে!"

মার অনুমতি নিয়ে মেয়েকে ডেকে তুলল সনাতন।

বাদামী চোখ রগড়ে জাগল। জাগলেও কি যাবার উপায় আছে? জল তুলতে হবে দু'বালতি টিউবওয়েলে গিয়ে নাচতে নাচতে। সেখানে ছোটখাটো একটা ভিড় সব সময় থাকে। ভিড়ের মানুষকে নাচটা দেখানো বাদামীর অনেকগুলো শখের একটা শখ।

সনাতন দাঁড়াল। কিশোরী আজ এক যুবককেই তার নাচটা দেখিয়ে দেখিয়ে হাসতে লাগল। সনাতন একটা কুটো কুড়িয়ে নিয়ে কান খোঁচাতে লেগে গেছে—তখন বাদামীর মার কণ্ঠ খেঁকিয়ে উঠল : "অ বাদামী—"

মার চোখ-কান খাড়া থাকে মেয়ে কিশোর বয়েসে পা দিলেই—এ বস্তির মা'দের এই দস্তুর। খাড়া। খাড়া থাকা উচিত—চারদিকে ত প্রলোভন উঁচিয়ে আছে। আর বাদামীর মা ত এ বস্তির পুরনো পাপীই—জানা-শোনা আছে তার প্রলোভনের অলিগলিগুলো। নিজেও হয়ত প্রলোভনে পড়েছে ছেলেবেলায়।

বাদামীর মুখ শুকিয়ে গেল। এক ডাকেই। জলের বালতি হাতে নিয়ে মুখ নীচু করে ঘরে এল সে।

সনাতন ঘাড় চুলকিয়ে পেছনে পেছনে।

যেন সনাতন বলে গিন্নির চাকর এখানে কেউ নেই—অমনি একটা উদাস ভঙ্গী মুখে এনে বাদামীর মা বললে : "গিন্নিমা রাগ করবেন দেরি হলে—যা—"

পাঁচ

লতার মনটা ভালো ছিল না—প্রিয়ালের সঙ্গে রাত্রিতে খিটিমিটি গেছে—তাছাড়া সকালে ঘুম থেকে উঠতেই এক বিশ্রী রকমের ঝগড়া শুনতে হয়েছে সামনের মাঠটাতে।

সামনের মাঠে বসে সকাল-বিকাল-সন্ধ্যায় যারা গাঁজা টানে—তাদের দলেরই এক বুড়োর সঙ্গে বাড়ি-উলির তুমুল বচসা হয়ে গেছে সাত সকাল। দু'জনই দু'জনকে ক্যাওড়াতলা পাঠাতে চেয়েছে! পরস্পরের এই মৃত্যু-কামনা, শুন্‌লেও গা বমি-বমি করে। লতার তা-ই করছিল। একা-একা ঝগড়াটা শুনেছে সে—মানে, কানে এসেছে। প্রিয়ালকে জাগিয়ে দু'জনে যদি মজা করে শুনত তাহলে লতার এমন গা-বমি করতো না। কিন্তু তা হবার যো নেই। রাত্রিতে দু'জনার মধ্যে মন-কষাকষি হয়েছে।

বিকেলে অজিত আসে নি। সারা বিকেল প্রিয়াল অফিসের ফাইল ঘেঁটেছে। লতা তার স্বামীর সঙ্গ মোটেও পায় নি সারাটা বিকেল। বাদামী আর সনাতনের পেছন-পেছন ট্যাক-ট্যাক করতে হয়েছে তাকে এটা-ওটা করবার জন্যে। মেজাজ তাতে কার না খিঁচড়ে যায়! রাত্রিতে সে প্রিয়ালের সঙ্গে তাই একটি কথাও বলে নি।

প্রিয়াল ঘুমুচ্ছিল যখন বাদামীকে নিয়ে সনাতন এল।

ফাল্গুনের সকালের মিঠে রোদ একফালি এসে পড়েছে ওদের শোবার ঘরে। রোদে পিঠ দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল লতা।

বাদামী চুপি-চুপি বেড়ালের পায়ে এসে ঘরে ঢুকল। দুপদাপ ঘরে-রাস্তায় চলা তার অভ্যাস কিন্তু কাজের বাড়িতে কী নক্সায় পা ফেলতে হয় তা তার জানা।

লতার মুখ পাশ ফিরল কিন্তু যেখানে দাঁড়ানো সেখানেই দাঁড়িয়েছিল। পাশ-ফেরা মুখের একপাশে রোদ লেগে তাকে ছায়াছবির কোনো সুন্দরী অভিনেত্রীর মতো দেখাচ্ছিল। না দেখাবারও কারণ নেই। অভিনেত্রীদের ফ্যাশনে যারা চুল বাঁধে, ব্লাউজ পরে আর শাড়ির ভাঁজ দেয়, মুখ ঘষে—লতা তাদেরই একজন।

"এসেছিস?" মুখ ফিরিয়ে চুলে মনোযোগ দিলে আবার লতা।

"তুমি ডাকলে—সনাতনদা খবর দিলে গিয়ে।" দোর গোড়ায়ই দাঁড়িয়ে বললে বাদামী, ঘরে ঢুকল না।

"ডেকেছি।" লতা যেন চিরুনিটার সঙ্গেই কথা বললে। তার পর খানিকক্ষণ চুলের খশ্‌খশ্‌ শব্দ—ঘরে যে তিন-তিনটি প্রাণী শুয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা চোখে না দেখলে বোঝবার উপায় নেই।

রান্নাঘর থেকে সনাতনের সন্তর্পণে বাসন-কোশন নাড়ার শব্দ—আর ভাঁড়ারে তুটো চড়াই-পাখীর কিচির-মিচির।

জলের পাম্প ধ্বক-ধ্বক আওয়াজ করছে—তা স্পষ্ট শোনা যায়। মাঠে বাড়ি-উলির আর গেঁজেলের ঝগড়া থেমে গেছে অনেকক্ষণ—এখন জাবরকাটা গরুগুলোকে ঘিরে কয়েকটা কাক ডাকাডাকি উড়াউড়ি করছে। আশ্চর্য এই ঠাণ্ডা সকাল বেলাটায় বস্তিটাও আজ যেন এক পশলা হৈ-হৈ-এর পর অতিরিক্ত চুপচাপ।

ড্রেসিং টেবিলের উপর চিরুনিটা রাখবার শব্দ পর্যন্ত ঘরময় ছড়িয়ে গেল!

চুল পিঠে এলানো থাক্। খোঁপা করবে না লতা। এগিয়ে এল সে বাদামীর কাছে। শান্ত ভারি গলায় জিজ্ঞেস করলে: "মাঠে কারা ঝগড়া করছিল রে—"

এতোক্ষণে হাসি ফুটল বাদামীর সুন্দর ঠোঁটে: "মাঠে?"

"ভোর না হতেই কী বিশ্রী ঝগড়া—"

"ন্যাড়া আছে না?" উৎসাহে শুরু করলে বাদামী: "যো

গেঁজা খায়—বাড়ি-উলির কাছ থেকে ধার নিয়েছিল সে ট্যাকা, তাই বাড়ি-উলি বক্‌ছিল !”

“এমন সব বুক্‌নি—ছিঃ !” লতা জানালা দিয়ে বরাবর মাঠের অপর দিকে তাকিয়ে রইল। টালি-ছাওয়া ঘরের চালায় একটি লাউ মাচা। একদম মফঃস্বল শহরের ধাঁচ। একটি বৌ মাঠের আঁস্তা-কুড়েতে উনুনের ছাই ফেলছিল। ত্বরিত গতি। লতার হাঁটা এমন নয়! ওটা একদম গেঁয়োমি। একটু খুশী হয়ে উঠল লতা নিজের উপর। হাসির আভাস দেখা গেল ঠোঁটের উপর।

বাদামী কি করবে দিশে পাচ্ছিল না। তবু নিজের বুদ্ধিমতো গুছিয়ে বললে : “এই জন্যেই ডেকেছিলেন, গিন্নিমা ?”

প্রিয়াল জেগে গিয়েছিল। উঠে দাঁতের মাজন-ব্রাশ সাবান-তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। কারো সঙ্গে কোনো কথা বললে না।

লতার মুখে হাসিটা নিবে যাচ্ছিল—অতি কষ্টে তা ঠোঁটের উপর ধরে রেখে বাদামীর মুখে সে অপলক তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার পর বললে : “কাল রাত্তিরে কুকুরের ভীষণ ঝগড়া হচ্ছিল তোদের ওদিকটায়—এতো সব কুকুর পুষিস না কি তোরা ?”

“চুরি হয় যে—” অনায়াসে বললে বাদামী।

“চুরি হয় নাকি ?” লতা একটু নড়ে-চড়ে বললে : “বিছানাটা বেড কভার বিছিয়ে পাট করে রাখতে পারবি ? পারিস ত সনাতনকে আর ডাকিনে !”

“পারব।” বাদামী এগিয়ে এসে কাজে লেগে গেল।

লতা দরজায় একটু উঁকি দিয়ে এসে ঘরের ভেতরই পায়চারি করে বললে : “আমি ডেকে না পাঠালে এখন তুই কী করতিস, বাদামী ?”

“পাড়ের থেকে সুতো ছাড়াতুম—মা কাঁথাটা সেলাই করবে কি না !”

"তার পর ? সে আর কতোটুকু সময় ?"

"তার পর ? টিউকলের চাতালে গিয়ে বাচ্চাগুলোর সঙ্গে এক্কা-দোক্কা-মাঝগঙ্গা-চোক্কা খেলতুম—মা যতোক্ষণ খ্যাটখ্যাট না করে।"

"তোর মা বুঝি সারাটা দিন ঐ করে ?"

"সারাটা দিন ?" আবার ফিক করে হাসল বাদামী : "কাজ করে না মা দু'বাড়িতে ? সারাটা দিন খ্যাটখ্যাট করবে কি করে ?"

লতা খোলা বারান্দায় বেরিয়ে এল।

ভোরের কুয়াশায় একটু শীত-শীত করছে। ভালো লাগছে তার দু'হাতের আঙুল জড়াজড়ি—নমস্কারের ভঙ্গীতে—রাখল হাত দুটোর ভর রেলিং-এর উপর। খানিকক্ষণ উদাস হয়ে ভোরের দিকে তাকিয়ে রইল লতা।

কাল রাত্রিতে তার ঘুম হয় নি। যেদিনই প্রিয়ালের সঙ্গে তার খিটিমিটি হবে—সেদিনই রাত্রিটা প্রায় জেগে কাটাতে হবে তার। খাটের ওপাশে প্রিয়াল দিব্যি নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে আর লতা জেগে বসে আছে অন্ধকার ঘরে একটা চেয়ারে পা ছড়িয়ে। চুলে বিলি কাটছে হয়ত আধঘণ্টা—একঘণ্টা। চোখ একটু জড়িয়ে এলে তবে খাটে যাচ্ছে ফের। কালও ঠিক এমনিতর হয়েছিল।

এখন ভোরের ঠাণ্ডায় ভোরে-জাগা চোখের কচ-কচানি খানিকটা সরে গেছে মনে হচ্ছিল লতার।

কতোক্ষণ সে বারান্দায় ছিল, মনে করতে পারবে না—হঠাৎ তার মনে হ'ল অনেকক্ষণ।

ঘরে ফিরে এল লতা। প্রিয়াল তখন চেয়ারে বসে দিব্যি আরামে কাগজটা পড়ছে। বাদামী ঘর থেকে উধাও। টি-পয়ে চা-টোস্ট-অমলেট সাজানো।

প্রিয়াল একটিবার ডাকলও না লতাকে !

একটা অভিমান হজম করে নিতে লতা ঢোঁক গিলল। সব-কিছু হজম করা ছাড়া এখন আর উপায় কী ? সে স্বামীকে তার পরিবার

থেকে আলাদা করে এনেছে দু'জন কপোত-কপোতীর মতো নীড় বেঁধে সুখে থাকবে বলে। এখন যদি দুঃখ আসে সে দুঃখ সয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কী ?

কথা বলতে হ'ল তাই লতাকেই প্রথম : "বাদামীকে ডেকে আনলাম।" লতা পাশের চেয়ারে এসে বসল।

"কেন ?" কাগজ থেকে মুখ তুলল না প্রিয়াল।

"ভোর বেলা কী ঝগড়াটাই না গেলে এই মাঠে—কারা ঝগড়া করছিল তা-ই জানতে।"

কাগজটা ভাঁজ না করেই পাশের টেবিলে পেপারওয়েটে চাপা দিল প্রিয়াল। ঘুম-কাতুরে ফোলা ফোলা চোখে স্ত্রীর দিকে তাকাল স্বামী একটা প্রচণ্ড উদাসীনতায়।

"কে এক গেঁজেল টাকা ধার নিয়েছিল তার বাড়িউলি থেকে—তাই নিয়ে ঝগড়া !" একটা বাঁকা হাসির তড়িৎ খেলে গেল লতার চোখে-মুখে-ঠোঁটে।

"ও।" চা-টোস্টে মন দিলে প্রিয়াল : "ধার নিলে ত ঝগড়া হবেই !"

এই মাত্র কাগজে ভারতের স্টার্লিং-ঋণের খবর পড়ে প্রিয়াল শিউরে উঠেছিল আতঙ্কে।

ছয়

অজিত স-স্ত্রীকে এল সন্ধ্যাবেলায়।

আসবার আমন্ত্রণ অবিশ্যি প্রিয়ালই তাকে করেছিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানভঞ্জনের পালা তার মতো বৃন্দেদূতী ছাড়া আর কে গাইবে ?

অজিতের স্ত্রী গীতাও তৈরী হয়ে এসেছে—লতাকে বেশ কয়েকটা কথা শুনিয়ে দেবে বলে।

বসবার ঘরে জমজমাট হয়ে সেটিতে বসে আছে চারজন। একটা নাটকীয় দৃশ্যের মতন দেখাচ্ছে ঘরটা। সামনেই বারান্দা। দরজার পর্দা ঠেলে বারান্দায় যাওয়া যায়। এখন আর ঠেলতেও হয় না। দক্ষিণের হাওয়ায় পর্দাগুলো দুমড়ে-মুচড়ে ঘরটাকে বে-আবরু করে তুলেছে।

দক্ষিণের হাওয়া থাকলেও তার উপর প্রিয়াল ভরসা করে নি। ঘরে লম্বা-ব্লেডের একটা ফ্যান অদৃশ্য হয়ে ঘুরছে। লতার জন্যেই দু'ঘরে ফ্যানের ব্যবস্থা —বসবার ঘরে আর শোবার ঘরে। 'ওর মাথা কখন গরম হয়ে ওঠে তার ত ঠিক নেই—' প্রিয়ালের মুখে অজিত প্রায়ই এ-কথা শুনতে পায়।

ঘরে ঢুকে অবধি তাই আজ অজিত ফ্যানটার দিকে তাকিয়েছিল। লতার সঙ্গে কথা বলতে ভরসা পায় নি।

কথা শুরু হ'ল ক্রমে।

অজিত : ভালো চাকরি, বিবাহিত জীবন আর একটু সুন্দর অবসর—এই ত আজকালকার স্বর্গ-সুখ, পিয়াল—তাহলে তুমি বা দুঃখিত কেন আর লতা-বৌদি বা তা নিয়ে অসুখী কেন?

গীতা : লতা-বৌদি কেন অসুখী তা তুমি বুঝবে কি?

লতা : মেয়েদের যন্ত্রণা আপনারা কী বুঝবেন?

গীতা : কিন্তু তুমি, বৌদি, সহ্য করতে মোটেই চাও না—তা-ও বলব!

অজিত : গীতা এমনিভাবে কথাটা বললে যেন সহ্য করতে করতে ও ঝানু সহিষ্ণু হয়ে গেছে। তা কিন্তু মোটেও নয় বৌদি—

গীতা : যাঃ-ও, তোমার বক্তৃতা এক প্রিয়ালবাবু ছাড়া ভূ-ভারতে আর কে সহ্য করে আমি জানিনে!

লতা : আমি।

সবাই হেসে উঠল। প্রিয়াল গম্ভীর হয়ে বসেছিল এতোক্ষণ, তার ঠোঁটেও হাসির একটা ঝলক খেলে গেল। সুযোগ পেয়ে লতা

গীতার গা ঠেলে বললে: "জানো, দুদিন পর ওর মুখে হাসি দেখা গেল—এমন মানুষ নিয়ে আমি এ নির্বাসনে পড়ে আছি!"

সবাই নিঝুম হয়ে গেল খানিকক্ষণের জন্যে। এমন নিঝুম যে নীচতলা থেকে বেহালার লাজুক শব্দটা পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল।

ঘরে শব্দ হ'ল ট্রে-ভর্তি লেবু-চা আর খাবার নিয়ে যখন বাদামী আর সনাতন হাজির। বাদামী দরজায় একটা ধাক্কা খেয়েছিল থতমত হয়ে—তাই শব্দ, নইলে সনাতন আর বাদামী জানে—চা-খাবার যে নিঃশব্দে রেখে যেতে হয়।

শব্দ হ'ল ভালোই হ'ল। লতা বাদামীর শরীরে চোখ বুলিয়ে বললে: "চা চল্‌কে যায় নি ত!"

প্রিয়াল সনাতনের খবরদারি করলে: "চা কাপে সাজাবার দরকার ছিল কী—পটে করে আনলেই পারতে।

সনাতন শব্দে হকচকিয়ে তাকিয়েছিল বাদামীর দিকে—চা যে পড়েনি সে দেখেছে কিন্তু সে-কথাটা বলা হয়ত বে-আদবী—চুপ করে কড়া কথা হজম করার অভ্যাস তার। তাই সে টিকে আছে এই বদ্‌মেজাজী পরিবারে। সনাতন চুপচাপ ট্রে থেকে চা টিপয়গুলোতে সাজিয়ে—খাবার রেখে চলে গেল।

বাদামী গেল না। ওর যাওয়ার অভ্যাস নেই—বিশেষ করে কোনো মহিলা অতিথি এলে। মহিলা তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন আর সে মহাখুশী হয়ে তার উত্তর দেবে। না যাবার এই কারণ।

অন্যদিন গীতা বলে, তোর ফ্রকটা বেশ সুন্দর বা ছেঁড়া ত, বলে খানিকক্ষণ আলাপ চালায় বাদামীর সঙ্গে কিন্তু আজ সে চুপচাপ হাসছিল।

আজ বাদামীকে সকালে ডেকে এনে লতাই আস্কারা দিয়েছে—সারাটা দিন তাকেই পেছনে পেছনে নিয়ে আছে তাই এখনও বাদামীর সঙ্গে লতা আবার কথা বললে: "আমাদের দু'জনের খাবার

আর চা বারান্দায় দিয়ে আয় ত বাদামী—ওরা দুই বন্ধুতে এখানে থাক—আমরা দুজন, কী বলো গীতা বারান্দাতেই যাই।”

গীতা ব্যস্ত আর অপ্রতিভ হয়ে গেল; “নিশ্চয়!” বলে সে উঠে দাঁড়াল।

প্রিয়াল বা অজিতের মুখে কোনো কথা নেই। অজিত আবারও সিলিং-এ তাকিয়ে ফ্যানটা দেখছে।

বাদামী বারান্দার টি-পয়ে খাবার আর চা সাজিয়ে বললে: “আমি যাব?”

“বাড়ি যাসনে, সনাতনের সঙ্গে বসে লুডো খ্যাল্।” লতা হুকুম জারি করলে। ঝি-চাকরেরও যে অবকাশ পেতে ইচ্ছে হয় তা পাকা গিন্নির মতো লতাও জানে।

লতা আর গীতা বারান্দায় গেলে তবে কথা বললে অজিত: “কি হে, অফিসে চুপচাপ, বাড়িতে আমন্ত্রণ করে এনেও চুপচাপ?” বাটলের জলে হাত ধুয়ে অজিত ডিশের উপর একটা রাজভোগের উপর আঙুল রাখলে।

“চুপচাপ খাও না বসে, ক্ষতি কী?” প্রিয়ালও অনুসরণ করলে অজিতকে।

“খাব চুপচাপই, নইলে বিষম খেতে হবে।” অজিত আস্ত রাজভোগটা তার প্রচণ্ড হাঁ-তে ঢুকিয়ে দিলে।

বাদামী এসে ফের ঘরে ঢুকল।

“কী রে?” জিজ্ঞেস করল প্রিয়াল।

“মা এসেছিল গিন্নিমার কাছে।”

বারান্দা থেকে লতার উত্যক্ত গলা শোনা গেল: “কীরে বাদামী?”

বাদামী তটস্থ হ'ল, শেষটায় দ্বিধা-জড়ানো পায়ে বারান্দায় সরে গেল।

"ওর মা-ও যাতায়াত করে না কি ?" অজিত চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"করে।"

"কেন ?"

"মাঝে মাঝে টাকার দরকার পড়ে—ধার !"

"নিয়ে দিয়ে দেয় ত !"

"ও, নিশ্চয়।" প্রিয়াল একটু মুখ-খোলসা হ'ল : "এ বস্তিতে বাদামীর মা-ই সব চাইতে ভালো খাতক !"

"অনেককে ধার দাও না কি ?"

"আমি দিই না, লতা দেয়।"

বারান্দা থেকে লতার গলা আসছিল : "দাঁড়িয়ে রইলি কেন—যা, আমি একটু পরে যাচ্ছি—মাকে বসতে বল্।"

একটা সিগারেটে বুঁদ হয়ে অজিত শুরু করলে : "বৌদি ত বেশ কাজ করেন ! জানো পিয়াল, অনেকে যে বলেন সাম্যবাদ একটা ভীষণ শত্রু আমি বলি তা নয় ! সাম্যবাদের চাইতে পৃথিবীর বড়ো শত্রু হ'ল দারিদ্র্য। আমেরিকানরা তা খানিকটা বুঝেছে—আমরা তা এখনো ঠিক বুঝতে পারি নি, কারণ আমরা নিজেরাই দরিদ্র—ধারে সংসার চলে !"

বাদামী ঘর পার হয়ে বেড়ালের মতো চলে গেল।

"তোমার কোনো অ্যাম্বেসিতে কাজ করা উচিত ছিল অজিত—" হাসতে লাগল প্রিয়াল।

"দেয় কে ?" অজিত সে হাসিতে যোগ দিলে।

লতা ঘরে ঢুকে বললে : "গীতার সঙ্গে গিয়ে একটু বসুন অজিত-ঠাকুরপো—আমি পাড়ার জঞ্জাল মিটিয়ে আসি।"

অজিত হেন ব্যক্তিও লতার মেজাজে চুপ করে গেল। লজ্জায় হেঁট হয়ে প্রিয়াল চায়ে চুমুক দিতে লাগল। লতা থামল না—বাদামীর মার উদ্দেশে উধাও হ'ল।

গীতা বারান্দা থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে: "ঠাকুরপোকে আসতে হবে না—এখানে দিব্যি হাওয়া, আমি বেশ আছি।"

"থাকো থাকো বাপু থাকো—" অজিত আয়েসীর ভঙ্গীতে কৌচে গা এলিয়ে বললে: "যা-ই বলো পিয়াল, বৌদিকে যন্ত্রণাও পোয়াতে হয় কম না!"

"ওসব যন্ত্রণা না থাকলে কী নিয়ে তোমার বৌদি থাকবেন?" —নিস্পৃহ গলায় খানিকটা কঠোরতা মিশিয়েই যেন বললে প্রিয়াল।

"সত্যি ত—বাচ্চা-কাচ্চা নেই যখন—" হাসি-হাসি চোখ বুলিয়ে আনল অজিত প্রিয়ালের সারা মুখে।

প্রিয়াল চুপচাপ আরেক পোঁচ গম্ভীর হয়ে চা শেষ করতে মনোযোগী হ'ল। ফ্যানের হাওয়া কী করে তার সিগারেটের ধুঁয়ো কাড়ছে পরম কৌতূহলে তা-ই দেখে চলল অজিত। ভাবছিল সে, যে প্রিয়াল আর লতার ঝগড়া মিটমাট করেছে সে অনেক কিন্তু আজ যেন সে আর তা পারবে না। গীতা যদি পারে ত পারুক।

সাত

মনোরম চৈত্রের ভোরে মুখে একটা প্রশান্তি নিয়ে প্রিয়াল খবরের কাগজটা পড়ছিল। অফিসে যাওয়ার আগে এই খবরের কাগজই প্রিয়ালের একমাত্র সহচর।

ফুলদানিতে বাসি রজনীগন্ধার মিহি গন্ধ।

লতা সনাতনের সঙ্গে চা-তৈরিতে মনোযোগী। চাকরের সঙ্গে সমানে চাকরি চালালে তবে তার কাছে কাজ পাওয়া যায়। চাকর আজকাল আর রবীন্দ্রনাথের আমলের পুরাতন ভৃত্য কেউ নয়—সনাতন-ও নয়। রান্নার শেষে বা বিকেলবেলায় যখন সে বস্তির চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে যায়—সেখানে দশ-পাঁচটা লোক তাকে সনাতনদা বলে সমীহ করে। লতা জানে সনাতনের এই কৌলীন্যের

কথা। সনাতনের সঙ্গে তার ব্যবহার মোটের উপর খারাপ নয়। যেদিন লতার মেজাজ ভালো থাকে সেদিন হয়ত সনাতনকে সরিয়ে দিয়ে সে একটা ডালনা বা ঝোলও বেঁধে ফেলে। পেছনে ফ্যাল-ফ্যাল চোখে দাঁড়িয়ে দেখে সনাতন। ভাবে হয়ত—এ-কাজ সে ছেড়ে দিয়ে গেলে গিন্নিমা বিপদে পড়বেন না। তাই প্রিয়ালের শত অনাদর সত্ত্বেও এই সুখের ঠাঁই ছেড়ে যেতে মন সরে না সনাতনের। এখনো সে গিন্নিমার পেছনে ফ্যালফ্যাল চোখে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে।

প্রিয়াল পড়ছিল আই-এস-সি পরীক্ষার্থী ছেলেরা যে এবার খেপে উঠেছে প্রশ্ন-কর্তার উপর। গত বছর খেপেছিল স্কুল-ফাইন্যালের ছেলেরা—এবার তাদের উপরের ধাপ। 'আমাদের গরমের দেশে ছেলে-বুড়ো সবাই খেপেই আছে—খ্যাপানিটা বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন—' প্রিয়াল নিজেকেই শুধোল। তার পর লতাকে ভাবল। লতা এখন খানিকটা ঠাণ্ডা। গীতা কী যেন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিয়ে গেছে তাকে—হয়ত 'স্বামী পরম গুরু—' গোছের কিছু—তার পর থেকে লতার খ্যাপামি আর নেই। এখন হয়ত ক'দিন ভালোই থাকবে লতা। ভালো থাকতে যে সে জানে না তা নয় কিন্তু কখন যে মেজাজ বিগড়ে যাবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। প্রিয়াল অবশ্য এ-মেজাজের ধারও ধারত না—যখন তারা বাপ-মার্ সংসারে ছিল। যতো যন্ত্রণা পোয়াতে হয়েছে মার। মাকে ভাবল প্রিয়াল—ভাবল তাদের ক্রীক রোর বাড়িটা। মধ্য কলকাতায় অফিস আর অফিসরদের কতো কাছাকাছি ছিল সে। আজ চলে এসেছে দক্ষিণ কলকাতার এক বস্তিতে—যেখানে মানুষগুলো সর্বদাই চটে আছে। ভালো লাগে না ভাবতে গেলে। মা-ই তাকে পৃথক করে দিলেন—সেই অভিমানে দু'মাস মা-বাবার সঙ্গে দেখা করছে না প্রিয়াল। তার মেজাজও খেপে উঠেছে দশচক্রে।

সনাতন পুরনো লোক—ক্রীক রোর বাড়িতে তার অনেক অন্যায়

সহ্য করেছে প্রিয়াল যেমনি লতার অন্যায় আব্দার সহ্য করেছে ঠিক তেমনি—কিন্তু এখানে এই বদ্‌মেজাজী বস্তির পরিবেশে এসে সে সনাতনকে সহ্য করতে পারছে না। পান থেকে একটু চুন খস্‌লেই প্রিয়াল সনাতনের উপর রেগে আগুন হয়ে যায়। লতা তা জানে। প্রিয়ালের মেজাজটা কদিন যেন ভালো যাচ্ছে না। নিজে বদ্‌মেজাজী হলেও লতা তা বুঝে নিয়েছে। সকাল বেলায় চা-টা যদি ভালো না হয়—অফিসে যাওয়ার আগে গুম হয়ে থাকে প্রিয়াল। তাই আজ, প্রিয়ালের মেজাজ শরিফ রাখবে বলে সে নিজেই গেছে চা করতে।

“চায়ে তোমার হাত ভালো।” ক্রীক রোর বাড়িতে বলত প্রিয়াল। হয়ত সে-কথাটাই আজ ভোরে হঠাৎ মনে পড়ে গেল লতার। মনে পড়তেই সনাতনকে সরিয়ে ইলেক্‌ট্রিক স্টোভ নিয়ে নিজে সে বসে গেল চায়ের সরঞ্জাম আগলে।

মন-কষাকষির পর আবার যখন দু’জনারই মন ভালো হয়ে উঠেছে তখন এই সংসারের সনাতন আর বাদামী আর কর্তা-গিন্নির আত্মীয়ের মতো হয়ে নেই। তাদের অপরাধগুলো লতা আর প্রিয়াল এখন শতমুখে আলোচনা করে। চুরি একটা অপরাধ। সনাতন এ জীবনে কোন হিসেব মিলাতে যে পারল না তা নিয়ে ওরা হাসাহাসিও করে।

সনাতন আজও ট্রে নিয়ে এল, লতা এল পেছনে। ট্রে রেখেই অদৃশ্য হ’ল সনাতন—লতা খুশী-খুশী মুখে এগিয়ে এসে বললে : “শুনেছ খবর?”

ড্রেসিং আয়নায় নিজের সম্পূর্ণ শরীরটা এক নজর দেখে নিলে লতা।

“কী?” কাগজটা রেখে জিজ্ঞেস করলে প্রিয়াল। এই মুহূর্তে সে সুখী।

“বাদামীর খবর—সনাতন বললে।”

“কী বললে সনাতন—ভেগেছে নাকি কারো সঙ্গে?”

"যাঃও—কি যে বলো—ভাগবে কেন?" লতা তার খোঁপার ভেতর হাত চালিয়ে ঘাড়ের সিঁথিটা একটু চুলকে আবার বললে: "ওর মা আছে না? জাঁদরেল মানুষ।"

"ওর মা না সেদিন বলে গেল ওর বিয়ের খোঁজ করছে?" খবরের কাগজের খবর ফেলে রেখে প্রিয়াল পাড়ার ছেঁদো খবরে উৎসাহ দেখালে মুখে বিদ্রূপের হাসি টেনে।

লতা এসে প্রিয়ালের মুখোমুখি বসল। এখন ব্রেকফাস্টের সঙ্গে-সঙ্গে বাদামীর মুখরোচক প্রসঙ্গ চলবে।

"সনাতন বলে—" শ্লাইচ রুটিতে মাখন মাখাতে লাগল লতা: "কোথায় সে শুনে এসেছে, বাদামীর মা বৈশাখেই নাকি বাদামীর বিয়ে দিচ্ছে!"

"কোথায় শুনল? চায়ের আড্ডাখানায়?"

"হয়ত।"

"ওসব আড্ডাখানায় গুজবের রাজত্ব!"

"গুজব কি আর সব সময় মিথ্যে হয়?" লতা পট থেকে তাদের কাপে চা ঢালতে শুরু করলে!

কাশির ছোট শব্দের মতো করে একটু শব্দ তুলে হাসল প্রিয়াল।

"সনাতন এসে যখন বলেছে—" কথা চালাতে থাকে লতা: "তখন, মিথ্যে গুজব হলে সে তা বলে নি!"

প্রিয়াল হাসিটাকে নিঃশব্দ করে আনে ঠোঁটের উপর।

"সনাতন বুঝি মিথ্যে বলে না?" অস্পষ্ট, কানে-কানে বলার মতো স্বরে বলে প্রিয়াল।

"নাও।" লতা হাত গুটোয়।

বাদামী এল ন'টায়। তখন প্রিয়ালের সঙ্গে আর লতার যেন কোনো সম্পর্ক নেই। প্রিয়ালের স্নান-খাওয়া আছে। খাওয়ার সময় একবার এক-আধ মিনিটের জন্যে গিয়ে সে দাঁড়ায়। স্ত্রীর কর্তব্য

ওতেই শেষ। বাদ বাকি সনাতনই দেখে। ডালনা-ঝোল-ভাজা-টক যা খেতে খারাপ—তা নিয়ে কথা শোনায় না প্রিয়াল—বাটি বা প্লেট ঠেলে রেখে দেয়। লতার নজরে তা যদি কোনোদিন পড়ে, তাহলে তা নিয়ে যা-কিছু খ্যাটখ্যাট তা সে-ই সনাতনের সঙ্গে করে যায়। বস্তিতে মেয়েরা যে-ধরনের উঁচু গলাতে চেঁচায় বা নীচের তলার সুরমা দেবী তার ছেলে-মেয়ের মুণ্ডপাত করতে গলাটা যে পর্দায় নিয়ে যায়—লতা অবশ্যি তেমনটা করে না কিন্তু সনাতনের সঙ্গে ঝগড়ায় সে তার স্বাভাবিক বদ্‌মেজাজটা ভালোরকমই বুঝিয়ে দেয়।

বাদামীর সঙ্গে কিন্তু তেমন নয় লতা। বাদামী যেন তার ছোট বোন—এমনি ব্যবহার তার।

ঝোলা বারান্দায় রেলিং হেলান দিয়ে বাদামীর সঙ্গে এসে লতা দাঁড়িয়েছে। মাঠে দু'একটা ডানপিটে ছেলে ধুলো-ধূসর হয়ে তখন কপাটি খেলছিল। তাদের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে আছে দু'জনই।

"তোর বিয়ে নাকি বৈশাখে ঠিক হয়ে গেছে, বাদামী ?" —লতা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

"হেঁ"—কুঁচকে জড়সড় হয়ে দাঁড়াল বাদামী।

"আমি ত ভেবেছিলাম তোর মা বর দেখছে মাত্র—বিয়ে হতে দেরি হবে।"

"মা ত বলছে সবাইকে বৈশাখেই বিয়ে হবে।"

"বর কে ? দেখতে কেমন ?"

"সাইক্লের দোকানে কাজ করে ওরা।" সম্মানে বহুবচন ব্যবহার করল বাদামী।

"করে ত বুঝলাম—মাইনে পায় কতো।"

"পঁচিশ টাকা।"

"আর কে-কে আছে বরের।"

"মা আছে—বাড়ির কাজ করে—ছোট একটা ভাই আছে।"

"বিয়ে হয়েও তুই গিয়ে বাড়ির কাজ করবি নাকি ?" লতা চোখ রাখল বাদামীর মুখের উপর। সস্নেহ চোখ। তার পর নিজেই যেন নিজের প্রশ্নের জবাব দিলে : "নইলে চলবে বা কী করে ?"

"আমি জানিনে।" রেলিং-এ মুখ গুঁজে দিলে বাদামী !

"এতো অল্পবয়েসে বিয়ে দিচ্ছে তোর মা ?" লতা কপাটি খেলায় তাকাল আবার : "সেদিন বললাম ত তোর মাকে—"

"মা কী বললে ?"

"বললে, বর খুঁজলেই কি আর বর পাওয়া যায় !"

"পেলে ত !" বাদামী তার সুন্দর হাসিটা হাসলে।

"তুই খুব খুশী, না রে ?"

বাদামী কিছু বললে না—শুধু মুচড়ে তুললে শরীরটাকে।

আট

রবিবার। ছুটি-ছাটার দিন থাকলেই প্রিয়াল একটু ঘুরতে বেরোয়। হয় অজিতের বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দিয়ে আসে দু'তিন ঘন্টা—নয়ত বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে যায় ক্রীক রো-র বাড়িতে। সেখানে গেলে চার ঘন্টার এদিকে আর ফিরে আসা হয় না। লতার খবর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেন মা আর বাবা—ভাইবোনেরা আব্দার জানায় : "দাদা, তোমার বাড়িতে একদিনও গেলুম না আমরা—কবে যাব বলো !" একটা অসহায় হাসিতে দু'টি চারটি কথা বলে প্রিয়াল সবার জবাব দেয়। বলে না কখনো : "আসবে আমার বাড়িতে—এসো যে-কোনদিন। লতার ভ্রূকুটি তোলা মুখ মনে পড়ে প্রিয়ালের। দেওর-ননদকে যে লতা সহ্য করতে পারে না তা-ই ভেবে প্রিয়াল পোঁচের পর পোঁচ বিষণ্ণ দেখায়। তার কিন্তু এখনো ভালো লাগে বাপ-মা আর ভাইবোনের সঙ্গ।

আজ প্রিয়াল যাবে না কোথাও। বিকেলের দিকে, ভেবে নিয়েছে

কাগজ পড়তে পড়তে সকাল বেলায়ই, যাবে সে এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়িতে। বিলেত-ফেরত এম-আর-সি-পি ভবেশ—তার সঙ্গে দেখা নেই প্রিয়ালের অনেকদিন। দেখাও করতে যাবে আর সেই সঙ্গে জেনে আসবে বিষণ্ণতার কোনো ওষুধ সে দিতে পারে কি না।

লতাকে সে জানায় নি তার এই সঙ্কল্প। জানানো যায়ও না। জানালেই খেঁকিয়ে উঠবে লতা: "তুমি বিষণ্ণ কেন? আমার দোষে, না তোমার চরিত্রের দোষে!" লতার কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে অনুমান করতে পারে প্রিয়াল।

তাই খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছিল সে লতাকে --তাকে খুশী না রাখলে বিকেলে সে বেরোতে পারবে না। হয়ত বলবে, 'চলো চৌরঙ্গীতে আমেরিকানদের স্কেটিং দেখে আসি,' কিংবা বায়না ধরবে, 'ছবিতে যাবে আজ? চলো।' এসব করে করে অরুচি ধরে গেছে প্রিয়ালের। ভালো লাগে না, এসব কিছুই ভালো লাগে না তার। আগে-আগে কোনো প্রদর্শনী সে বাদ দিত না--লতাকে নিয়ে হাজির থাকত এ ধরনের নাগরিক প্রমোদের অনুষ্ঠানে। আর এখন? ভাবলেই গা বমি-বমি করে তার।

প্রিয়াল রোগা হয়ে গেছে অনেকটা। একবছর আগেও সে এতোটা রোগা ছিল না। এখন প্রফিলে তার মুখ আর মাথা একটা চতুষ্কোণের মতো দেখায়। আয়নায় দাঁড়িয়ে দেখেছে সে। ভবেশকে বলতে হবে সব কথা ভেঙে। স্ত্রীকে নিয়ে যে সে সুখী নয়--- ডাক্তারকে সে-কথা জানালে ক্ষতি কী?

কিন্তু এখন সে লতাকে নিয়ে সুখী। এই ভোরে—যখন ফ্যান চালানো নেই, বাইরের মিহি হাওয়া শিরশিরানি তুলছে যখন দু'জনার সারা শরীরে—তখন লতার খুশী-খুশী মুখের দিকে বার বার তাকিয়ে প্রিয়াল খুবই সুখী। এখনকার ভালো মুহূর্তগুলোকে বিকেলের চিন্তায় বিষাক্ত করে সে তুলবে না বলে পণ করেই যেন কাগজের খবরগুলো লতাকে পড়ে পড়ে শোনাচ্ছিল।

"জানো লতা, তিব্বতে যুদ্ধ বেধে গেছে? তিব্বতের সঙ্গে আমাদের ছিল আত্মীয়তা আর চীনের ছিল প্রভুত্বের সম্পর্ক। আজ আবার চীন তিব্বতের প্রভু হয়ে বসেছে—ভারত কী করবে ভাবনার বিষয়..." পড়া থেকে মুখ তুলে প্রিয়াল লতার মুখে বাধ্য ছাত্রীর ভঙ্গী দেখতে পেলে।

লতা অবসর সময়ে মাঝে-মধ্যে খবরের কাগজ দেখে। নিবু-নিবু চোখে সে প্রিয়ালের মুখে চেয়ে রইল—কিছু বলতে পারলেও, কিছু বললে না এখন। শুধু শুনে যেতে ইচ্ছে করল তার। প্রিয়ালের এমন সুন্দর গলা বুঝি অনেকদিন শোনে নি লতা।

"আমাদের কালিম্পঙে তিব্বতের যুদ্ধের নেতারা এসে পৌঁচেছেন—এ নিয়ে চীনের সঙ্গে আমাদের ভাই-ভাই সম্পর্ক কোথায় গড়ায় কে বলবে!"

"মায়ের পেটের ভাই-এ ভাই-এতেই বনিবনা থাকে না" লতা মুখ খুলল এবার: "আর এতো দেশী-পরদেশী ভাই-ভাই!"

কথাটা ভালো লাগল না প্রিয়ালের। একটা তেতো ঢোঁক গিললে সে। নিজের ভাইদের ত সে কখনো অনাদর করে নি—আর অনাদর করে নি বলেই যেন লতার একটা ক্ষুব্ধ আক্রোশ! পৃথক হয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে সে লতারই দরুন—পৃথক হয়ে এসেও তার নিস্তার নেই—হুল বিঁধোতে একটুও ইতস্তত করে না লতা। অবশ্য ভাইদের সঙ্গে চিরদিন মিলেমিশে থাকবার আশা করে নি কখনো প্রিয়াল, কিন্তু সে-বিরোধটা লতার মারফত আসবার ইঙ্গিতে সে আবার পত্রিকায় নজর রেখে মাখন-রুটি চিবুতে শুরু করল, লতার সঙ্গে তার দূরত্ব আবার যেন বেড়ে গেল।

প্রিয়ালকে চুপচাপ হয়ে যেতে দেখে লতা চকিত হ'ল খানিকটা। বললে: "আর কী খবর আছে ভালো?"

"জোরালো খবর, ঘরের কাছে সাম্যবাদীর যুদ্ধই।" নিস্পৃহ কণ্ঠ প্রিয়ালের।

"তুই বাংলার যুদ্ধ নয়?" লতা মুচকি হাসল।

"না।"

"তাহলেই বাঁচা যায়। চীন-তিব্বত করুক যুদ্ধ।"

তিব্বতের জাতীয় জাগরণের বা পারিবারিক শত্রুতার খবরে বেশি সময় দেওয়া গেল না। বাদামীর মার শঙ্খের মতো গলা বাদামীকে ডেকে মরছিল।

"সকাল হতে না হতেই দেখো কী চেঁচামেচি শুরু হয়েছে—" লতা তার প্রাতরাশে মন দিয়ে বললে।

"চেঁচায় কে?"

"বাদামীর মা?"

"বাদামী কোথায়? আমাদের এখানে নাকি? ডাকছে যে ওকে!" প্রিয়াল পরিবেশে মন দিয়ে চায়ে চুমুক দিল।

"কোথায় বেরিয়েছে ধিঙ্গিপনা করতে—তাই ডাকছে।" লতা মৃদু মৃদু হাসছিল: "ফিরে এলে আচ্ছা ধোলাই দেবে।" বস্তির ভাষাটা বলতে পেরে হি-হি করে হেসে উঠল লতা।

"ও।" খানিকটা মনোযোগে, খানিকটা অমনোযোগে শুনল প্রিয়াল।

দুপুর বেলাটাতে একটু ঘুমিয়ে নেয় প্রিয়াল ছুটিছাটার দিনে। লতা বসবার ঘরে বাদামীর সঙ্গে আলাপ করে কৌচের উপর ঝিমোয়। কখনো বা বাদামীর ক-খ-লেখায় আখর এঁকে দেয়, কখনো নিজহাতে শেলাই-এর কাপড় বা লেস তুলে নিয়ে ফোঁড় দেখিয়ে দেয়। ঘুম যদি আসে, তখন বাদামীকে এ-ঘরে বসিয়ে রেখে সে শোবার ঘরে গিয়ে দোর ভেজিয়ে দেয়।

শীতলা-পুজোর কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। দুপুরের ঝিমোনো রোদে আওয়াজটা কেমন যেন করুণতা ভরা। সারা বস্তির প্রার্থনার মতো যেন।

প্রায়-নিঃশব্দ ফ্যানের আওয়াজটা পর্যন্ত শোনা যায় এতোটা চুপচাপ দিন বারোটায় এ বস্তি—এক ঘর থেকে আরেক ঘরে শোনা যায়। দু'ঘরেই ফ্যান চলেছে। তা-ই আর কাঁসর-ঘণ্টার করুণ প্রার্থনা শুনে-শুনে চোখ বুজিয়ে আনছিল প্রিয়াল, হঠাৎ সামনের মাঠ থেকে একটা চেঁচামেচি খুঁচিয়ে তুলল তাকে! এই উপদ্রবের কথা জানে সে। ঢোল-ডাগর বাজিয়ে যারা কপাটি খেলা জমায়, এ তাদেরই গলা। বিরক্ত হ'ল প্রিয়াল, ডাকলে: "লতা—"

বসবার ঘর থেকে উঠে এল লতা। ভারি গলায় জিজ্ঞেস করল: "কেন ডাকছ?"

"এখন থেকেই ওরা চেঁচাতে শুরু করলে—খেলা ত সাড়ে তিনটায়!"

"জমি সমান করছে রোদে তেতে-পুড়ে—একটু চেল্লাবে না!"

"তোমার ত দেখছি ওদের জন্যে ভারি দরদ!"

আজ মেজাজ ভালো লতার, বললে: "প্রতিবেশীর উপর দরদ থাকবে না!"

"থাকো তোমার প্রতিবেশী নিয়ে। আমি এখুনি বেরোব।" শোয়া থেকে উঠে বসল প্রিয়াল।

"এ কী! শোও।" লতা বিছানা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল: "ওইটুকু গোলমালেই অস্থির হয়ে যাও—রাস্তার ট্র্যাফিকের গোলমাল সহ্য কর করে?"

"অন্যমনস্ক হয়ে।" টান-টান শুয়ে পড়ল প্রিয়াল খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে। পড়তে পড়তে যদি একসময় ঘুম আসে।

লতা চুপচাপ ঘর ছেড়ে শোবার ঘরে এল। মেঝেতে বাদামী শেলাই হাতে বসে আছে।

"আজ কোন্ কোন্ দলে খেলা হবে রে, বাদামী?" লতা কোঁচে ছড়িয়ে বসল।

"সে ত খড়ি দিয়েই মাঠের মাটিতে লেখা আছে—ইংরিজি—আমি কি পড়তে পারি ?"

"পারিস নে ? দাঁড়া—তোকে আমি ইংরেজি পড়া-ও শিখিয়ে দেব।"

ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাল বাদামী, বললে : "মা না ?—আমায় পড়তে বারণ করে।"

"কেন রে ?"

"কী জানি।"

"আমার কথা বলিস নি, আমি যে তোকে পড়াই ?"

"বলে, ওরা বড়ো-নোক, ওরা নেকাপড়াই জানে !"

"আর তোরা গরীব-নোক বলে বুঝি তোদের নেকাপড়া করতে নেই ?" ভুরু কুঁচকে একটু রাগী-রাগী দেখাল লতা !

"পড়ে আমাদের কী হবে—বলে মা !"

"কেন, তোদের বস্তির অনেক মেয়ে ত পড়ে—কর্পোরেশনের ইস্কুলে যায়।"

"ছাড়িয়েও নেয় বাপ-মায়েরা। ওই নিম-গাছ তলায় পাঁচীরা থাকে না ? দু'মাস পড়তে গিয়েছিল পাঁচী—এখন আর যায় না।"

"এখন বুঝি বিয়ে হবে ?" বিরক্ত হ'ল লতা।

শেলাই বন্ধ করে ফিকফিক হাসতে লাগল বাদামী। হাসিটা দেখতে এখন আরও সুন্দর—শরীর ভেঙে দিয়ে হাসির মৃদু ঢেউ তুলছে মেয়েটা—শরীরে হাসির ঢেউ ভাঙছে বলা যায় কিন্তু লতার যেন তাতে চোখ জ্বলে গেল। পিত্তি জ্বলে গেলে যেমনি জ্বালা ধরে চোখে তেমনি হ'ল তার। বললে : "স্বয়ং ভগবান নেমে এলেও তোদের ভালো করতে পারবেন না।"

নয়

সাড়ে তিনটা বাজতেই ঢোল-ডাগরের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল প্রিয়ালের। পাতলা ঘুম তার। কপাটি খেলার ভিড় জমেছে ছোট মাঠটায়। 'এক্ষুণি শুরু হবে হৈ-চৈ'—মনে-মনে বললে প্রিয়াল: 'আর এক মুহূর্ত-ও এখানে নয়।' এক-রকম লাফিয়েই সে বিছানা ছেড়ে উঠে গেল।

লতা তখনো বাদামীর সঙ্গে গল্প করছিল। নীচে থেকে সুরমা দেবীর কণ্ঠ আসছে: জানালায় দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে তিনি বারণ করছেন ছেলে-মেয়েদের।

হঠাৎ একটা বাচ্চা মেয়ের হুইসেলের মতো আওয়াজ বেজে উঠল: "বাদামী—বাদামীরে--তোর মা ডাকছে।" তুই-তুকারিতে বাছ-বিচার নেই। বস্তির নিয়ম।

লতা বিরক্ত হয়ে বললে: "কে মেয়েটা রে? অমন চিল্লাচ্ছে!"

"ও গুপীর মেয়ে—আমাদের পাশের ঘরের।"

গুপী বলে যে লোকটি বাদামীর বাপের সমান হতে পারে তাকে তাচ্ছিল্যে 'গুপী' নামটি বলে আখ্যা দিতে বাদামীরও একটু বাধল না যেমন গুপীর মেয়ের 'বাদামীরে' বলতে মুখ একটু আটকায় নি।

"যা, তোর মা ডাকছে—চলে যা—" লতার বিরক্তিটা সমানই রয়ে গেল।

বাদামী এক লাফে ঘর পার হয়ে উধাও হ'ল। মা শত ডাকুক —তার চাইতে জরুরী ব্যাপার রয়ে গেছে—খেলা দেখা। দূরে মেয়েরা দাঁড়িয়ে খেলা দেখে। একটা ছাই-এর ঢিবি আছে সেখানেই দু'পাঁচজন মেয়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়ায়। এক্ষুণি না গেলে সে জায়গাটা পাওয়া যাবে না। তাই বাদামীর এতো তাড়াহুড়ো।

বাদামীকে বিদায় দিয়ে লতা শোবার ঘরে এল। প্রিয়াল তখন বুশ-শার্টে আর ট্রাউজারে পোষাক বদল করে ফেলেছে।

"এক্ষুণি বেরোচ্ছ না কি?" লতা কালো হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"হুঁ।"

"কোথায়?"

"এক বন্ধুর বাড়িতে।"

"আমি চিনিনে?"

"ভবেশ। ডাক্তার। চেনো তুমি?"

"না।"

প্রিয়াল লতার মুখের দিকে পুরোপুরি দৃষ্টিতে তাকাল। করুণ মুখ। বললে সে—না বলে থাকতে পারল না: "যাবে?"

"যাব।" হাসির আলো ছড়িয়ে দিল লতার মুখ। একটা মুহূর্তের জন্যে প্রিয়ালের মনে হ'ল সে কতো সুখী!

শাড়ির সবুজ আঁচলের সঙ্গে সবুজ ব্লাউজ ম্যাচ করে পরে নিতে লতার পাঁচ মিনিটও সময় লাগল না কিন্তু এই পাঁচটা মিনিট বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াতে গিয়ে মাথা ধরে গেল প্রিয়ালের।

ছেলে-বুড়োর ঠাস-বুনোনি কোর্টের চারদিকে। জাতীয় পতাকার সঙ্গে উদ্যোক্তাদের লাল-নিশানও আছে। লাল নিশান। দরিদ্রের জঙ্গী নিশান। 'এরা দরিদ্র'—ভাবল প্রিয়াল: "বস্তির ছেলে পিলপিল করে, পোকায় কাটা বাচ্চারা—এদের মধ্যে থেকেই তাগড়া-জোয়ান হয়ে আবার কাপাটির লড়াই লড়ে! লড়াই! লড়াই এদের পদে-পদে। রগচটা এরা প্রত্যেকে। পরের গায়ে থুথু ছিটিয়েও ঝগড়া বাধায় এরা। অজিত ভালো জায়গাতেই এনে ফেলেছে আমাকে!"

প্রিয়ালের এ-বয়সেই মুখের উপর কার্লাইলের মতো দাগ পড়েছে। দাগগুলো গভীরতর করে সে পায়চারি করতে শুরু করল।

একসময়ে মুখ তুলে তার পর দেখতে পেলে প্রিয়াল, লতা এসে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়েছে। খুশীর ঝিলিকে সুন্দর দেখাচ্ছে লতাকে। লোভনীয়। মুখের দাগগুলো মিশে এল প্রিয়ালের মুখের উপর। বললে সে : "হয়েছে ?"

ভবেশের বাড়ি আর চেম্বার কলকাতার আরেক মাথায়—সুকিয়া ষ্ট্রীটের উপর। লতা ট্র্যাম-বাসে যেতে রাজি নয়—সমৃদ্ধ বাপের মেয়ে সে—বাপের গাড়ি-বাড়ি আছে, কাজেই ট্র্যাম-বাসের ঘেমো ভিড় সে এড়িয়ে চলে সব সময়। বেবি ট্যাক্সিতেও রুচি নেই লতার—ছড়িয়ে বসা যায় না বলে। তাছাড়া ওতে উঠতে গেলেই মাথা ঠুকে যায়।

বড় ট্যাক্সি পেতে রাস্তায় দাঁড়াতে হ'ল বেশ খানিকক্ষণ। অস্থির হয়ে উঠল প্রিয়াল। বিরক্ত হ'ল। লতাকে সঙ্গে না আনলেই হ'ত—সাময়িক মোহে সে রাজি হয়ে গেল—এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভোগান্তি।

পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

ট্যাক্সিতে উঠেই প্রিয়ালের মোহ ফিরে এল আবার। 'চারদিকে ভিড়। তার ভেতর দিয়ে আমরা ত্বজন যাত্রী ছুটে চলেছি—' মনে-মনে বললে প্রিয়াল। পরের মুহূর্তেই শুনতে পেলো লতা : "এখন বাড়িতে থাকলে একটা নরককুণ্ডে যেন থাকতাম—ঢোলের আওয়াজে আমার কপালের শিরা দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে।"

"আর আমি ? আমার কথা ভাবো ?" সুন্দর গলায় বললে লতা।

আশুতোষ মুখার্জি রোডের সোজা চওড়া রাস্তার ভিড় ঠেলে চৌরঙ্গীতে এসে ট্যাক্সি পড়তেই, ওরা চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। গির্জা-বাড়ির শান্ত আবহাওয়াটা যেন নিঃশ্বাসে টেনে নিয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে দিয়েছে প্রিয়াল। এক পলক-দেখা বাড়িটার

বসন্তশ্রীতেই সে মুগ্ধ। অবশ্য মুগ্ধ সে ট্যাক্সির নরম গদিতেও খানিকটা, খানিকটা লতা পাশে আছে বলে। এ যেন বিয়ের প্রথম আনন্দ অনেকটা ফিরে পাওয়া।

"ডাক্তারের কাছে বন্ধু হিসেবে যেতেও আমার ভয় হয়—জানো।" বোজা-বোজা গলায় ড্রাইভারের আয়নাটায় নিজের ছায়ায় তাকিয়ে বললে লতা।

"ভয় আমারও হয়—ওদের মুখ বড় অলগা।"

"রোগ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে—তাই।"

"অনেকদিন দেখা নেই ভবেশের সঙ্গে, তাই যাচ্ছি।"

আবার নিঝুম হয়ে গেল ওরা। চৌরঙ্গী পেরুলা ট্যাক্সি। যেন বিছানায় পাশাপাশি ওরা শুয়ে আছে এমনি নিশ্চিন্ত ভঙ্গীতে মাথা এলিয়ে রইল।

সারা রাস্তায় আর কথা হ'ল না।

নীচের তলায় দু'কামরার চেম্বার—বেশ বড়-সড়—বহু রোগীর আবির্ভাব যে হয় তা বোঝায়। ভবেশ চাটুয্যে এম্-আর-সি-পি দুপুরে দু'ঘণ্টা বিশ্রাম নেয়—তার দুপুর মানে দু'টো—বন্ধুদের মুখে শুনেছে প্রিয়াল। চারটা নাগাদ সে চেম্বারে নেমে আসে উপর তলা থেকে। ছোট সংসার, অগাধ পরিশ্রম আর টাকা নিয়ে খুবই আনন্দিত ভবেশ। তা-ও খবর রেখেছে প্রিয়াল। বস্তুত অজিতের মতোই আরেকটি জীবন্ত বন্ধু খুঁজছিল সে। নিজের ম্যালাঙ্কোলিয়ার ওষুধ সে নিজেই জানে—তার জন্যে ভবেশের কোনো দরকার ছিল না। শুধু মাত্র লতার উপর রাগের বশেই সকাল বেলা প্রিয়াল ভেবেছিল, সে ভবেশের কাছে আসবে চিকিৎসার জন্যে। সে রাগ উবে গেল লতারই মোহে। ট্যাক্সি থেকে নামবার মুখে ভাবছিল প্রিয়াল তার নিজেরই অব্যবস্থিত মনের কথা।

ভাগ্য ভালো, ভবেশ নীচেই ছিল; একটা মেডিক্যাল জর্নাল

টেবিলে নিয়ে পড়ছিল একমনে; রোগীর ভিড় জমে নি তখনো। ওয়েটিং রুমে যে বসতে হ'ল না তার জন্যে প্রিয়াল নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিচ্ছিল।

ডাক্তারের সহকারীর একজন স্বামী-স্ত্রীকে চেম্বারে পৌঁছিয়ে দিলে।

হাতের রঙীন পেন্সিলটা রোখের সঙ্গে উঁচিয়ে তুলে ভবেশ আগন্তুকদের দিকে তাকাল অমায়িক হাসিতে। অভ্যস্ত চাউনি এবং হাসি। কিন্তু কণ্ঠে ধরা পড়ল সে যে খানিকটা অবাক্ হয়েছে। কণ্ঠ সুরেলা করে বললে ভবেশ: "আরে প্রিয়াল যে—এসো এসো—".

"আমি একা নই—" লতার মুখে চকিত দৃষ্টি দিয়ে প্রিয়াল হাসল!

"কী বিপদ! একা আসতে যাবে কেন!" রিভলভিং চেয়ারটা ছেড়ে টেবিলের এ পাশে চলে এল ভবেশ। কতগুলো চেয়ার সাজানো আছে—তবু একটা চেয়ার টেনে লতার মুখে তাকিয়ে ফের বললে ভবেশ: "বসুন।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই ওয়েটিং কামরায় জুতোর আওয়াজ—শুনে পুশ্ ডোরটা ঈষৎ ফাঁক করে ভবেশ ওদিকে উঁকি দিলে। তার পর এসে আবার নিজের চেয়ারে বসল।

ভবেশের অস্থিরতায় প্রিয়াল একটু বিপন্ন বোধ করল। ভাবলে, হয়ত ভবেশের রোগী এসে গেছে—এ সময়ে ওকে নিয়ে বসে বসে গল্প করা চলে না। কাজেই নিজের কথাগুলো একশ্বাসে সে বলে ফেলতে চাইল: "এলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে, ভবেশ। অনেকদিন—প্রায় চার বছর হবে, না?—তোমার সঙ্গে দেখা নেই। এ আমার স্ত্রী লতা—"

"ওপরে যাবে তোমরা, না এখানেই বসবে? এখানেই বোসো।" ইতস্তত করল ভবেশ।

"আপনার অসুবিধে না হ'লে এখানেই বসব—" লতা বললে।

"না-না আমার অসুবিধে কী ?"—ভবেশের চোখ মুভিং ক্যামেরার মতো লতা থেকে প্রিয়ালে নিবিষ্ট হ'ল ; "তার পর প্রিয়াল, খবর বলো—চাকরি-বাকরি ঘরকন্না নিয়ে সুখেই আছো ?" মিষ্টি মিষ্টি হাসল ভবেশ।

"আছি। চলে যাচ্ছে !"

"ওই দেখুন !" লতাকে বললে ভবেশ : "ভালো চাকরি করছে —আর ঘরকন্না করছে আপনাকে নিয়ে তবু ভালো আছি বলতে কেমন মুখে বাধছে ওর। ছাত্র বয়েসেও ও ভালো আছে বলতে শুনি নি !"

"এখন সত্যি ভালো নেই !" লতা শাদাশিদে মুখে বললে—সে মুখে হাসি নেই, চিন্তার রেখাও নেই।

"না না— ভালো নেই এমন কথা ত আমি বলি নি—" প্রিয়াল হাসলে—তার পর তাকিয়ে দেখলে ভবেশ পেন্সিলটাকে আঙুলের ডগায় নাচাচ্ছে—একটু যেন অমনোযোগী।

"ভালো থাকলেই ত ভালো." জর্নালের দিকে চোখ রেখে বললে ভবেশ।

"আজ আর আমরা বসব না, ভবেশ—" প্রিয়ালের কণ্ঠ।

শুনে মুখ তুলে মৃদু গলায় বললে ভবেশ—"বসবে না ?"

"না আজ আমরা যাই—" লতা উঠে দাঁড়াল।

দেখাদেখি প্রিয়াল আর ভবেশ দু'জনই চেয়ার ছাড়ল।

দু'জনেই এতো বিরক্ত হয়েছিল ভবেশের উপর কিংবা নিজেদের উপর যে ফেরবার পথে দু'জনের মধ্যে প্রায় কথাই হ'ল না। "গান্ধীজীর স্ট্যাচুটা সুন্দর দেখাচ্ছে"—মতো দু'চারটে কথা লতা বলতে চেয়েছিল কিন্তু প্রিয়াল পাথরের মতো চুপচাপ। 'ভবেশের কাছে একা রোগী হিসেবেই যাওয়া উচিত ছিল'—বার বার মনে মনে জপছিল সে।

দশ

হোলির দিনে একটা শিলাবৃষ্টি হয়ে গেল রাত্রির দিকে।

বাড়ি এসে ঢুকতেই অফিসের কাজের ভার-ওয়ালা প্রিয়ালের মাথাটা কেমন ঝিম-ঝিম করছিল। লো ব্লাড-প্রেশার? ভবেশকে এই সিম্পটমটাও জানানো হ'ল না। প্রায়ই ত ঝিম-ঝিম করে মাথা। লতা সঙ্গে যাওয়াতেই যতো গোলমাল বাধল। লতার উপর বিরক্তি, তার উপর গলির মোড়ে বিহারী মজুরদের হোলির হুল্লোড় আর চীৎকার প্রিয়ালকে প্রায় পাগলের মতো করে তুলেছিল। সব কিছু দমন করে যখন সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে তখন বুকে তার হাঁপানি আর পায়ে কাঁপুনি।

"এ কী?" লতা দরজা খুলে দিয়ে বললে: "তুমি মাতালের মতো টলছ কেন?"

মাতালের মতো! লতার এই নিষ্ঠুরতায় প্রিয়াল কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। তার মনে হ'ল শ্বাস ফেলতে বুঝি আর সে পারবে না।

চুপচাপ, একটি কথাও না বলে সে তার ধড়াচুড়ো বদল করতে লাগল। কিন্তু এখানেও নিরিবিলি হবার উপায় নেই। পেছন-পেছন এসেছে সে এখানেও।

"কী হ'ল তোমার?" এবার লতার কণ্ঠে উদ্বেগ।

"কিছু না।" বোজা-বোজা গলায় বললে প্রিয়াল।

লতা চলে এল বারান্দায়। তার পা-ও কেমন যেন অবশ হয়ে গেছে। টেনে টেনে আনতে হ'ল পা। অসুখ। প্রিয়ালের হয়ত অসুখ করেছে একটা কিছু। মুখে সে বলে না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার জ্বালা সয়ে যাচ্ছে। ভবেশবাবুর কাছে নইলে হঠাৎ ওদিন যাবে কেন সে।

সারা আকাশে মেঘ। তুমুল হাওয়া। সে হাওয়ায় দাঁড়াতে ভালো লাগে এই চৈত্রের গরমে। কিন্তু দাঁড়াতে পারল না লতা। •শোবার ঘরে ফিরে গেল।

"তোমার শরীর খারাপ লাগছে?" মোলায়েম গলা লতার।

"হুঁ।" লুঙি-গেঞ্জিতে পরিবর্তিত-পোষাক প্রিয়াল ইজিচেয়ারে চোখ বুজে আছে।

"চা খাবে ত?"

"হুঁ।"

যেন বুকে একটু জোর পেলো লতা। অসুখ তা হলে তেমন কিছু নয়। অফিসের খাটুনিতে একটু বেশি পরিশ্রান্ত হয়েছে হয়ত।

লতা রান্নাঘরের সামনে এল যেখানে বাদামী আর সনাতন ফিসফিস কথায় আড্ডা জমিয়েছে।

"চা হ'তে কতো দেরি সনাতন?" একটু কড়া মেজাজে বললে লতা।

বাদামী তখন একটা কাক-ডাকার দিকে তাকিয়ে বলছিল: "দূর শালার কাক।"

শুনে গা'টা রি-রি করে উঠল লতার। 'এসব অসভ্যদের সঙ্গে এসে থাকতে হচ্ছে অজিত ঠাকুরপোর জন্যে। ভালো লাগে না আর! মনে মনে বললে লতা। কিন্তু মুখ ফুটে বাদামীকে শাসন করলে: "কী অসভ্যের মতো কথা বলছিস!"

হাসতে লাগল বাদামী খিলখিল করে।

সনাতন চা তৈরিতে মনোযোগী। মুখে রা'-টি নেই। চটপট চলছে হাত। এটা-ওটা ছুঁয়ে যে তার আঙুলগুলো খেলা করছে তার দিকে তাকিয়ে লতা বললে: "একটা ডিমের পোচ নয়, সনাতন —দুটো ডিমের পোচ বাবুর জন্যে নিয়ে এসো—আমি ডিম খাব না আজ।"

স্বামীর জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে জানে লতা!

লতা ফিরে এল শোবার ঘরে ফের। প্রিয়াল চোখ বুজিয়ে শুয়ে আছে।

দমকা হাওয়ার শব্দ আর হোলির হুল্লোড়ের আওয়াজ আসছে। লতা ড্রেসিং টেবিলের সামনের চেয়ারটা টেনে এনে প্রিয়ালের মুখোমুখি বসল। বললে: "এখনো শরীর খারাপ লাগছে?"

হুঁ-ছাড়া প্রিয়াল এবারও কিছু বললে না।

লতা দেখছিল প্রিয়ালকে। সমস্ত মুখে যে তার ক্লান্তি ছড়িয়ে আছে তা-ই দেখছিল। বোজা চোখে প্রিয়াল কেমন যেন একটু অসহায় মতন দেখায়। শিশু-শিশু ভাব।

হঠাৎ লতার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ যেন বেড়ে গেল একটু। মনে পড়ল, সে প্রিয়ালকে তার মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে এনেছে। যেন সেই পাপের স্পর্শে শিউরে উঠল তার শরীর যে পাপ সে করেছে প্রিয়ালকে তার বাপ-মা ভাইবোনের সংসার থেকে এখানে টেনে এনে।

লতা কাঁদতে পারত কিন্তু কাঁদল না। চেঁচিয়ে উঠল: "সনাতন —কী করছ ওখানে তুমি এতোক্ষণ?"

বাদামী উত্তর দিলে: "সনাতনদা যাচ্ছে।"

এইটুকু কথার শব্দে বাড়িটার ভুতুড়ে আবহাওয়াটা বেশ ভেঙে খানখান হয়ে গেল। স্বস্তিতে লতা ডেকে বললে: "এতো দেরি হচ্ছে কেন?"

"তুমি এতো চেঁচিও না ত—আমার মাথাটা বেজায় ধরেছে—" এতোক্ষণে কথা বললে প্রিয়াল, আস্তে, শান্তভাবে।

অপ্রতিভ হয়ে গেল লতা। শাদা মুখে কাটল তার কয়েক সেকেণ্ড তার পর ভুরু দু'টো কুঁচকে উঠল।

"খাও তুমি, আমি এখন খাব না—" বলেই লতা ঘর ছেড়ে চলে এল।

এল বারান্দার ডেক-চেয়ারে। এসে ডাকলে: 'বাদামী—'

"যাই," বাদামীর গলায় স্ফূর্তি নেচে উঠল যেন সারা বাড়িটাতে।

আসতে দেরি করেনি বাদামী তবু লতা খেঁকিয়ে বললে: "ওখানে বসে বসে ইয়ার্কি করা হচ্ছে, না?"

"বারে আমি কি করলুম—"

"যা, আমার চা এখানে নিয়ে আয়—"

বাদামী চলে যাচ্ছিল, লতা আবারও বললে: শুধু চা, খাবার-টাবার কিছু না।"

দু' কাপ চা-ই যে শোবার ঘরে বাবুর সামনে দেওয়া হয়েছে বাদামী তা জানে। সে-ঘরেই এল সে। কিন্তু বাবুকে চায়ে চুমুক দিতে দেখে গিন্নীর কাপে হাত দিতে তার সাহসে কুলোল না। সে কি ছোঁ মেরে কাপটা নিয়ে যাবে নাকি! তাতে কেমন দেখায়! বাবু যদি রাগ করেন? বাদামী দাঁড়িয়ে রইল।

প্রিয়ালই কথা বলল বাদামীর সঙ্গে: "কি রে বাদামী—তোর বিয়ে কবে?"

"এই ত বৈশাখে—মা বলছে!"

"বিয়ের পর ত আর এখানে আসবিনে, না?"

"কী জানি।"

লতার ডাক এল আবার—নীচের সুরমা দেবীর গলার মতো ঝগড়াটে গলায়: "বাদামী—"

"আমি চা-টা নিয়ে যাচ্ছি—" বলেই বাদামী লতার কাপটা তুলে নিয়ে চলে গেল। মুখে তার হাসির কামাই নেই। বুঝতে পেরেছে বাদামী কর্তাগিন্নীর যে আজ বনিবনাও হচ্ছে না। বস্তির একরত্তি মেয়েও ঘরকন্নার এই আবহাওয়া বুঝতে পারে, আর বাদামী ত বস্তির হিসেবে সোমত্ত।

নিরিবিলি চা খেতে লাগল প্রিয়াল—টোষ্ট-পোচ সবই খেয়ে নিলে সে। খিদেও পেয়েছিল তার—মেজাজ খারাপ হওয়ার ওই

আরেক কারণ। কিন্তু খিদে দূর হতেই যে মেজাজও তার ভালো হয়ে গেল তা নয়। হোলির হুল্লোড় ত চলেইছে। মেঘলা হাওয়া বইছে জোর। মেঘলা আবহাওয়ায় মাথা গরম হয়ে যায় প্রিয়ালের। কাজেই ঠাণ্ডা হয়ে সে ভাবতে গিয়েও ভাবতে পারছে না, এখন লতার সঙ্গে সে কী রকম ব্যবহার করবে।

বাদামীর সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলছিল প্রিয়াল, ততক্ষণই ভালো ছিল—তার আগেও ভালো না, পরেও না। বাদামীর সঙ্গে প্রিয়াল কথা বলছিল—তা-ও লতার সহ্য হ'ল না। 'ঝি-মেয়েটা যেন ওর একার'—দাঁতে দাঁতে ঘষল প্রিয়াল।

খাওয়া হয়ে গেছে—বাসন-কোসনগুলো সরিয়ে নেবার জন্যে সনাতনকে ডাকলে প্রিয়াল। সনাতন ঘরে আসতেই উঠে সে বারান্দায় এল।

বারান্দায় ঘর থেকে যতটুকু আলো আসে তাতেই বাদামীর কানের পেতলের মাকড়ি—লতার কানের রিং আর হাতের বালা চিকিয়ে উঠছিল। ওই চকমকিটুকু আর বিদ্যুতের ঝলসানি প্রিয়ালের চোখ দুটো টাটিয়ে তুলল খানিকটা। চলেই যাবে সে এখান থেকে ভাবলে একবার, শোবার ঘরের বাতি নিবিয়ে শুয়ে থাকবে ভাবলে। কিন্তু পর মুহূর্তেই ভাবলে যখন এসেছে, লতাকে দু'টো কথা শোনাতে হবে।

"এই বাদামী এখান থেকে যা—" লতাই বাদামীকে সরিয়ে দিয়ে যেন আসন্ন ঝড়ের পটভূমি তৈরি করে তুলল।

লতার কথার সঙ্গে সঙ্গেই বাদামী সরে গেল। প্রিয়াল এসে দ্বিতীয় ডেক-চেয়ারে হেলান দিল।

"তোমার কী হয়েছে বলতে পারো?" যথেষ্ট ঠাণ্ডা গলায় বললে প্রিয়াল।

"কী হবে আবার? কিছু না।" লতা নিশ্চল।

"আমার শরীর ভালোমন্দ কিছুই থাকতে নেই, না?"

"সবারই একটা শরীর আছে।"

"তোমার শরীরের দিকে অনেক চেয়েছি আমি—আর না—" বলতে প্রাণপণ করতে হল বুঝি প্রিয়ালের—তার শ্বাস যেন আসছিল না। উঠে সে চলে গেল।

শিলাবৃষ্টি শুরু হল। লতা বারান্দা ছেড়ে গেল না।

এগারো

মেঘলা দুপুর। সুন্দর হাওয়া। লতা খেয়ে-দেখে বারান্দায় ডেক-চেয়ারে শুয়ে আরাম করছিল। বাদামী রেলিং-এ থুতনি লাগিয়ে শরীরটা অল্প-অল্প দোলাচ্ছে। দুলত বেশি যদি তার মা না থাকত সামনে।

বাদামীর মা লতার পায়ের কাছে বসে সুখ-দুঃখের আলাপ করছে। তারা যে জয়নগরের বোষ্টম মানুষ, বাদামীর বাবা বেঁচে থাকতে যে তাদের কোনো অভাবই ছিল না—এসব কথা বলা হয়ে গেছে। লতা চুপচাপ, কতগুলো আরামসূচক শব্দ মাত্র করে বাদামীর মার কথার স্রোতে মাঝে মাঝে ঢেউ তুলছিল। আসল একটা কথা ছিল বাদামীর মার, দেশের গল্প, স্বামীর গল্প তার ভূমিকা কেবল। সে কথাটা ক্রমে এল।

"জানো ত মা, দু'দিন বাদেই ওর বিয়ে—"

লতা ঠোঁটের কিনারে একটু হাসি টেনে বললে: "জানি—তুমিই ত বলে গেলে ওদিন।"

বাদামী শরীর দুলুনি থামিয়ে একমনে মাঠে গরুগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে।

"হেঁ—তাই।" বললে বাদামীর মা: "সবাইকে বলেছি—তোমাকেও বলেছি—সবার ইচ্ছেতেই ত বিয়ে মা,—না কি বলো!"

"সত্যি-ই ত !" লতার বোজা-বোজা চোখ। পিঠের চুলগুলোর অর্ধেক সে অলস আঙুলে বুকের আঁচলের উপর রাখছে।

"তুমি কী দেবে মা, বাদামীকে? বাদামীর মা কথাটা বলে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইল।

"দেব।" আবার সেই হাসি লতার ঠোঁটে—ঠোঁট থেকে এবার চোখেও বুঝিবা একটু ছড়াল।

"একটা শাড়ি, সায়া, একটা বেলাউজ দেবে ত মা?"

"দেব, দেব !" একটু নড়ে-চড়ে উঠল লতা: "দেব না কেন—এতদিন কাজ করেছে—পারলে ত সোনাদানাই কিছু দিতাম !"

"যা-ই তুমি দাও মা—তা-ই তোমার আশীর্বাদ।"

এবার সারা মুখে হাসি ছড়াল লতার: "আশীর্বাদ ত রইলই। ভালো থাক ওরা ! কি রে বাদামী—বিয়ের পর কিন্তু দুষ্টুমি আর করতে পাবি নে।''

হাতের আঙুলে লোহার আংটিটা কামড়াতে লাগল বাদামী। চোখ তার সেই গরুর উপর।

"না মা—বাদামী কিন্তু শয়তান নয়—দশ-পাঁচটা মেয়ে যেমনি মোটেও তেমন নয়। তবে পাল্লায় পড়ে দুষ্টুমি করে !" বাদামীর মা মুখ শুকিয়ে বললে।

লতা কেমন একটু উদাস হয়ে গেল। বাদামীর বয়েসে সে-ও ত একদিন ছিল। দুষ্টুমি করত খুব। ইস্কুল ছুটি হলেই বাড়িতে এসে সাত-তাড়াতাড়ি কিছু মুখে দিয়ে—ফ্রকটা পাল্টে নিয়ে দৌড়ত পার্কে দোলনা চড়বার জন্যে। কী দুলুনিই না খেতে পারত সে। সাথী মেয়েরা কেউ ভয়ে তার সঙ্গে জুড়ি হতে চাইত না !

লতা মেঘের দৌড়ের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, কোনো কথা বলল না। শৈশব আর কৈশোরের নানা রঙা দিনগুলো তার মনে শোভাযাত্রা করে চলল।

সব চুপ। বাদামী আর বাদামীর মা-ও। নিঝুমতা ভাঙবার

জন্যে বাদামীর মার দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই লতার, দেখতে পেল সে মার উকুন বাছতে লেগেছে মেয়ে। দৃশ্যটা ভালো নয়—কুৎসিত বলতে গেলে। কিন্তু কুৎসিত দৃশ্য ত অবিরতই দেখতে পাচ্ছে লতা—এখানে এসে অবধি। সবই তার চোখ সওয়া হয়ে গেছে!

লতা এই দুপুরে একান্তই একা। বাদামী এক সঙ্গী—বাদামীর মা এসে জুটেছে ভালোই ত—আলাপ করে খানিকটা সময় কাটবে। সময় ত আর কাটতে চায় না!

চুলে বিলি কাটার আরামে চোখ বোজা-বোজা করে বাদামীর মা বললে এক সময়: "আরেকটা কথা ছিল গিন্নী মা—"

কোলের-উপর-রাখা পাড়ার লাইব্রেরী থেকে আনা উপন্যাসের পৃষ্ঠাগুলো উল্টোতে উল্টোতে লতা ঠোঁট প্রায় ফাঁক না করেই জিজ্ঞেস করল: "কী?"

"পাড়ার সবাই বলছে বাদামীকে এখুনি কাজ ছাড়িয়ে নিতে।"

"বলছে—নেবে।"

"তোমার অসুবিধে হবে না মা—আমাদের উল্টোদিকে থাকে ঝর্ণার মা—ঝর্ণা তোমার কাছে কাজ করবে যদি বলো।"

"ভালো মেয়ে?" এতক্ষণে চোখ তুলে তাকাল লতা।

"ভালো বই কি মা—" বাদামীর মা সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে দিলে: "বাদামীরই বয়েস—ওরা পিঠাপিঠি বোনের মতোই ত আছে। আসে নি ঝর্ণা কখনো তোমার এখেনে? কি রে বাদামী তোকে ডাকতে আসে নি কখনো।"

"এসেছে—গিন্নী মা দেখেন নি।" বাদামী মার চুল ছেড়ে আবার গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়াল।

"বেশ ত নিয়ে এসো ঝর্ণাকে কাল।" লতা বই খুলে ওদের থেকে মনোযোগটা বই-এর পৃষ্ঠায় তুলে নিলে।

কাল পর্যন্ত সবুর সইল না বাদামীর মার—বিকেলের দিকেই

নিয়ে এল ঝর্ণাকে। ফুটফুটে মেয়ে। লতা ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে বললে : "তোরই নাম ঝর্ণা বুঝি ?"

ঝিলকিয়ে উঠল মেয়েটা : "হ্যাঁ।"

"বাদামীর বন্ধু তুই ?"

বাদামীর মার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল ঝর্ণা।

হয়ত বাদামীর মা মিছে কথা বলেছে : ঝর্ণা আর বাদামী পিঠাপিঠি। লতা হাসতে শুরু করলে যেন ঝর্ণার হাসির ছোঁয়াচে।

"বল না একসঙ্গে খেলাধুলো করিস যে—" ঝর্ণাকে যেন চোখের ভাষায় শাসন করলে বাদামীর মা : "খেলা করিস নে ?—গ্যাখো মেয়ের হাসি গ্যাখো। মেয়েটা দেখন-হাসি গিন্নি মা।"

"তা-ই ত দেখছি।" লতা গম্ভীর হয়ে বললে : "কাল সকালে বাদামী ত আসবে না—ঝর্ণার মাকে বলো ঝর্ণাকে নিয়ে আসতে। বাবু থাকবেন তখন—"

"ওর মা কেন, বাবাই আসবে !"

"ওর বাবা আছে ?"

ঝর্ণা এক ছুটে ঘর পেরিয়ে বারান্দায় চলে গেল—যেন এই বাড়ি-ঘর তারই ভাবখানা এমনি।

"আছে। ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রী ওর বাবা—কোম্পানিতে কাজ করে—"

"বেশ ত। কাজে যাবার আগে মেয়েকে নিয়ে এসে যেন কাজে লাগিয়ে দিয়ে যায় ওর বাবা !"

"ঝর্ণা ভালো মেয়ে গিন্নিমা—ওকে রাখলে আপনার কোনো মুশকিল নেই। বাঁদরামো করে ত আমাকে ডেকে বলে দেবেন—ছু'ঘা পিঠে পড়লেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে !"

"ছেলেমানুষ একটু-আধটু বাঁদরামো ত করবেই—বাদামীও করত —তাতে কি ?" লতা দুপুরে শুরু করা উপন্যাসটা টেবিল থেকে হাতে তুলে নিলে। হাই তুললে দু'বার। তখন হয়ত বাদামীর মার হুঁশ হ'ল এখন যে তার চলে যাওয়া দরকার।

যাবার মুখে বললে বাদামীর মা : "তা-ও বলছি গিন্নিমা—ঝর্ণা মেয়েটা কিন্তু চোর-বজ্জাত নয় !"

"না না তা কেন হবে ? আর তা হলে তুমিও বা ওকে কাজে দিতে আসবে কেন ?"

উস্কানি পেয়ে খানিকটা নিজেকে জাহির করতে চাইল বাদামীর মা : "বস্তি-পাড়ায় জিজ্ঞেস করবেন—সবাই বলবে বাদামীর মা খেটে খায়—মেগে খায় না—চুরি-বজ্জাতির ধার ঘেঁষে না।"

রকম-সকম দেখে লতা ভয় পেয়ে সনাতনকে ডাকলে। ঘুম-জড়িত কণ্ঠে সনাতন উত্তর দিলে : "যাই মা—"

এখন যে বাদামীর মাকে নিশ্চিতভাবে যেতে হবে তা বুঝতে পেরে ঝর্ণাকে ডাকল : "ঝর্ণা—চল চল বাড়ি চল।"

প্রিয়ালের আসবার সময় হয়ে গেছে তবু সে আসছে না। লতা চুল আঁচড়ে আঁচড়ে বারান্দায় আর ঘরে পায়চারি করছিল। দুশ্চিন্তা ! কতো দুশ্চিন্তায় যে ভুগতে হয় লতাকে—পুরুষ-মানুষ প্রিয়াল তার কি খবর রাখে। অফিস থেকে আসবার পথে একটা কিছু অ্যাক্সিডেন্টেও ত পড়তে পারে। প্রিয়ালের ফিরতে দেরি হলে সে কথাটাই সব-প্রথম মনে পড়ে লতার। উপন্যাসে তখন মন যায় না—সনাতনের টুকিটাকি কাজের টুকটাক শব্দও যেন কানে আসে না তার—উদ্‌ভ্রান্তের মতো পায়চারি করে ঘর-বারান্দাময়।

বারান্দায় এসে ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যায় মাঠের দিকে চেয়ে আছে লতা। চুল আঁচড়ানো হয়ে গেছে। মাঠটা নীরব। গরুগুলো জাবর চিবোচ্ছে। ও-ধারের গেরস্ত ঘরে আলো জ্বলছে। সনাতনও ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিল।

লতা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শূন্য মনে তাকিয়ে রইল সন্ধ্যার দিকে।

বারো

রাত্রি হয়ে গেল প্রিয়ালের বাড়ি ফিরে আসতে।

লতা রেডিয়োর টেবিলে মাথা গুঁজে শতবার শোনা একটা গানের গুঞ্জন শুনছে। শুনছে সে আধো তন্দ্রায় অনেকক্ষণ অবধি।

রেডিয়োটা একলা মানুষের চমৎকার সঙ্গী। গান-কথা-বাজনা শুনে শুনে অন্তত আজেবাজে দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। লতা তা-ই পেতে চাচ্ছিল, বাদামীর মা যখন চলে গেল তখন থেকে।

প্রিয়ালকে আজ দরজা খুলে দিল সনাতন। লতা না। অভিমান। খানিকটা অভিমান হয়েছে বই কি তার। কেন হবে না? বলা নেই কওয়া নেই ডুব মেরে রইল প্রিয়াল রাত আটটা অবধি!

ঘরে এল প্রিয়াল, লতা কিন্তু তবু মুখ তুলছে না। প্রিয়ালও চুপচাপ। মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে এল সে অফিস-ফেরতা। অফিসের কাজের পর ওখানকার কথা-বার্তায় তার পর ট্র্যামে সে ক্লান্তিতে ঘুমিয়েই পড়েছিল। সীটে বসে তার সে কি ঝিমুনি আর ঢুলুনি। ট্র্যাম রাস্তা থেকে বাড়ির রাস্তাটুকু হেঁটে এসে খানিকটা চাঙ্গা লাগছিল তবু।

হাফ-গেরস্তের গলিতে একটা সোরগোল উঠে থেমে গেল।

ভুরু কুঁচকে পোষাক বদল করছে প্রিয়াল। ঝগড়াটাতে ভুরু কুঁচকে গেল, কিন্তু কান পাতল যেন তবু কোনো মাতালের কণ্ঠ ধরবার জন্যে। মাতালের কণ্ঠ। হাঁ ঠিক শোনা যাচ্ছে জড়িত জিবের গালি-গালাজ। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলে প্রিয়ালের গলাটাও এমনি ধরা-ধরা আর জড়ানো শোনায়। যেন নিজের গলাটা শুনবার জন্যেই, সনাতনকে ডাকবার জন্যে নয়, ডাকলে প্রিয়াল: "সনাতন—"

"যাই—" নিস্তেজ গলায় উত্তর দিলে সনাতন। প্রিয়ালের গলা শুনলেই তার গলা নিস্তেজ হয়ে যায়। নইলে, বাদামীর সঙ্গে যখন দুপুরবেলা ও গল্প জুড়ে দেয়—ওদের গলার জোরে, লতা যে এতো ধৈর্য দেখায় চাকর-বাকর নিয়ে—সে-ও অনেক সময় ডেকে ওঠে; এই সনাতন, কী করছ ওখানে?

সনাতন এল, লতাও রেডিয়োটা বন্ধ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

"শীগগীর এক কাপ চা দাও ত, সনাতন—আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি—" প্রিয়াল বাথরুমে চলে গেল।

সনাতনের যাবার মুখে লতা বললে: "আমার জন্যেও এক কাপ এনো।"

অভিমান কার উপর করবে লতা? যার উপর অভিমান তাকে ছেড়ে দিলে সে দাঁড়াবে কোথায়?

বুকের ভেতরটা লতার কেমন যেন ধক্‌ধক্ করে উঠল। যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

না, অভিমান কিসের? স্ত্রী হয়ে যেদিন সে বাপের বাড়ি ছেড়ে এসেছে সেদিনই সে জানে যে তার অনেকখানি আত্মমর্যাদা, স্বার্থপরতা বিসর্জন করতে হবে। অনেক কিছু সইতে হবে তাকে। অনেক ছাড়তে হবে। সে কী ছেড়ে আসে নি তার বাপ-মা-ভাই-বোনকে? আর প্রিয়ালের যখন বাপ-মা-ভাই-বোনকে ছেড়ে আসবার কথা হ'ল—তখন সবাই লতার দোষ ছাড়া আর কিছু তাতে দেখতে পেলে না। আশ্চর্য! উনিশ শ উনষাট খ্রীষ্টাব্দেও যে এমন লোক আছে তা সে শ্বশুরবাড়িতে দেখল। শাশুড়ি বললেন: খ্যাপা মেয়ে আমার ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করবার জন্যে খেপে উঠেছে! কথার কী ছিরি! ছেলের বিয়ে দেওয়া হ'ল—ছেলে মার ন্যাওটা হয়ে থাকবে তবু, ঘর-সংসার করবে না! কী আব্দার! লতার চোখ-মুখ গরম হয়ে ওঠে ভাবতে ভাবতে।

বারান্দায় থাকাই ভালো, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে ওখানে। লতা উঠে বারান্দায় পায়চারি করতে গেল।

প্রিয়াল শুয়ে শুয়ে ভাবছিল, তার বাবার স্বাস্থ্যের কথা। পেন্সান ভোগ করছেন আর ব্লড-প্রেশারে ভুগছেন। ফ্যাশাল পেরালাইসিসের আক্রমণ হয়েছে সম্প্রতি। অনুরোধ করছিলেন আজ প্রিয়ালকে: 'খোকা, বলবি ত বউমাকে তোদের ওখানে গিয়ে মাস কয়েক আমি থাকতে চাই—এখানে এই ঘিঞ্জিতে আমি হাত-পা ছড়িয়ে এক ঘর নিয়ে থাকলে, ওদের সবারই অসুবিধে হয়।' 'থাকবেন।' বলে এসেছে প্রিয়াল। লতার অনুমতি নেওয়ার দরকার বোধ করে নি সে তখন। কিন্তু এখন, বাড়ি এসে, লতাকে রেডিয়োর টেবিলে চুপচাপ মাথা এলিয়ে থাকতে দেখে প্রিয়ালের রীতিমত অনুতাপ হচ্ছিল। 'লতার সম্ভ্রম বাবা যতটুকু রাখতে চাইলেন আমি তা চাইলাম না—' নিজেকে শোনাল প্রিয়াল। 'যাক যা হবার হয়ে গেছে—এক সময় লতাকে বললেই হবে—' প্রিয়াল মন থেকে নিজের অপরাধ ঝেড়ে মুছে দিতে চাইল, তার পর চুপচাপ চোখ বুজে চায়ের অপেক্ষা করতে লাগল।

লতা ঘরে এল। শব্দ হ'ল বুঝিবা একটু—না শোনারই মতন তবু কি করে যেন তা কানে গেল প্রিয়ালের। চোখ মেলে তাকাল সে লতার মুখে।

নীচের তলা থেকে বেহালার শিক্ষানবিশি আসছে। মাঠে এই রাত্রিতেও সোরগোল করে তিন-চারটি ছেলে কপাটি খেলছিল—থেকে থেকে তাদের চেঁচানিও বয়ে আনছে হাওয়া। এ সব শব্দ শুনতে ভালোই লাগছিল প্রিয়ালের। মোটের উপর, নিজে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পেরে প্রিয়াল আজ খুশী।

লতার থমথমে মুখে তাকিয়ে প্রিয়াল হাসল একটু, বললে: "তোমার শরীরটা কি ভালো নেই—ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি!"

"না।" সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে আগেকার জায়গায় গিয়েই বসল আবার।

"এতো চুপচাপ আছো যে!"

"হৈ-চৈ ত চারদিকেই চলেছে—আমার চুপচাপ থাকতে ক্ষতি কী?" বাইরের অন্ধকারে তাকিয়ে বললে লতা।

"না। চুপচাপ থাকাই ত ভালো। আর এখানে এসে অবধি চুপচাপই ত আছি আমরা।"

দু'জনের চা নিয়ে এল সনাতন। শুধু চা। এসময়টায় কর্তাগিন্নী যদি চা খান তাহলে শুধু চা-ই দিতে হয়। দু'কাপ চা দু'জনের সামনে টিপয়ে রেখে সনাতন তার রান্নার কাজে চলে গেল।

প্রিয়াল শোওয়া থেকে উঠে বসে খানিকটা যেন জিরিয়ে নিলে। কোনো তাড়া নেই, আয়েসী ভঙ্গী তার। আর লতা কাপটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে চুমুক দিতে থাকে।

প্রিয়াল, যেন লতাকে অনুসরণ করেই চায়ের কাপ মুখে তুলে নেয়। কিন্তু তার চুমুক জার্মান ভঙ্গীর—সশব্দ। সে তার চা-টা রসিয়ে রসিয়েও খায় না, তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলে। সে জানে তার অবসন্ন স্নায়ুর পক্ষে চা একটা ওষুধ। ওষুধ কি কেউ আস্তে আস্তে রসিয়ে রসিয়ে খায়?

লতা নতুন বউ-এর মতো ঘাড় গুঁজে আছে। কথা বলছে না।

চায়ে চাঙ্গা হয়ে প্রিয়ালই কথা বলে প্রথম: "বাবার সঙ্গে দেখা করে এলাম।"

"ভালো আছেন ত তিনি?" যেন বহুদূর থেকে কথা আসে লতার।

"না, ভালো আর কই?"

"কেন, কী হ'ল আবার।"

"বাঁ-দিকটাতে স্লাইট প্যারালাইসিস—"

কথা কেটে দিলে লতা আতঙ্কে: "সে কী?" তার চায়ে চুমুকও বন্ধ হয়ে যায় কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে।

"হাঁ। তবে তেমন বেশি নয়। ওষুধপত্র ব্যবহার করছেন—সেরে উঠবেন ভরসা দিয়েছেন ডাক্তার।"

"সেরে উঠলেই ভালো।" খানিকটা স্বস্তি যেন পায় লতা।

খুশীর চোখে লতার সর্বাঙ্গ যেন লেহন করে নেয় প্রিয়াল। যেমনি বিয়ের দিনে তাকিয়েছিল তার মুখে—এ বুঝি তেমনি তাকানো। আর সেই তাকানোই যেন মনকে পরামর্শ দেয় বাবার অনুরোধটা লতাকে জানিয়ে দেবার জন্যে।

"বাবা বলছিলেন, লতা—" মুখ একপাশে ফিরিয়ে নেয় প্রিয়াল : "কয়েকদিন এসে এখানে থাকবেন—যদি তোমার আপত্তি না থাকে!"

লতার মুখ শাদাসিধে হয়ে গেল--কোনো ভাবের কোনো দাগ তাতে নেই—কোনো কথা যে সে আগের মুহূর্তে বলছে তার চিহ্নও নেই। মনে হ'ল সে যেন চায়ের কাপটা একটু বেশী সময় ঠোঁটের উপর চেপে রাখছে। প্রিয়াল পাশ-ফেরা-মুখ লতার মুখের বরাবর করে এনে বলে : দু'-এক মাস থাকবেন মাত্র বাবা--তিনি ত আমাদের অসুবিধে করতে চান না।"

"না—অসুবিধে কী করবেন!" লতা চা শেষ করে কাপ টিপয়ের উপর রাখলে।

"তুমি নিশ্চয়ই রাজি আছো!"

"আমি কি বলেছি আমি গররাজি?" অসহায়ের হাসিতে করুণ দেখায় লতার মুখ।

প্রিয়াল টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ে আবার।

তেরো

ঝর্ণাকে নিয়ে এসেছে তার বাবা। কাগজের তিব্বতী ব্যাপার থেকে মুখ তুলে প্রিয়াল তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে খানিকক্ষণ। বাদামীর চাইতে কম বয়েসী—একটা ছেঁড়া ময়লা ফ্রক-পরা। হাতে

রুপোর দু'গাছা করে চুড়ি—কানে ছ'আনার দোকানের পাথর-সারি গাঁথা দুল। চোখে মুখে হাসি ছিটিয়ে দিচ্ছিল মেয়েটি।

মেয়ের বাবা অতি সঙ্কোচে এসে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়েছে। বস্তির মাটি ছেড়ে এই শান-বাঁধানো ইমারতে যাদের কোনোদিন আসা হয় নি তাদের যতোটা সঙ্কোচ এই ইলেট্রিক মিস্ত্রির অবিশ্যি ততোটা সঙ্কোচ নেই তবু পরের ঘরে ঢুকে পড়তে তার ভদ্রতায় বাধছে— বুঝতে পারল প্রিয়াল্। তাই এই প্রৌঢ়কে বললে প্রিয়াল, ঝর্ণার মুখ থেকে চোখ তুলে নিয়ে গাঢ়স্বরে বললে: "আপনি ভেতরে আসুন।"

ঝর্ণার বাবা নড়ল না। ওখানে থেকেই বললে: "এখান থেকেই দু'টো কথা বলে যাচ্ছি—বাদামীর মা বললে বাদামীর বদলিতে আপনাদের একটি মেয়ে দরকার—"

লতা বারান্দা থেকে ঘরে এল বাদামীর মার নাম শুনে। এসেই ঝর্ণাকে দেখে বললে: "তুমিই ত ঝর্ণা।"

"ঝর্ণা। আমার মেয়ে।" ঝর্ণার বাবাই উত্তর দিলে।

"বলেছিল বাদামীর মা আপনার মেয়ের কথা—" আধ-বোজা চোখে ঘাড়টা পেছনে একটু হেলিয়ে লতা দাঁড়িয়ে থেকেই বললে: "পারবে ত থাকতে, না ছুটে ছুটে বাইরে চলে যাবে।" লতার ঠোঁটে স্নেহার্দ্র হাসি।

"না না বাইরে চলে যাবে কেন? ঝর্ণার বাবা মেয়ের দিকে তাকাল: "কি রে, বাদামীর মা যেমনটি বলেছে তেমনটি হয়ে থাকতে পারবিনে?"

ঝর্ণার কলকল আওয়াজ হ'ল: হুঁ, পারব।"

"ছাখো কথা বলে নাও"—প্রিয়াল আবার তিব্বতী খবরে ডুবে গেল। অফিসে অজিতের সঙ্গে এ-খবর নিয়ে তারও দস্তুরমতো লড়াই হয়—অতএব কাগজে সকাল বেলায় যে খবরটুকু পাওয়া যায় তা সে সম্পূর্ণ মাথায় নিয়ে তবে অফিস-মুখো হয়।

লতা একটা চেয়ারে বসে পুরোপুরি দৃষ্টিতে তাকাল বাপ আর মেয়ের মুখে: "বাদামী যা পেতো তা-ই পাবে ঝর্ণা—চোদ্দ টাকা—"

"টাকার জন্মে কী?" খুশীর আতিশয্যে বললে ঝর্ণার বাবা: "আপনার এখানে থাকবে—সেই ত মেয়ের ভাগ্যি!"

"তাছাড়া—" লতা তার নিজের কথারই জের টেনে চলল: "জামা-কাপড় মাঝে-মধ্যে পাবে ও আর যদি আপনি চান কিছু পড়াশুনোও এখানে ও করতে পারে।"

ঝর্ণার বাবা গদ্‌গদ হয়ে গেল এবার। ঘাড় কাত করে জোড়হাতে নমস্কার জানিয়ে বললে: "আপনি যেমন বলবেন তা-ই হবে।" তার পর একটু থেমে: "ঝর্ণা কি থাকবে? আমি যাই তবে।"

"এখন থাকবার দরকার নেই—ন'টা থেকে ওর কাজ।" লতা উঠে ঝর্ণার দিকে এগিয়ে গেল: "বাদামীর মতো লক্ষ্মীটি হয়ে চলা চাই—বুঝলে?"

হয়ত বুঝল ঝর্ণা। ঘাড় নেড়ে বাবার সঙ্গে চলে গেল।

কাগজ থেকে মুখ না তুলেই প্রিয়াল বললে: "আবার নতুন করে একটি মেয়ে পালতে শুরু করলে—?"

"কি করব? সারাটা দুপুর আর বিকেল একা-একা থাকা যায় না। দুপুর আর বিকেলের ক্লান্তি স্মরণ করে এই সকাল বেলাতেই ক্লান্ত দেখালো লতাকে।

"কেন বই আছে কাগজ আছে রেডিয়ো আছে ঘুম আছে তাছাড়া সনাতন ত বাড়িতেই থাকে—একা কোথায় তুমি?"—কাগজটা মুখ থেকে সরিয়ে হাসি-মুখ দেখালে প্রিয়াল।

"যখন ওসব কিছু ভালো লাগে না, তখন?" কেমন যেন আব্দেরে শোনাল লতার কণ্ঠ।

"তখন অবিশ্যি কেউ থাকলে ভালো লাগে!" প্রিয়াল কেমন উদাস-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

লতাও অন্যমনস্ক হয়ে রেডিয়োর কাঁটার চাবিটা ঘুরুতে শুরু করলে।

হয়ত ছ'জনার মনেই তখন এক ভাবনা : তাদের যে ছেলে-পুলে নেই। ছ'জনেই হয়ত ভাবছিল তারা যে প্ল্যান্‌ড ফ্যামিলি তৈরি করতে একে অন্যের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

প্রিয়াল খানিকক্ষণ চুপ থেকে কথা বললে: "বাবার জন্যে পাশের ছোট ঘরটা ত চাই।"

"পরিষ্কার করিয়ে রাখব—" একটা জোর নিশ্বাস ফেলে বললে লতা।

"রেখো।" প্রিয়ালের মুখ আবার বুজে এল।

ছপুর বেলা ঝর্ণা এসেছে কিন্তু আজ ঝর্ণাকে আর সনাতনকে নিয়ে লতার আর কাজের অন্ত ছিল না। ট্রাঙ্ক, সেলফ, স্যুটকেস বোঝাই ছোট ঘরটা পরিষ্কার করতে ওদের সঙ্গে লতা-ও কোমর বেঁধে লেগে গেছে। বেশ একটা উত্তেজনা আছে কায়িক শ্রমে। অনেকদিন পর, ক্রীক রো-র বাড়ি ছেড়ে আসবার পর, লতা সে উত্তেজনায় আজ। আজ নীচের সুরমা দেবীর মতো গলা ছেড়ে সে হুকুম-ও দিচ্ছে—ত্রুটিও ধরছে সনাতনের দশ-পাঁচটা।

"ট্রাঙ্কটা রাখতে বললাম শোবার ঘরে—রেখে এলে বসবার ঘরে! এ জীবনে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধিও হবে না—আর বললেও তা শুনবে না তুমি সনাতন!" "সনাতন-সনাতন, সাবধান—টেনে-হিঁচড়ে বার করো -না সেলফটা—", "স্যুটকেসটা ঝাড়তে দাও—দেরে ঝর্ণা ঝাড়ন দিয়ে ওটা একটু ঝেড়ে—না ঝাড়তেই ওটা বয়ে তুমি কোথায় নিচ্ছ?", "জমাদারকেও ত বলে দিতে বলেছিলাম এখন আবার আসতে—নিশ্চয়ই তুমি বলো নি—এখন নিজেই জল ঢালো আর ঝর্ণা ন্যাতা ঘষুক!" দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লতা এই ধরনের খবরদারি করছিল পুরো এক ঘণ্টা। এক ঘণ্টাই ত লাগল ঘরটা

পরিষ্কার করতে—শুধু ঘরটাই ত পরিষ্কার হ'ল না, ঘরে-পড়া জিনিস-গুলোরও ধুলো-ময়লা নিখুঁত পরিষ্কার। সব ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে হবার পর সনাতন আর ঝর্ণার ছুটি, লতার নিজেরও অবসর।

ঝর্ণার আজ আর কোনো কাজ নেই দুপুরে—সে বাড়ি চলেও যেতে পারে। কিন্তু ঝর্ণা বললে: "গিন্নিমা আমি তোমার ঘরে মেঝেতে ঘুমোব—বাড়ি যাব না।"

"কেন রে—বাড়ি গিয়ে খেলাধুলো কর।"

"এখন কে খেলবে আমার সঙ্গে!"

"তা হলে ঘুমো।"

ঝর্ণা অমনি দেয়াল ঘেঁষে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। লতা ভেবেছিল একটু ঘুমোবে। কিন্তু অজানা একটা মেয়েকে ধরে রেখে তার ঘুম কিছুতেই আসবে না। বাদামীর বেলায়ও গোড়ায় এমন হ'ত। কে বলবে কী চুরি করে নিয়ে পালায়! ঝর্ণা চোর কি না লতা এখনো কিছু জানে না। সাবধান থাকা ভালো। ঘুমোবে বলেছে ঘুমুক মেয়েটা, লতা ঘুমোবে না।

কিন্তু শুলো এসে লতা। ঠায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে পা দু'টো টনটন করছে। একটু বিশ্রাম দরকার।

বস্তির ঝাঁক ঝাঁক কাক নাগাড়ে ডেকে যাচ্ছে। জয়নগরের মোয়া-অলাও ডেকে চলে গেল। তার পর নিঝুম সব। ক্বচিৎ টিউব-ওয়েলের কঁ্যাচর-কঁ্যাচর শব্দ আসবে! শব্দগুলো লতার মুখস্থের মতো, পর পর মনে আসছে—পর পর শুনে যাচ্ছে।

যখন অন্য-কিছু আর ভাবনা নেই—তখন এই শব্দ শোনা। শব্দ শোনার পর ভাবছিল লতা, শ্বশুরমশাইকে। সে শ্বশুরকে দস্তুর-মাফিক বাবাই ডাকত। কিন্তু এখন, অনেকদিন হয়ে গেল বলে বাবা কথাটা বা ডাকটা তার মনে এল না। মনে এল: শ্বশুরমশাই। তিনি আসবেন। অসুস্থ তিনি। হয়ত রাতদিন ওই ঘরেই থাকবেন। হয়ত কেন, থাকবেনই। পূজনীয় মানুষ—ও ঘরে রাতদিন থাকবেন

কাজেই লতার আর স্বাধীনতা কোথায়। 'আমাকে সাবধানে চলতে হবে—' মনে মনে কথাটা উচ্চারণ করেই লতা বিরক্তিতে অস্থির হয়ে উঠল।

ঝর্ণা ঘুমিয়ে পড়েছে। সনাতনও অঘোর ঘুমে—একবার পড়লে আর তার কথা নেই, অমনি নাক ডাকতে শুরু করবে।

লতা এই ঘুমন্ত পুরীতে একা জেগে। উঠে গেল সে ছটফট করে। বসতে পারল না বিছানায়ও।

বাইরে মেঘ-রৌদ্রে লুকোচুরি খেলছে। মোটের উপর চৈত্র-শেষেও ঠাণ্ডা আবহাওয়া। কিন্তু লতার যেন কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছে। গরম? উঠে ফ্যানটা খুলে দেয় সে। ফ্যানের ঠিক নীচে গিয়ে দাঁড়ায়। বেশবাস এলোপাতাড়ি হয়ে যাচ্ছে—হোক—কে আর তাকে দেখতে আসছে এখন।

বেশ খানিকক্ষণ ফ্যানের নীচে দাঁড়িয়ে খানিকটা ভালো লাগল লতার। পাশে সরে গিয়ে শাড়িটা গায়ের উপর পাট করে নিলে, চুলে আলতো হাত চালিয়ে উড়ন্ত চুলগুলো মাথার সমান্তরাল করল। তার পর শ্বশুরমশাই-এর থাকবার ঘরে এল সে।

ঘরটা এখনো খালি। কিন্তু দুদিন বাদেই এখানে একজন বয়স্ক লোকের আবির্ভাব হবে—যাঁকে বাবা বলে ডাকতে হবে লতার। ঘোমটা রাখতে হবে যাঁর সামনে—উঁচু গলায় কথা বলা যাবে না, যার সব সুবিধে দেখতে হবে নিজের অসুবিধে হলেও—লতা আর ভাবতে পারল না। বারান্দায় এল সে।

বস্তির গলিগুলোতে লোকজন চলাফেরা করছে। দূরে একটা জটলা দেখা যায়। তাসের আড্ডা। সনাতন না ঘুমুলে মাঝে মাঝে যায় ওখানে। লতা অন্যমনস্ক হবার জন্যে তাকিয়ে রইল ওদিকে।

বেশ আছে বস্তির মেয়েরা। অন্তত লতার চাইতে যে ভালো আছে তা-ই লতার মনে হয় এখন। ওরা রাগ হলে চেঁচিয়ে কোঁদল

করে—লতা কি তা পারে? ওরা টিউবওয়েলে এসে নেচে নেচে জল তোলে আর লতা হাত-পা গুটিয়ে এই পিঞ্জরে বন্দী!

কী বিশ্রী এই বিবাহিত জীবন!

লতা ভাবলে। সমস্ত শরীর মন তার বিষিয়ে উঠল। বিয়ে না করে সে যদি আজ কোনো অফিসে কাজ করত—বেশ কাজে-কর্মে কেটে যেতো এই দুপুর বেলাটা। এখন যে তার কাজও ভালো লাগে না, আলস্যও ভালো লাগে না!

লতা ঘরে এল রেডিয়োটা খুলে আবার চুপচাপ শুয়ে থাকতে।

চোদ্দ

প্রকাশবাবু ব্লাড-প্রেশার নিয়ে ছেলের বাড়িতে এলেন। ভদ্রলোক জীবনে রোজগার কম করেন নি কিন্তু বড় বাড়ি নিয়ে থাকবার মতো সচ্ছলতা তাঁর ছিল না। চাকুরি-জীবনে তিনি ক্রীক রোর চারখানা ঘরেই চারটি ছেলেমেয়ে আর স্ত্রী নিয়ে কাটিয়ে এসেছেন। বড় ছেলে প্রিয়ালের যখন বিয়ে হ'ল—একটি ঘর বউ আর ছেলের জন্যে ছেড়ে দিয়ে সবাই মিলে তাঁরা তিন ঘরে এসে জড়ো হ'ল। অসুবিধে ছিল বিস্তর। দু'টো মাত্র শোবার ঘর আর একটা বসবার ঘর আর জিনিসপত্রের পাহাড় নিয়ে ওবাড়িতে তাঁর, তাঁর স্ত্রীর দু'টি মেয়ের আর একটি ছেলের শোবার আর উপায় ছিল না। তার উপর লতার একটি ছোট বোন এসে প্রায়ই দিদির বাড়িতে থাকতে চাইত, থেকে যেতো। তা-ই নিয়ে প্রকাশবাবু বিরক্ত হন নি, বিরক্ত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী। বিরক্ত অপ্রকাশিত থাকে নি। কাজেই স্বাভাবিকভাবে লতা-ও চুপচাপ তা হজম করে নি। আর স্বাভাবিকভাবেই তাতে করে শাশুড়ি-বউএর ঝগড়া লেগে গেছে। প্রকাশবাবু নিরিবিলি মানুষ—স্ত্রীকে তিনি থামাতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেন নি। প্রিয়ালকে যেদিন তার

মা অন্য বাড়ি করবার আদেশ জানালেন, নিরিবিলি প্রকাশবাবু সেদিনও টুঁ শব্দটি করেন নি।

আজ যে তিনি ছেলের বাড়িতে যেচে এসে উপস্থিত হলেন তা শুধু স্ত্রীর উপর বিরক্ত হয়ে। স্ত্রী খেপে উঠেছিলেন ছোট ছেলের বিয়ে দেবেন। মেয়েরা পড়ছে, তাদের বিয়ের জন্যে এখুনি হ্যাঙ্গামা নেই। আপত্তি জানিয়েছিলেন প্রকাশবাবু। বলেছিলেন: "এই ত মাত্র দু'শ টাকা মাইনে হ'ল ছোট খোকার—এক্ষুণি বিয়ের কী হয়েছে? স্ত্রী উত্তরে বলেছেন: "ছোট খোকার চাইতে পাঁচ বছর ছোট যখন ছিলে তখন ত বিয়ে করেছ—এখন বুঝি ছেলের বেলায়ই যত দোষ!" প্রকাশবাবুর অসুস্থ শরীর, তার উপর স্ত্রীর এই ঘ্যানর ঘ্যানর তাঁর কাছে অসহ্য মনে হ'ল। তাই প্রিয়াল দেখা করতে সেদিন যেতেই তিনি তার বাসায় উঠে আসতে ইচ্ছা জানালেন।

ছোট ছেলে সুমিতের কাঁধে ভর দিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে দোতলায় এসে উঠলেন প্রকাশবাবু, এক রবিবার সকালের দিকে। প্রিয়ালও পেছনে পেছনে উঠে এল—বারান্দা থেকে সে দেখতে পেয়েছিল সুমিতের সঙ্গে বাবা শামুক-গতিতে হেঁটে আসছেন গলিপথ দিয়ে। ট্যাক্সি এ গলিতে ঢুকতে চায় না।

এই পথটুকু আসতেই প্রকাশবাবুর পা টলছিল। বাবাকে আগলে নিয়ে আসছিল প্রিয়াল।

"সিঁড়িটা খাড়া, সাবধান সুমিত" কিংবা "বাবা একটু আস্তে চলুন" —ধরনের দু'চারটে খবরদারি নক্সার কথা বলবার জন্যেই প্রিয়াল নীচে নেমে গিয়েছিল। লতার সঙ্গে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকাটা নেহাত খারাপ দেখায় বলেই যেন প্রিয়ালের নীচে নামা। বাবা রোগী বটে তবে তাঁর রোগটা এমন কিছু মারাত্মক নয় যে সবাই মিলে তরাসে হৈ-হৈ করতে হবে। কাজেই বাবার আসাটাকে খুব সহজ সাধারণভাবে নিতে চেয়েছে প্রিয়াল। কোনো কিছুর আতিশয্য দেখাবার দরকার বোধ করে নি।

সুমিত আর প্রকাশবাবুও চুপচাপ। প্রকাশবাবু ত রোগী মানুষ চুপচাপ থাকবেনই কিন্তু সুমিতের চুপচাপ থাকাটায় প্রিয়ালের মনে হ'ল বাড়িতে সে একটি ঝড় পার হয়ে এসেছে।

স্যুটকেশ ট্রাঙ্ক-বাহী কুলিকে সুমিতই পয়সা দিয়ে বিদায় করল। প্রিয়াল ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সব। স্টেশনে যেন একজন সহযাত্রী কুলি বিদায় করছে।

লতা এসে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল: "ঠাকুরপো আছ ত এই বেলা?"

"না বৌদি ক্লাব-সেক্রেটারীর সঙ্গে আমার একটা জরুরী কাজ আছে।" হাত ঘড়িটা এক নজর দেখে নিল সুমিত।

প্রিয়াল তার বাবার সঙ্গে ও-ঘরে ছিল। সুমিত ঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে বললে: "আমি চলি তাহলে, আসব ওদের নিয়ে মাঝে-মাঝে।"

প্রিয়াল আর তার বাবা অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল সুমিতের মুখে—সুমিত একটা চক্কোর খেয়ে দূরে দাঁড়ানো লতার উপর চোখ রেখে বললে: "চলি বৌদি।"

আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না সে। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

বিছানায় জোড় আসন হয়ে বসে আছেন প্রকাশবাবু। মুখে তাঁর কথা নেই।

"এক কাপ দুধ দিতে বলব, বাবা?" প্রিয়াল পর পর বাবার আর স্ত্রীর মুখে তাকাল।

"নিয়ে আসছি—" ঘরের বাইরে থেকে লতার কণ্ঠ এল।

"না না।" মৃদু কণ্ঠ ধ্বনিত হ'ল এতক্ষণে প্রকাশবাবুর: "দুধ ত আমি খাইনে—হজম হয় না।"

"তা হলে দুধ কেটে ছানা করে দিক—" লতাই বললে আবার বাইরে থেকে।

"শোনো বৌমা—" প্রকাশবাবু লতাকে ডাকলেন।

সিঁথি-ঢাকা আদ্ধেক ঘোমটায় লতা তার শ্বশুরের সামনে এসে দাঁড়াল।

"শোনো—" ঘোলাটে চোখে থুতনি উঁচিয়ে একটি শিশুর মতো লতার দিকে চেয়ে রইলেন প্রকাশবাবু। একটু জিরোলেন যেন। তার পর বললেন : "ছানা করতে হ্যাঙ্গামা—বাজারে ছানা পাওয়া যায় না ?"

প্রিয়াল হাঁচির শব্দ করে একটু হাসলে : "বৌবাজার ছানাপটির মতো এখানে ছানার বাজার নেই বাবা—"

"না হ্যাঙ্গামা কী ?" পিঠাপিঠি লতা বললে : "লেবু দিয়ে ছানা কেটে দেবে সনাতন—"

"তুমি কেটো না কিন্তু—" খুশীতে একটু ফর্সা দেখাল প্রকাশবাবুর মুখ : "এয়োতির ছানা কাটতে নেই।"

নিঃশব্দে হেসে চলে গেল লতা সনাতনের উদ্দেশ্যে।

বিকেলবেলা প্রিয়ালকে বললে লতা : "তুমি বাড়িতে থেকো—আমি ঝর্ণাকে নিয়ে একটু বেরোব।"

"কোথায় বেরোবে ?"

"অনেকদিন লেকে যাই নি—" লতা আলমারি খুলে শাড়িতে হাত দিলে : "বড্ড গরম—ঘুরে আসি লেকটা !"

'আজ মাত্র বাবা এসেছেন—আজই বেরোতে হবে ?'—ভাবলে প্রিয়াল কিন্তু মুখ ফুটে বললে : "এসো।"

মহা উৎসাহে সাজ-পাটে লেগে গেল লতা।

ঝর্ণাকে ফ্রক বানিয়ে দিয়েছে সে শেলাই-এর কলে। এখনো ময়লা হয় নি তত। ও ফ্রক গায়ে যেতে পারে ঝর্ণা তার সঙ্গে। তার যদি একটা বাচ্চা হ'ত তাহলে বাচ্চা কোলে করে একটি ঝি বা আয়া ত তার সঙ্গেই যেতো। তার কাপড়-চোপড় যে ফর্সা থাকবে

তার কি কথা আছে! কাজেই ঝর্ণা যদি এক-আধটু ময়লা ফ্রকে তার সঙ্গে যায় তাহলে কী এমন ক্ষতি! লতা মনে-মনে বলছিল কথাগুলো শাড়ি-ব্লাউজ পাল্টাতে পাল্টাতে!

প্রিয়াল গম্ভীর হয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে আছে সে। ওঠে নি। সনাতন কয়লা ভাঙছে। এক মনে যেন সে-শব্দই সে শুনে চলেছিল। সামনের মাঠের হট্টগোল থেমে এখন কেমন একটা বিশ্রী নীরবতা।

প্রকাশবাবু কপাটি খেলার তাণ্ডবে ঘুমুতে পারেন নি। প্রিয়াল বার বার গিয়ে দেখে এসেছিল সিলিং-এ তাকিয়ে তিনি টান-টান হয়ে শুয়ে আছেন। এখনও একবার দেখে আসা উচিত। প্রিয়াল উঠে গেল।

লতা তৈরী। ঝর্ণাকে ডাকলে: "এই ঝর্ণা—চল আমার সঙ্গে!"

ঝর্ণা নেচে উঠল: "কোথায়?"

"বেরোবি চল না—যেখানেই হয়।"

লতা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল—ঝর্ণা তার পেছনে পেছনে।

ল্যান্সডাউন এক্সটেন্‌শন পেরোলেই লেক। পথ বেশি দূর নয়। কিন্তু একটা রিক্‌শা নিল লতা। হাঁটতে সে নারাজ। ঝর্ণা বলেছিল: হেঁটেই চলো—আমি ত গেছি লেকে, দূর নয় মোটেও। লতা তাকে ধমকে দিয়েছে।

লেকে পৌঁছিয়ে কড়ি-গাছের নীচে টুলটায় গিয়ে বসল ওরা দু'জন।

বাঁকা জল। চেনা জল। প্রিয়ালের সঙ্গে অজিত ঠাকুরপোর সঙ্গে আগেও এসেছে এখানে লতা। তা-ই মনে পড়ল—এই ফাঁকা সুন্দর আকাশের নীচে জলের ধারে বসে।

বাচ খেলোয়াড় তেমনি আছে। চারটি ছেলে সাঁতার কাটল। রাস্তায় নানান পোষাকের ভিড়।

আলো জ্বলে উঠল। ওধারে একটা ট্রেন যাচ্ছে সশব্দে। লতা

বসে আছে। ছুটি নিয়েছে আজ সে। ঝর্ণা উঠে গিয়ে জলের ধারে বসল। টুঁ শব্দটি করল না লতা। ছোট ছোট ঢেউ-এর দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়োতে লাগল সে। চার দেয়ালে বন্দী চোখ দেখবার অজস্র জিনিস যেন আজ পেয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে লতা ভুলে গেল তার বাড়ি-ঘর স্বামী-শ্বশুরকে। সে যেন বিয়ের আগেকার সেই কিশোরী লতা—লেকে বেড়াতে এসেছে আজ।

পনেরো

বাদামীর বিয়ে। ভোর-সকালেই বাদামীর মা এসেছে নিমন্ত্রণ জানাতে। টিউব-ওয়েলের চাতালে সন্ধ্যের পর যদি একবার গিন্নিমা গিয়ে দাঁড়ান—তাহলেই তাদের খুশীর সীমা থাকবে না। চাতালে? —অবাক্ হয়ে গিয়েছিল লতা। চাতালে বৈ কি—ওখানে যে দশ হাত × দশ হাত জমিটা আছে, বস্তির সব মেয়ের বিয়েই ত সেখানে হয়। আচ্ছা?—লতার বিস্ময় কাটে নি। বিস্মিত হয়ে ভাবছিল সে আজ যে বস্তির মেয়েদের সঙ্গে গিয়ে তাকে দাঁড়াতে হবে—। বাদামীর বিয়ে যেতে ত হবেই। যাবে সে। তাহলে দুপুর বেলাতেই হকার্স কর্নারে গিয়ে বাদামীর জন্যে শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ কিনে আনতে হয়। ভেবে চলেছিল খুশী-খুশী মুখে লতা। একটা যেন মস্ত কাজ পাওয়া গেছে এতদিনে।

"টাকা পয়সা কিছু দিতে হচ্ছে বরকে?" জিজ্ঞেস করে লতা।

"না গিন্নিমা—ওরা কিছু নেবে না।"

"ক'টায় যেতে হবে আমাকে?"

খুশীতে ভেঙে পড়ে বাদামীর মা বললে: "সন্ধ্যের পর।"

"সনাতনকে দিয়ে দুপুরবেলা আমি শাড়ি-ব্লাউজ পাঠিয়ে দেব, কেমন?"

"আপনার ইচ্ছে—" ছুটো হাত ভিক্ষে চাওয়ার ভঙ্গীতে নিয়ে এল বাদামীর মা।

"আমি বলেছিলাম ত দেব!"

লতা জানে ভিক্ষা এরা নেয় না। কিছু দিতে গেলে সাধাসাধি করতে হয়।

"আমি যে তু'বাড়িতে কাজ করি মা—ওঁরা পাঁচটাকা পাঁচটাকা করে দিয়েছেন। পুরুত-কে ত টাকা দিতে হবে!" বাদামীর মা টাকার হিসেব দিতে গিয়েও খুশীতে গদ্‌গদ হয়ে যায়।

"এতেই হয়ে যাবে?" শুকনো মুখে বলে লতা। তার ইচ্ছে ছিল কিছু টাকা-ও দেয় বাদামীর বিয়েতে কিন্তু তা ভিক্ষে দেয়া ভেবে যদি বাদামীর মা ঝগড়াটে কথা কিছু বলে ফেলে তাহলে লতার-ও মেজাজ ঠিক থাকবে না—নীচের তলার সুরমা দেবীর গলা যেমন এখন শাঁ-শাঁ করছে তেমনি হয়ে উঠবে লতারও গলা। সব ভেবে মুখ তার শুকনো হয়ে গেছে—জিব বার করে ঠোঁটটা একটু চেটে নেয় সে।

"হয়ে যাবে!" একটু থামল বাদামীর মা: "এক মাসের মাইনের টাকাও আছে আমার।" ঠোঁট টিপে হাসে সে মৃত্যু মৃত্যু।

"তবে আর কি!" লতাও হাসছে: "বিয়ের কাজ-কর্ম ত ভালোই হয়ে যাবে!"

"আপনাদের দয়া।"

"আমাদের দয়া কিছু নয়—যাও বাদামীর মা—" লতা আর বাদামীর মার সঙ্গে কথা বলতে চায় না: "তুপুর বেলা আমি পাঠিয়ে দেব ওর বিয়ের শাড়ি-জামা।"

"সেও আপনার দয়া—" বাদামীর মা বলে: "শাড়ি একটা কিনেছি ওর!" খবরটা জানিয়ে এক-পা তু'পা করে করে হেঁটে চলে যায় সে।

গরীব হলেও যে এদের অহঙ্কার পুরোদস্তুরই আছে—ফুটুনিতেও যে এরা ওস্তাদ তা জানে লতা। তাই আর ওর সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা

বলতে সে চায় নি। শেষ কথাটায় পিত্তি জ্বলে গেল লতার, ভাবলে সে একবার শাড়ি দেবে না—সনাতনকে দিয়ে বলে পাঠাবে বাবুর আপত্তি শাড়ি দিতে। রাগের মাথায় একথা উঁকি দিল লতার কিন্তু পর-মুহূর্তেই ভেবে দেখলে, দেবে বলেছে যখন তখন পাড়ার সবাই তা জানে—রটিয়েছে বাদামীর মা-ই হয়ত—পাড়ার সবাই জানে যখন, এখন শাড়ি না পাঠালে তা নিয়ে নানা কল্পনা-জল্পনা হবে। তাসের আড্ডায়, চায়ের দোকানে, কলতলায় যে সব কথা হবে তা ভেবে যেন একটু শিউরে উঠল লতা।

না, শাড়ি-জামা সে পাঠাবেই।

প্রিয়াল তার বাবার ঘরে ছিল।

এখন সকাল-বেলায় আর সে খবরের কাগজে ডুবে থাকে না—কাগজটা পড়েন প্রকাশবাবু। ঘুম থেকে প্রিয়াল দেরিতে উঠতে শিখেছে। উঠে চা-টা খেয়ে সে প্রকাশবাবুর ঘরে ঢোকে। স্বাস্থ্যের খবর নেয়, রিপোর্ট নিয়ে পাড়ার এক এম-বি ডাক্তারের কাছে দৌড়োয়, ওষুধপত্র কেনা-কাটা করে আর এসব বাইরের কাজ না থাকলে বাবার সঙ্গে বসে রাজনীতি করে কিংবা পরিবারের আলাপ তোলে। রাজনীতি তত জমে না তার কারণ প্রকাশবাবু শুধু দেশবন্ধুর আর গান্ধীজির কথা তোলেন—বলেন তাঁদের কাজকর্মের সাক্ষ্য যাঁরা আছেন তাঁদের কাছে এখনকার কোনো নেতার কাজকর্ম ভালো লাগবে না। সিনেমার পৃষ্ঠাটা এখনো মনোযোগ দিয়ে দেখেন প্রকাশবাবু। চাকরি জীবনে সিনেমা-গত-প্রাণ ছিলেন তিনি। এমন কি, অবসর নেয়ার পরও, প্যারালাইসিসের আক্রমণ হওয়ার আগে দু'চারটে ছবি তিনি দেখেছেন। তাই অজিত এলেই তাঁর সঙ্গে আলাপ জমে ভালো—প্রিয়ালের সঙ্গে ত আর সিনেমার আলাপ করা যায় না। ছেলের চাইতে ছেলের বন্ধু অনেক বেশি বন্ধুব্যক্তি। ছেলে ত আর বন্ধু-ব্যক্তির মধ্যে গ্রাহ্য হতে পারে না কোনোদিন।

আজ প্রিয়ালের সঙ্গে পারিবারিক কথাই হচ্ছিল প্রকাশবাবুর যখন লতা ঘরে এল।

"বাদামীর আজ বিয়ে।" শ্বশুর-স্বামী দু'জনকেই শোনাল সে।

"বাদামী কে?" বউমার মুখের দিকে তাকালেন প্রকাশবাবু।

"ঝর্ণার আগে যে ঝি মেয়েটি ছিল।" প্রিয়াল বললে।

"ও।" প্রকাশবাবু খবরের কাগজটা টেনে নিলেন। এখন ছেলে-বউ কথা বলবে, খবরের কাগজের আড়ালেই তার চলে যাওয়া উচিত। প্রিয়াল এ ঘর থেকে যে নড়ে না সকাল-বেলা তা ত তাঁর জানা-ই। লতার সঙ্গে প্রিয়ালের যা-কিছু এখনকার আলাপ তা তাঁর সামনেই হয়।

"বাদামীর মা এসেছিল—" লতা বললে।

"শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ নিতে?" প্রিয়ালের মুখে মৃদু হাসি।

"বলেছিলাম দেব তা-ই হয়ত এসেছিল বিয়ের নেমন্তন্ন করতে।" লতাও প্রিয়ালের হাসিতে যোগ দিলে।

"নেমন্তন্ন?" অবাক্ হ'ল প্রিয়াল।

"বিয়ে দেখতে যেতে ত বলছে।"

"না না তুমি কখখনো যাবে না।"

অমায়িক হাসিতে লতা বললে: "কেন?"

উদ্বিগ্ন হ'ল প্রিয়াল: "তুমি যাবে বলেছ না...?"

"যেতে দোষ কী!" কাগজের মতো শাদা দেখাল লতার মুখ। প্রকাশবাবুর হাতে খবরের কাগজটা নড়ে-চড়ে মৃদু শব্দ করল। তিনি গলা খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে হয়ত তাঁর অস্তিত্বটা জানিয়ে দিলেন। তার মানে কি রুখে-ওঠা ছেলেকে শাসন? কিন্তু সে-শাসন প্রিয়াল মানল না। রুখে সে উঠলই: "দোষ আছে। বস্তির বিয়েতে গিয়ে তুমি হৈ-চৈ করতে পারো না।"

লতা কথাটা শুনল। এদিক-ওদিক তাকাল একবার। কাগজে

আড়াল-করা শ্বশুরের মুখেও অনর্থক তাকাতে চাইল। তার পর চলে এল শোবার ঘরে।

শোবার ঘরে এসে রেডিয়ো নিয়ে বসল লতা। এ সময়টাতে প্রকাশবাবুই বলতেন রেডিয়ো খুলে দিতে। তিনি শুয়ে শুয়ে রেডিয়োর গান শোনেন। মাঝে-মধ্যে জিজ্ঞেস করেন, কোনো গান ভালো লাগলে জানতে চান, কার গলা? প্রিয়াল এসে লতার কাছে জেনে নেয় গায়িকার নাম। নাম-ঘোষণা ও-ঘর থেকে শোনা যায় না বলে জানাজানির এই নিয়ম। আজ কিন্তু প্রকাশবাবু লতাকে রেডিয়ো খুলতে বলেন নি। তবু লতা নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে।

লতা যখন নিরুপায় হয়ে পড়ে—চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে তখন যেমন রেডিয়ো তার সঙ্গী, যখন তার মেজাজ ভালো থাকে না তখনও তেমনি হয়ে উঠেছে রেডিয়োর গানই তার ওষুধ। নিজে সে গান গাইতে জানে না। গান জানলে এখন তাকে গুনগুন করে গান গাইতে শোনা যেতো।

পর পর কয়েকটা গান চলল কিন্তু প্রিয়াল এল না গায়িকার নাম জানবার জন্যে। ও ঘরে ওরা চুপ করেও নেই। কথা বলে চলেছে। লতা যাবার আগে বাপ আর ছেলে যে-কথার আলাপ চালিয়েছিলেন তারই জের চলছে হয়ত!

অসহ্য! অসহ্য লাগল লতার। বেশ উঁচু গলায়ই সে ডাকল ঝর্ণাকে—"ঝর্ণা, ঝর্ণা, কোথায় তুই—?"

"এই যে আমি—" রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বললে ঝর্ণা।

"এদিকে আয়।"

ঝর্ণার দৌড়ের শব্দে বাড়িটা গমগম করে উঠল।

"কেন গিন্নিমা?" ঝর্ণা এসেছে।

"চল, আমার সঙ্গে বেরুবি।"

"এখন?"

"বলছি চল্।"

"কোথায় গিন্নিমা?" আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল ঝর্ণা।

"দেশপ্রিয় পার্কের ধারে—জামা-কাপড়ের দোকানে।"

দুপুরে বেরোবে ভেবেছিল লতা। কিন্তু না। এক্ষুণি যাবে সে। প্রিয়ালের চোখের উপর শাড়ি-ব্লাউজ-সায়া ছড়িয়ে দিয়ে এ বেলাই বলবে—এই দ্যাখো বাদামীর বিয়ের যৌতুক।

ষোল

অজিত এলেই বাড়িটার মেজাজ ভালো থাকে।

সন্ধ্যার পর প্রকাশবাবু বাতি নিবিয়ে শুয়ে আছেন। অজিতের কাছে তিনি দুনিয়ার হালচালের খবর জেনে ক্লান্ত। আজ তাঁর শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। অফিসে প্রিয়াল খবরটা দিয়েছিল অজিতকে। অফিস থেকে বাড়ি যায় নি অজিত—প্রিয়ালের সঙ্গে বরাবর মনোহরপুকুরে চলে এসেছে। এসেই 'কম্যুনিস্ট প্ল্যান ফর ডোমিনেশন' নিয়ে একটি এক ঘণ্টার বক্তৃতা শুনিয়েছে প্রকাশবাবুকে। আর কেউ কথা বলতে পারে নি। প্রিয়াল না, প্রকাশবাবু না, চা দিতে এসে লতা-ও না। এখন সে বসবার ঘরে। তিন কৌচে তিনজন। সিগারেটের পর সিগারেট পুড়ছে—তার যেন আজ বাড়ি ফেরবার কোনো গরজই নেই।

বলছিল অজিত: "সেদিন বাদামীর বিয়ে হয়ে গেল বৌদি, আমারও ত একটা নেমন্তন্ন পাওনা ছিল—আমি কি লজেঞ্জস্ চকোলেট খাওয়াই নি বাদামীকে?"

"আমি কর্তা ছিলাম নাকি বাদামীর বিয়ের?" লতা হাতের সরু শাঁখাটা থেকে বালাটা আলগা করে দেখছিল।

"এত সব দিলে-থুলে—গেলে নেমে বিয়ের তদ্বির করতে—তবু তুমি কর্তা ছিলে না?" প্রিয়াল হাসছিল।

"শুনুন—এত সব দিলাম-থুলাম! দেবার মধ্যে একটা সেট শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ!"

"প্রিয়াল হাড়-কিপ্টে—ওর কথা বলবেন না।"

প্রিয়াল চোখ বুজে হেসে চলল।

উৎসাহিত হ'ল দয়াবতী লতা। বললে: "গরীব মানুষ ওরা পেয়ে কতো খুশী!"

"তুমিও ত দাঁড়িয়ে থেকে ওদের প্রশংসা কুড়িয়ে খুশী হয়ে ফিরেছিলে বাড়িতে!" প্রিয়াল চোখ বুজেই বললে। সেদিনকার লতার খুশী-খুশী মুখটাই মনে পড়ল তার—মনে পড়ল না সকাল বেলাকার বিশ্রী ঝগড়াটা। দামী শাড়ির ঝালর-দেওয়া আঁচলটা দেখে যে তার পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল—একটি কথা-ও না বলে যে সে অফিসে গেল সেদিন তার কথা মনে এলেও তক্ষুণি আবার উধাও হ'ল কোনো দাগ না রেখে।

"আমি প্রশংসা কুড়োতে যাব কেন?" লতার মেজাজ আজ আর গরম হবে না: "নেমে গেছি—একটু দাঁড়িয়েছি আর অমনি চলে এসেছি!"

"প্রিয়ালের কথা আর বলবেন না বৌদি—" অজিত সিগারেটের ধোঁয়ায় তাকিয়ে বললে: "আপনার শ্বশুরমশাই যে আমার প্রশংসা করেন তাতে ওর হাড় জ্বলে যায়!"

"যায়ই ত! তুমি প্রশংসা পাবার লোক একটা?"

"ওর ধারণা, বৌদি, সব প্রশংসা ওর পাওনা।"

"এমন অসভ্য ধারণা আমার নেই!" প্রিয়াল চোখ মেললে।

"না, তুমি ত বাংলাদেশে সভ্যতম মানুষ!"

"তেমন ভুল ধারণা আর যারই থাক আমার নেই!"

"নিজের সম্বন্ধে তোমার ধারণাটা কী বলো ত!"

"আমি নির্বিবাদী মানুষ।"

দুই বন্ধুর কথা-কাটাকাটিতে মজা পাচ্ছিল লতা। উঠে গেল সে

হঠাৎ, বললে: "আপনাদের জন্যে চা নিয়ে আসি—কী বলেন অজিত ঠাকুরপো ?"

অজিত হাতঘড়ি দেখলে—বললে তারপর : "মোটে সাড়ে সাতটা, নিয়ে আসুন—নিয়ে আসুন।"

লতা চলে গেল। গলি থেকে একটা আড়-বাঁশীর সুর আসছিল। হয়ত দুই বন্ধুই কান পেতে রইল খানিকক্ষণ সেই মিঠে সুরে। অজিত উঠে গিয়ে জানালায় তাকাল। জানালা থেকে গলিটা দেখা যায়। আলোর নীচে চুপচাপ চলাফেরা করছে মানুষের ভিড়। হাফ-গেরস্ত পাড়া থেকে যে হাসির শব্দ এখানেও আসছে তাতে বোঝা যায়—রাত্রিতে এ-গলিটা, এ-পাড়াটা কতো চুপচাপ হয়ে গেছে।

ফিরে এসে বসল অজিত, বললে: "তোমরা বোধহয় হাফ-গেরস্তের পাড়ার গোলমালে একেক দিন ঘুমুতে পারো না, পিয়াল !"

"অনিদ্রার বালাই নেই আমার—সে জন্যই ত বেঁচে আছি ?" প্রিয়াল নখে নখ খুঁটছে।

"বেঁচে আছো মানে ? নইলে কি হ'ত ?" অ্যাশ-ট্রেতে সিগারেটটা গুঁজে দিয়ে অজিত সারামুখ হাসিতে ভরিয়ে তুলল।

"নইলে পাগল হয়ে যেতাম।"

"দাঁড়াও, বলছি বৌদিকে।"

"না-না ওসব কথা বলতে যেয়ো না—" অনুনয় ফুটল প্রিয়ালের মুখে : "আজ মেজাজটা ভালো আছে—ও-ধরনের কথা শুনলে খেপে যাবে।"

"আসলে তুমিই খেপিয়ে তোলে ওকে !"

"খেপিয়ে তুলতে হয় না।" সনিশ্বাসে বললে প্রিয়াল।

"আনফরচ্যুনেট ক্রীচার।"

"হুঁ।"

লতা এল।

"ঝর্ণা নিয়ে আসছে আপনাদের চা।" বললে সে বসতে বসতে।

"ওকে এত রাত অবধি ধরে রাখেন, বৌদি ?"

"এখানেই ত ভালো থাকে ও—বাড়িতে গিয়ে কী করবে আলো নেই—বাচ্চা মানুষ, আলোতে কতো খুশী!" কোঁচে ছড়িয়ে বসল লতা।

"আপনি এখানে এসে বেশ সেবাব্রত লাগিয়েছেন, বৌদি—" অজিত প্রায় হাঁ করেই তাকিয়ে রইল।

"সেবাব্রত আর কী, ওদের ভালো লাগে তা-ই।"

"সবারে বাসরে ভালো নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে—" সুরে নয়, আধা আবৃত্তির সুরে প্রিয়াল বললে।

অজিত হো-হো করেই হাসত, যদি প্রকাশবাবু না থাকতেন। প্রকাশবাবুর আসার পর থেকে তার হাসির গলায় ফাঁস পড়েছে। তাই এখনো জোর হাসিকে থামিয়ে আনতে গিয়ে একটা বিশ্রী শব্দ করে হঠাৎ থেমে গেল।

"হাসতে পারো কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি।" প্রিয়ালই বললে আবার।

"না অজিত ঠাকুরপো, ব্যাপারটা ঠাট্টা।" লতা নরম-নরম দেখালে : "আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে।"

"মোটেও না।" সজোরে বললে প্রিয়াল : "ওই লাইনটা আমি মনে-মনে আওড়ে আজকাল সবাইকে ভালোবাসতে শিখছি।"

"খুব শেখো এবং তার খেসারত দিয়ে মরো।" অজিত একটা সিগারেট বার করে নখের উপর ঠুকতে লাগল : "বাবা ত দেখছেন না, তুমি খাবে নাকি একটা ?" সিগারেটের প্যাকেটটা অজিত প্রিয়ালের সামনে এগিয়ে দিলে।

"না খাবো না এখন—" মাথা নাড়ল প্রিয়াল।

"ঘুম হবে না। ঘুম না হওয়াকে আমি ভয় করি!"

"সে ত সবাই করে।" হাত গুটিয়ে নিল অজিত।

চা এল। সনাতনের হাতেই।

"ঝর্ণা কোথায় ?" জিজ্ঞেস করল লতা।

"কী জানি, ছুটে ত নীচে নেমে গেল।"

"কেন ?" এতক্ষণকার সমস্ত বিরক্তি ঢেলে দিলে লতা ঝর্ণার এই উধাও হওয়ার উপর। তার পর নিজেই উঠে বারান্দায় চলে গেল। কিন্তু দাঁড়াল না সেখানে এক মুহূর্তও ঘুরে এসে সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে ঝর্ণার অপেক্ষায় রইল।

তিন জনের চা। চায়ে চুমুক চলছে না বৌদি না এলে। অজিত ডাকলে লতাকে : "বৌদি, আস্থন।"

উত্তরে সিঁড়ির গোড়া থেকে এক পশলা হাসি ভেসে এল। নিজের জায়গায় বসেই প্রিয়াল গলা বাড়িয়ে কি-যেন দেখতে চেয়ে বললে : "কেউ এল নাকি ?"

এসেছে সত্যি। ঝর্ণার কোলে বস্তি-পাড়ার এক বছর বয়েসের একটা বাচ্চা এসেছে। বেশ সুস্থ, হাসিখুশী শিশু। কোমরে রুপোর তোড়া, হাতে রুপোর বালা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একমাথা চুল। বাচ্চাটা লতাকে দেখে ঝর্ণার কোলেই খুশীতে ঝিলকিয়ে উঠেছিল। তাই দেখে সশব্দে হেসে লতা হাত বাড়াল ওকে কোলে নেবার জন্যে। ও ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল লতার কোলে।

বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই লতা ঘরে এল, ঝর্ণা তার পেছনে পেছনে।

"এ আবার কী ?" প্রিয়াল হকচকিয়ে গিয়ে বললে।

"ও এনেছে !" লতা থুতনি দিয়ে ঝর্ণাকে দেখিয়ে দিলে।

"বাঃ, দিব্যি খোকা ত !" অজিত হাত বাড়িয়ে আঙুলে তুড়ি দিতে শুরু করলে : "এই—এই—এই—"

দিব্যি খোকা দু'জন ভদ্রলোক দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলে লতার কোলের উপর থেকেই। লতা বললে : "নে ঝর্ণা কেঁদে ফেলবে ছেলে।"

ছেলেকে ঝর্ণার কোলে ছেড়ে দিয়ে লতা এসে বসল চায়ে।

ঝর্ণা ছেলে নিয়ে উধাও হ'ল—অজিত মুচকি হাসছিল তার সিগারেটের আড়ালে। প্রিয়াল গম্ভীর।

"যা-ই বলো পিয়াল" অজিত বক্তৃতার মুখ খুলতে চাইলে: "শিশুরা মাতৃক্রোড়ে বলে একটা কথা আছে না—খুব খাঁটি সত্যি। বৌদির কোলে বাচ্চাটাকে দেখে এমন ভালো লাগছিল আমার যে—"

"থামো তুমি—চা খাও।" প্রিয়াল ধমকে উঠে অজিতের কথা কেটে দিল।

তিনজনেই পর পর চায়ে চুমুক দিতে লাগল পরের মুহূর্তে।

সতেরো

আরেক দিন রাত্রি আটটা হবে তখন। প্রকাশবাবু খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছেন। আটটার পরে খেলে ঘুম আসতে তাঁর বেশ দেরি হয়, যা তাঁর বয়েসী লোকের স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। ডাক্তারও বলেছেন, আটটার মধ্যে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়তে।

সুরমা দেবীর স্বামী বেহালা বাজানো থামিয়ে রেখে হয়ত এখন স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করছেন। সুরমা দেবীর গলা আর শোনা যাচ্ছে না। সামনের মাঠে মৃদু আলাপে একদল গেঁজেল-গোল হয়ে বসে আছে। গলিতে দু'একটা ছেলে-পিলে হঠাৎ চেঁচিয়ে চলছে। ধাঙড়ের মাদল মাঝে মাঝে শব্দিত। হাফ-গেরস্ত পাড়ায় চাপা হাসি স্ত্রী কণ্ঠে। বড় রাস্তা থেকে মোটরের হর্ন বেজে উঠছে এক মিনিট-দু'মিনিট পরই। সব মিলে একটা ঝিমোনো কোলাহল।

প্রিয়াল আর লতা চুপ-চাপ বসে আছে বসবার ঘরে। এই মাত্র ঝর্ণা বাড়ি চলে গেল। ন'টার আগে ওরা খায় না এই একঘণ্টা বসে অপেক্ষা করে খাবার সময়ের। প্রিয়াল যখন দৈনিক কাগজটার না-পড়া খবর পড়তে হাতে টেনে নেয় তখন লতার ইচ্ছে হয়

রেডিওটা খুলে দিতে। খুলে দিয়েছেও সে অনেকদিন। আজ আর প্রিয়াল খবরের কাগজ নিয়ে বসছে না কাজেই লতাও রেডিও খোলার জেদে নেই। ফ্যানের হাওয়ায় চোখ মিটিমিটি হয়ে আসছে প্রিয়ালের। আফিংখোরের মতো ঝিমুনিও লেগেছে যেন খানিকটা তার। আর লতা অপলক তাকিয়ে আছে স্বামীর মুখে। দেখলে মনে হবে মেয়েরা এখনও বৈষ্ণব কবিদের যুগ পেরিয়ে আসে নি—বলতে ইচ্ছে হবে লতা হয়ত মনে মনে বলছে: 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।' লতা যে মোটেও তেমন নরম কাদায় তৈরি নয়—এখন দেখলে তা মনেই হবে না।

"ফ্যানটায় শব্দ হচ্ছে।" ঘরের নিঝুমতাকে ভেঙে দিলে শেষটায় লতাই।

"গ্রিজিং করাতে হবে।" আধো-বোজা চোখেই বললে প্রিয়াল।

"মিস্ত্রী কোথায়?"

"মুটে-মজুর-মিস্ত্রিদের আড্ডায়ই ত আছি।"

"সনাতনকে বলব কাল।"

"হুঁ বলো।" চোখ একদম বন্ধ করে ফেলল প্রিয়াল।

কিন্তু হঠাৎ তাকে জেগে উঠতে হ'ল। শুধু জেগে ওঠা নয়, কৌচ ছেড়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল প্রিয়াল। লতাও সঙ্গে সঙ্গে।

অন্ধকার গলি থেকে অনেক গলার হরেক রকম চীৎকার আর কান্নার শব্দ আসছিল। বস্তির মারামারি। এ কিন্তু নূতন শুনছে না প্রিয়াল আর লতা তবু এ শোনায় খানিকটা যেন নূতনত্ব ছিল।

সনাতন দরজা খুলে দৌড়িয়েছে। এত বড় মারামারিটা নিজ চোখে দেখতে না পেলে যেন তার জীবনই মিছে হয়ে যাবে। অনুমতি নেবার অবসর তার নেই—মারপিটের আওয়াজে এমনি সে দিশেহারা।

লতা প্রিয়ালের কানে ফিসফিস করে বললে : "কারা ?"

"কে জানে ?"

লতা কানে হাত দিয়ে বললে : "বাদামীর বাড়ির ওদিক থেকে আসছে না ?"

"হুঁ।"

"ঈস্। কী রকম কাঁদছে মেয়েগুলো।"

"তোমারও নীচে নেমে যেতে ইচ্ছে করছে নাকি ?"

"বাঃ, কথার ধরণ ছাখো।"

"না, তোমার দরদ দেখলাম কি না।"

"দরদ কী দেখলে ?" লতা ভুরু কুঁচকলো : "ওখানে কান্নাকাটি হচ্ছে না ?"

"হচ্ছে যা হামেসাই হতে পারে আর হয়ও—" প্রিয়াল কৌচে ফিরে আসতে আসতে বললে : "এতে আঁতকে ওঠবারও কিছু নেই, আহা-উঁহুর কিছু নেই।

"তোমার মনটা ত আর আমার মন নয়—তুমি চুপ কর।" লতা কঠোর স্বরে শোনাল প্রিয়ালকে।

ফিরতি হয়ত প্রিয়ালও লতাকে কিছু শোনাত কিন্তু পাশের ঘর থেকে প্রকাশবাবু ডাকলেন : "খোকা—"

প্রিয়াল বাবার কাছে চলে গেল।

লতা তখনো জানালায়।

বস্তির কান্নাটা থেমে গেছে। প্রায়-অন্ধকার গলিতে দু'একটা ল্যাম্প যা জ্বলছিল তার আলো গলিতে গিসগিস-করা লোকের উপর পড়েছে। লতা তাকিয়ে আছে সেখানেই। মাঝে-মধ্যে কেউ চেঁচিয়ে উঠছে—ছুটোছুটিও করছে কেউ কেউ। লতার কান আর চোখ সেখানে।

একটা অসহ উত্তেজনা। লতা কী করে বোঝাবে প্রিয়ালকে এই প্রতিবেশিরা তার কতোটুকু। তাদের দেখে শুনে, তাদের ঘরের

খবর জেনে লতা তাদের আত্মীয়ের মতোই যে ভাববে তা বলতে গেলে প্রিয়াল নিষ্ঠুরের মতো তাকে কথা শোনাবে। প্রিয়ালের কী। এ পাড়ার সঙ্গে তার কতটুকু সময়ের পরিচয়। সারাদিন ত অফিসেই আছে—ন'টায় বেরোয় আসে ছ'টায়। যতটুকু সময় বা থাকে বাড়ি —বাবাকে নিয়েই আছে। নিজের বাইরের এক ইঞ্চি জায়গা যা সে চেনে তা তার আত্মীয় পরিজন দিয়েই ঠাসা। 'এ এক ধরনের স্বার্থপর'—মনে-মনে না বলে পারল না লতা।

লতা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে জানালায় তা সে নিজেই বলতে পারবে না। ঘরে শব্দ হ'ল—প্রিয়াল ফিরে এসে কৌচে বসল—সে ফিরেও তাকাল না।

প্রিয়ালই কথা বললে প্রথম : "বাবাও তোমার মতো অস্থির উঠেছেন বস্তির গোলমালে।"

"সবাই ত তোমার মতো নন।" লতা তাকাল না।

"অস্থির হওয়ার কোনো মানে আছে?" সশব্দে হাসলে প্রিয়াল : "বস্তি অথচ সেখানে মারপিট কান্নাকাটি হুল্লোড় আর চেঁচামেচি হবে না—এ কেউ ভাবতে পারে?"

"হবে—আর হয়ও।" লতা কৌচে ফিরে এল : "যারা আশে-পাশে থাকে তারাও তাতে অস্থির হবে আর অস্থির হয়। বললাম ত তোমার মতো সুস্থির সবাই নন।"

"চেঁচামেচিতে অস্থির হলে—কলকাতায় থাকা চলে না—জনশূন্য গাঁয়ে গিয়ে থাকতে হয়।" প্রিয়ালের ঠোঁটে হাসি লেগে আছে। লতার কঠোরতায় আজ সে কাতর হবে না।

সনাতন ফিরে এল আধঘণ্টা পর।

ফিরে এসে ঝগড়া-মারপিটের এক লম্বা ফিরিস্তি দিল যার সার কথা বেশি কিছু নয়।

ঝগড়াটা বেধেছে বাদামীর মার ঘরেই। বাদামীকে বিয়ের পর বাদামীর মা সেই যে একবার এনেছে আর বরের বাড়ি ফিরে

যেতে দেয় নি। দেবে না বলে সে। বর লোকজন নিয়ে এসেছে জোর করে বাদামীকে নিয়ে যাবে। কিন্তু বাদামীর মা দেবে না বাদামীকে বরের কাছে। কেন দেবে না, জানা যায় নি। সনাতন অন্তত তা জানতে পারে নি।

বর এসেই মারপিট লাগিয়েছে। বাদামীর মা মার খেয়েছে। পাড়ার লোক বরকেও ক'ঘা দিয়েছে। বাদামী মার খায় নি, শুধু চেঁচিয়েছে। সনাতন প্রিয়াল আর লতার জেরায় অনেক আজে-বাজে কথার শেষে এ ক'টি কথাই সংলগ্নভাবে বলতে পারল।

"এখন বাদামী কোথায়?" লতা কথার শেষে জিজ্ঞেস করল।

"থানায়!" সনাতন হাঁপাচ্ছিল।

"বর?" প্রিয়ালের প্রশ্ন।

"বাদামী, বাদামীর মা, বর আর মেলাই মানুষ থানাতে চলে গেছে!"

"যাও তুমি সমাতন—তুমিও হাঁপিয়ে পড়েছ দেখছি—"

প্রিয়াল হাসতে লাগল।

সনাতন চলে গেছে। লতা চুপচাপ। প্রিয়ালও।

"আমি ভেবেছিলাম।" হঠাৎ বললে লতা।

"কি ভেবেছিলে?"

"বাদামীর মার ঘরের দিকেই গোলমাল।"

"যে কারো ঘরেই হতে পারত।"

আবার ওরা থেমে গেল। প্রকাশবাবু জেগে আছেন, প্রিয়ালকে ডাকলেন।

বাবার কাছে এসে দাঁড়াল প্রিয়াল সুইচ টিপে আলো জ্বেলে।

মিটিমিটি চোখে শোওয়া অবস্থা থেকেই প্রকাশবাবু জিজ্ঞেস করলেন: "মিটে গেছে? সনাতন কী বললে।"

"আমাদের এখানে যে ঝি মেয়েটি আগে ছিল—তার বাড়িতেই গোলমাল!" প্রিয়াল বাবাকে জানালে।

"গোলমাল একটা না একটা লেগেই আছে"—ঘুম-কাতুরে ভারি গলায় বললেন প্রকাশবাবু: "পাড়াটা বড্ড বিশ্রী।"

"হুঁ।" প্রিয়াল আলো নিবিয়ে বসবার ঘরে চলে এল।

আঠার

পরদিন দুপুরে ঝর্ণার কাছে আরও খবর জানা গেল।

এগারোটা বেজে গেছে। সনাতন দুই বাবুর খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে বাইরে একটু গরম হাওয়া খেয়ে এল। এসেই ঘুম। উঠবে গিন্নিমার খাওয়ার সময় হলে—তাকে ডাকলে।

প্রকাশবাবু খবরের কাগজ কিংবা চৈতন্যচরিতামৃত পড়তে পড়তে একটু ঘুমোবেন।

হাওয়া তেতে উঠেছে। দরজা-জানালা বন্ধ করে ফ্যান চালিয়ে দিয়েছে লতা তাদের বসবার ঘরে। চুল আলগা—স্নান করবে একটু বাদে। তোলা ঠাণ্ডা জল আছে—ট্যাঙ্কের জল গরম হলেও ক্ষতি নেই। স্নানের তাড়াই আসে না তার বারোটার কাছাকাছি ঘড়ির কাঁটা না গেলে।

ঝর্ণা লতার পায়ের কাছে বসে একা একা লুডো খেলছে আর লতার কথায় কথা বলছে একটা-দুটো করে।

"বরকে খুব মারলে ওরা?" লতার প্রশ্ন।

"খুব? ঈস্, ওর দলে লোক ছিল না?" ঝর্ণার উত্তর।

"লোকেরা কী করলে?"

"বাদামীর মাকে আচ্ছা করে ধোলাই দিলে।"

"তার পর বুঝি পুলিস ডাকলে?"

"না ত পুলিস ত আসে নি।"

"তবে যে সনাতন বললে থানায় গেছে ওরা।"

"গেছে ত।"

“থানায় কে গেল ? বর না বাদামীর মা ?”

“সবাই। কানু, ভুদো, নিমাই ওরাও গেছে !”

“ওরা আবার কে রে।”

“যারা ওই নিমগাছতলার ঘরটায় থাকে—ওরাই ত বরকে ধোলাই দিয়েছে।”

“তুই কী করছিলি তখন ?”

“আমরা ছুটোছুটি করে দেখছিলাম—সব দেখতে পারি নি—এত লোক—যেতে ভয়ই করছিল—আর নিমাই তাড়াচ্ছিল আমাদের সব্বাইকে।”

“ভালো করেছিল; তোদের ওখানে যাওয়া কেন ?” লতা চুপচাপ হয়ে গেল কয়েক মিনিটের জন্যে।

তার পর সে-ই ঝর্ণার লুডোতে মনোযোগ ভাঙলে :

“থানায় গিয়ে কী হ'ল ?”

“কী আবার হবে ?”

“ফিরে এল সবাই ?”

“বাদামীর শাঁখা ভেঙে দিয়েছে বাদামীর মা—বরও আর ওকে কোনোদিন নেবে না !”

লতা নিঝুম হয়ে গেল। বড্ড গরম। গা থেকে শাড়ির আঁচলটা সে কোঁচড়ের উপর রাখলে। মাথায় আঙুল বুলোলে খানিকক্ষণ। মাথায় কোথায় যেন টিপটিপ ব্যথা করছে। স্নান করতে হবে আজ সকাল-সকাল। টেবিলের ঘড়ির দিকে তাকালো লতা। বারোটা বাজতে এখনো অনেক দেরি।

প্রকাশবাবু ডাকলেন লতাকে—খুব নীচু গলায় : “বউমা—” এমন সময় তিনি বড় একটা ডাকেন না। লতা উদ্বিগ্ন হ'ল। কোনো রকমে শাড়িটা গুছিয়ে সে পাশের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

“আমায় ডাকলেন ?”

"হুঁ।" টান-টান হয়ে শুয়ে আছেন প্রকাশবাবু।

"কিছু লাগবে?"

"হুঁ। প্রেশারটা বেড়েছে মনে হয়। একটা ট্যাবলেট দাও ত।"

একটা রাউডিক্সিন ট্যাবলেট আর এক গ্লাস জল এনে দাঁড়াল লতা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে। গলা তার শুকিয়ে গেছে। প্রিয়াল বাড়ি নেই—প্রেশার বেশি দাঁড়িয়ে গেলে ডাক্তারকে কে খবর দেবে? সনাতন কি চেনে ডাক্তারের চেম্বার? না। লতা কাঁপা-কাঁপা হাতে টেবিলের বই-পত্র ঘেঁটে একটা প্রেস্‌ক্রিপশন বার করলে প্রকাশবাবুকে ওষুধ খাইয়ে দিয়ে। ল্যান্সডাউন রোডে ডাক্তারের চেম্বার আর বাড়ি। যাক্ ঠিকানাটা পাওয়া গেছে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে লতা বললে: "আর কিছু চাই আপনার? ফ্যানটা জোরে চালিয়ে দেব?"

"না, থাক। যাও।" প্রকাশবাবু চোখ বুজলেন।

লতা শোবার ঘরে এসে স্নানের উদ্যোগ করলে।

সন্ধ্যায় হাওয়া দিচ্ছিল।

প্রকাশবাবুও উঠে বসেছেন বারান্দার ইজি চেয়ারে।

লতা আর প্রিয়াল বসবার ঘরে চা নিয়ে বসেছে। বাদামীর খবর প্রিয়ালকে শোনানো হয়ে গেছে—এখন কথাবার্তা হচ্ছিল প্রকাশবাবুর স্বাস্থ্য নিয়ে। লতা একটু বিষণ্ণ, গম্ভীরও খানিকটা। প্রিয়াল দেহে-মনে একটা সুস্থতা অনুভব করছে আজ কিন্তু কপাল কুঁচকানো, প্রকাশবাবুর জন্যে যে তার দুশ্চিন্তা হচ্ছে—তা বোঝা যায়।

"আমার ভয় করে।" লতা জড়ানো ঠোঁট কোনোরকমে ফাঁক করে বললে।

"ভয় ত আমারও করে।" প্রিয়াল চায়ে চুমুক দিচ্ছে ধীরে ধীরে।

"কী হবে ?"

"আমি সকাল বেলায়ই দেখেছি ওর যে শরীর খারাপ। তাই ক্রীক রোতে গিয়েছিলাম অফিস-ফেরতা।"

"ক্রীক-রোতে ?" একটু যেন চমকালো লতা : "কেন ?"

"কেন আর ? মা-ভাই-বোনদের খবর দিতে।"

"খারাপ কিছু বুঝছ না কি ?"

"খারাপ নয়।" শাদামাটা গলায় বললে প্রিয়াল : "বয়েসটা ত খারাপ।"

মন খারাপ হয়ে গেল লতার। প্রকাশবাবুর জন্যে নয় ততটা যতটা প্রিয়ালের এই শাদা-সিধে কথায়। খারাপ মন নিয়েই বললে সে : "ক্রীক রোর ওঁরা কী বললেন ?"

"ইরা এসে থাকতে চায়।" প্রিয়াল খবর শোনালে।

ইরা প্রিয়ালের বোনদের মধ্যে বড়। ম্যাট্রিক পাশের পর আর পড়ে নি, বিয়ের অপেক্ষায় আছে। মাকে সে-ই সাহায্য করে। এইবেলা বৌদিকে সাহায্য করবার জন্যে আসতে চায়।

"ইরা ? এসে থাকতে চায় ?" প্রিয়ালের কথাগুলোই সপ্রশ্নে বলে গেল লতা।

"আমি বলেছি—" প্রিয়ালের আরও খবর শোনাবার ছিল : "থাক্ এসে।"

লতা চুপচাপ।

প্রিয়ালই বললে আবার : "কখন কী হয় বলা যায় না—একজন লোক থাকা ভালো।"

ইরা কি সেই লোক ?

বলতে ইচ্ছা করল লতার কিন্তু চুপচাপই রইল সে।

"মা রাজি হন নি। ইরাই পেড়াপীড়ি করলে।"

"ভালো।" শুকনো মুখে বললে লতা।

চা খাওয়া হয়ে গেছে। ঝর্ণা এল কাপ সরিয়ে নেবার জন্যে।

ভাবলে মেয়েটা কর্তাগিন্নী ছুটো কথা বলবে তার সঙ্গে। কিন্তু হু'জনই চুপ—ছুদিকে তাকিয়ে আছে। সে-ও তাই চুপচাপ চায়ের কাপ নিয়ে সরে গেল খানিকক্ষণ থেমে থেকে।

তার পর সরবার পালা লতার। সে উঠে দাঁড়াল—ছোট মতো একটু হাই তুলে বারান্দায় যেন পালিয়ে এল। এ যেন প্রিয়ালের কাছ থেকে পালানো।

'কী নিষ্ঠুর মানুষটা—কী নিষ্ঠুর'—মনে-মনে বললে লতা মাঠের মৃছু জ্যোৎস্নায় তাকিয়ে। মাঠের ওধারের গেরস্ত বাড়ির ছেলে-পিলে-বউরা গোল হয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ছায়ামূর্তির দিকে চোখ রেখে লতা আবার নিজেকে শোনালে : 'ওরা গরীব হলেও আমার চাইতে সুখী।' তার পর হেঁটে-হেঁটে রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল লতা। সেখানে সনাতন মসলা পিষছে আর গল্প করছে ঝর্ণার সঙ্গে। 'এরাও কতো সুখী'—ভাবলে আবারও লতা।

তার পর আবার হেঁটে-হেঁটে প্রিয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রিয়াল চোখ বুজিয়ে ফ্যানের হাওয়া খাচ্ছে। কৌচে গা এলানো।

"তুমি যখন-তখন ক্রীক রোতে যাও—" ঠাণ্ডা কঠিন গলায় বললে লতা : "আমি কি যেতে পারিনে আমার বাপ-মায়ের কাছে। এখনো ত তাঁরা বেঁচে আছেন।"

"বেশ ত যাও না—" আমুদে গলায় বললে প্রিয়াল চোখ মেলে তাকিয়ে।

"কাল থেকে তাই যাব।"

"আমি ত তোমায় ধরে রাখি নি—আর তুমিও একা চলা-ফেরা করতে জানো।"

"ধরে রাখো নি আমি জানি।" লতা বসল এসে তার কৌচে।

"ইরা এলে বাবাও একা থাকবে না—তোমার ইচ্ছে হয় বাপ-মায়ের কাছে খুশী মতো যেতে পারবে।"

"ইরার আসার অপেক্ষায় আমাকে থাকতে হবে ?"

"থাকলে ভালো হয়।"

"কী যে ভালো হয় তা কি কোনোদিন তুমি ছাখো ?" লতা আর কিছু বলতে পারলে না। কৌচের পিঠে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

উনিশ

ছ'দিন পর যেদিন ইরা এল সেদিন লতা যেন সত্যি-সত্যি তার প্রতিজ্ঞা পালতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দিনটা ছিল ছুটির। লতা চা খাওয়ার পরই সেজে-গুজে সেই সাত-সকালে ছুটল মীর্জাপুরে তার বাপ-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

ইরা বললে : "বৌদি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন—বেলা কি চলে যাচ্ছে!" বলেই সে ফিক করে একটু মিষ্টি হাসি হাসলে।

লতা খুব গম্ভীর। বললে : "বেলা হলে যা গরম পড়বে—ট্যাক্সিতেও টেঁকা যাবে না!"

"বোঝ, দাদা ত এই গরমে ট্র্যামে ঠেলাঠেলি করে রোজ অফিস যায়।"

"তা যায়।" অন্যমনস্ক হয়ে লতা বললে। তার পর সে প্রকাশবাবুর ঘরে এল যেখানে প্রিয়াল। প্রিয়ালকে নীচু গলায় সে জানিয়ে গেল : "আমি যাচ্ছি!"

"ঝর্ণাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হ'ত না ?"

"দরকার নেই।"

"কখন আসছ ?"

"যখন ওঁরা ছেড়ে দেন।" লতা আর অপেক্ষা করল না—হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে দ্রুত পায়ে নীচে নেমে গেল।

প্রকাশবাবু বললেন : "খেয়ে-দেয়ে গেলেই পারত।"

প্রিয়াল কথা বললে না। ডাকলে ইরাকে। ইরা এল। বললে সে: "বাবার কাছে বোসো—বারান্দায় যেও না বেশি—পাড়াটা খারাপ।"

ইরা সলজ্জ চোখে তাকাল দাদার মুখে। কানের ছু'পাশটা গরম লাগছে তার ওইটুকু কথায়। বসল সে নার্সের মতো প্রকাশবাবুর বিছানা-ঘেঁষা চেয়ারটাতে।

প্রিয়াল বারান্দায় ইজি চেয়ারে এসে চুপচাপ বসে আছে। সময় চলে যাচ্ছে—তার আলস্য কাটে না।

'লতা বাড়িতে নেই—আমার কেমন লাগছে?' শুধোল সে নিজেকে। 'বেশ হাল্কা লাগছে।' চুপ করল প্রিয়াল। মাঠের খাটালে গুরুগুলোর স্তব্ধতার উপর চোখ রাখলে। 'শান্তি, স্বস্তি চাই আমি—আমি অজিত নই যে সারাদিন উত্তেজনায় থাকব।' আবার বললে সে মনে-মনে।

প্রিয়ালের উদোম গায়ে ঝিরঝিরে গঙ্গার হাওয়া আসছে পশ্চিম দিক থেকে। আর হালকা হয়ে যাচ্ছে মন। হাওয়ার মতন হালকা হয়ে যাচ্ছে। আরামে চোখ বুজিয়ে রাখল খানিকক্ষণ প্রিয়াল।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। সিঁড়ির গোড়ায় বাদামীর মার খ্যানখ্যানে গলা বেজে উঠল: "গিন্নিমা কোথায় গো।"

উত্তরে সনাতনের গলা: "গিন্নিমা বাড়ি নেই!"

"ওমা, কোথায় গেলেন? বাবু কই?"

প্রিয়াল বিরক্ত হ'ল। ডাকলে: "ঝর্ণা—"

"যাই বাবু—" এইমাত্র এল ঝর্ণা বাদামীর মার সঙ্গে। তার আসবার সময় হয়ে গেছে। ইরা এসেছে পরও এই সঙ্গিনীকে বিদায় দেয় নি লতা।

ছু'জনই এল প্রিয়ালের সামনে। বাদামীর মাকেই বললে প্রিয়াল গলার সুর কয়েক পর্দা নামিয়ে নিয়ে: "কী খবর?"

"এলাম বাবু আবার তোমাদেরই দোরে।" বাদামীর মা ঝর্ণার দিকে এমন এক চোখে তাকাল যে যে মেয়েটা ছুটে পালিয়ে বাঁচে না।

"এলে ত বুঝলাম—" প্রিয়ালের ঠোঁটে হাসির রেখা দেখা গেল :. "কিন্তু কেন বল ত।"

"গিন্নিমা কই ?" বাদামীর মা সহজে খবরটা ভাঙতে চাইলে না।

"একটু বাইরে গেছেন—আমাকেই বলো না কী খবর ?"

প্রিয়াল একটা সিগারেট নিলে ঠোঁটে।

"আপনাকে কী বলব বাবু আমাদের দুঃখের কথা—" বাদামীর মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস টানলে : "বাদামীকে তার বর যে নিচ্ছে না তা জানোই ত।"

"শুনেছি।"

"কী শুনেছ ?" চোখ খাড়া করে তুলল বাদামীর মা।

"কিছু না—" সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে কথাটা ছেড়ে দিলে প্রিয়াল তার পর একটু থেমে নিয়ে বললে : "শুনেছি তোমাদের গিন্নিমার মুখে।"

"হ্যাঁ—" মুখব্যাদান করে হাসলে বাদামীর মা : "গিন্নিমা আমাদের সুখ-দুঃখের সব খবর রাখেন।"

"হুঁ।"

"আমাদের দুঃখ যাচ্ছে খুব। বাদামী খাটাল থেকে গোবর কুড়িয়ে এনে ঘুঁটে দেয়—তা-ই বেচে ওর খোরপোষটা চলে।"

"কেন ? কোথাও কাজে ঢুকিয়ে দাও।"

"তা-ই ত বলতে এসেছিলাম বাবু—" শুকনো মুখ দেখালে এবার বাদামীর মা : "তা—গিন্নিমা ত নেই।"

"বল না কী বলতে গিন্নিমাকে—"

"আপনারা নিন বাবু—" আঙুল ঢুকিয়ে কান খুঁটতে লাগল বাদামীর মা : "বাদামীকে। আমি ঝর্ণার বাবাকে বলে দেব—

ওকে অপর জায়গায় নিয়ে যাবে। বাদামী বড়সড় হয়েছে—তাকে ত আর যেখানে-সেখানে দেওয়া যায় না।"

"না বাদামীর মা—সে হয় না।"

"কেন ?" গলার সুরটা ঠিক উমেদারের নয়—একটু যেন কঠিন।

"হয় না—ওর 'বিয়ে হয়ে গেছে বলে'—বড়সড় বলে।"

বাদামীর মা যেন একটু ক্ষুন্ন হ'ল। মুখে তেতো খেয়ে বললে : "ঝর্ণাকেই রাখবেন গিন্নিমা ?"

"ঝর্ণার ত কোনো দোষ নেই।"

ঝর্ণার আর কী দোষ ধরে দেখাবে বাদামীর মা—নিজেই সে ঝর্ণাকে এনে পৌঁচিয়েছে। তাই বললে : "গিন্নিমা কিন্তু বাদামীকে খুব ভালোবাসেন।"

বাদামীর মার কথা শুনতে ভালো লাগছিল না প্রিয়ালের—অ্যাশ-ট্রেতে সিগারেটের ছাই ঠুকে বললে সে ছোট করে : "ঝর্ণাকেও ভালোবাসেন।"

"আচ্ছা—আমি আসব গিন্নিমা এলে।"

"এসো।" প্রিয়াল বাদামীর মার মুখ থেকে মাঠের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কচি-কচি দুটো মেয়ে গোবর কুড়োচ্ছে। বাদামীকেও সেখানে পেতে চাইল যেন প্রিয়াল। দেখতে ইচ্ছে করছিল তার বাদামীকে।

বাদামীর মা কোনো দিশা না পেয়ে উঠে চলে গেল।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এল লতা। ট্যাক্সি থেকে নেমে অন্ধকার গলিটায় ঢুকতে তার কেমন ভয়-ভয় করছিল। মিস্ত্রী-মজুর-বেকার, চায়ের দোকানের, মুড়ির দোকানের আর তেলে-ভাজা দোকানের খদ্দেরে গিসগিস করছে গলিটা। যদি এদের কেউ তার গা ছুঁয়ে দেয় বা ইয়ার্কির একটা গান গেয়ে ওঠে তাহলে যে কী পরিমাণ ঘিনঘিন করবে শরীরটা তা ভেবে শুকিয়ে উঠল তার মুখ। পা

যেন অসাড় হয়ে গেল। দম বন্ধ করে বরাবর সামনে তাকিয়ে লতা গলিটা পার হয়ে বাড়ির সিঁড়ির গোড়ায় এল।

এখন সিঁড়িটুকু ওঠা কিছুই নয়। গলি থেকে সে একবার তাকিয়ে দেখেছিল—আলো জ্বলছে। 'হয়ত অজিত ঠাকুরপো এসেছেন। গীতাকেও আনতে পারেন। আজ ত ছুটির দিন।' সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ভাবছিল লতা।

কড়া নাড়ল। যা নিয়ম, কড়া নাড়ায় সনাতন এসে দরজা খোলে, তাই হ'ল। একটু বিষণ্ণ হয়ে ভাবল লতা—নিজের বাড়িতেও সে যেন আজ অতিথির মতো।

বাড়ি ঢুকে শোবার ঘরে এল লতা। প্রিয়াল বারান্দা থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল : "কে সনাতন ?"

"গিন্নীমা—" সনাতনের জবাব এল।

শব্দ অনুসরণ করে প্রিয়াল শোবার ঘরে এল।

"এলে ?" প্রিয়াল মোটা গলায় বললে ; মনে হয় অনেকক্ষণ সে চুপ করে ছিল।

"আসব না ভেবেছিলে নাকি ?" লতার কথায় বিরক্তি রয়ে গেছে।

"তা কেন ভাবতে যাব ?" একটা চেয়ার নিয়ে বসল প্রিয়াল।

"এলাম যে তা ত দেখতেই পাচ্ছ—ঢঙ করে আবার জিজ্ঞেস করছ কেন ?"

"তুমি বা এমন মার-মুখ কেন ?"

"যাও, আমি ক্লান্ত—সনাতন—" শাড়ি পাল্টে নিয়ে সনাতনকে ডাকল লতা।

সনাতন এল।

"চা হয়ে গেছে ? গেছে ? তাহলে আমাকে এক কাপ করে দাও।"

গিন্নিমার আদেশ পালতে সনাতন চলে গেল।

"বাদামীর মা তোমার কাছে এসেছিল।" খবর শোনালে প্রিয়াল।

"কেন?" দ্বিতীয় চেয়ারটায় বসল লতা।

"বাদামীকে দিতে চায় ঝর্ণার বদলী।"

"বেশ ত!" মেজাজটা এবারে নরম হয়ে এসেছে লতার।

"বেশ ত!" প্রিয়াল ক্ষুব্ধ আক্রোশে যেন জ্বলে উঠল : "আমি বলে দিয়েছি বাদামীর মাকে, ঝর্ণাই আমাদের ভালো।"

"তুমি কেন এ-কথা বলতে গেলে?" লতা তির্যক চোখে তাকাল প্রিয়ালের মুখে।

"তোমার কি বাদামীকে রাখবার ইচ্ছে আছে নাকি?"

বাদামীই ত ভালো—ইচ্ছে কেন হবে না!"

"না, আমার ইচ্ছে তা নয়।"

"থাক—ঝগড়া করতে আমার ভালো লাগছে না—" কপালের দু'পাশের রগ টিপে ধরল লতা।

"ঝগড়া আমি গায়ে পড়ে করতে যাইনে।" প্রিয়াল ঘর ছেড়ে বাবার ঘরে চলে এল যেখানে ইরা প্রকাশবাবুর সঙ্গে গল্প করছে।

কুড়ি

ভোর আসে রাত্রির পর যেন শান্তির বার্তা নিয়ে। এ বস্তিতেও। মাঝে-মধ্যে এই গ্রীষ্মের দিনে জল-নেয়া নিয়ে টিউবওয়েলের চাতালে ঝগড়া বাধে কিন্তু তাও ক্ষণিকের। একটা নতুন-পাতার বটগাছে এক ঝাঁক কাক বসে থাকে—তাদের এলোপাতাড়ি ডাকই শোনা যায় শুধু।

নীচের সুরমা দেবীও চুপচাপ থাকেন এই ভোরে।

কিন্তু ভোরে আজকাল আর চুপচাপ থাকে না লতা। কাকের ঝাঁকের মতোই এলোপাতাড়ি কথা বলে যায় সে কখনো সনাতনের সঙ্গে কখনো ইরার সঙ্গে কখনো বা প্রকাশবাবুর সঙ্গে। প্রিয়ালের সঙ্গে সে কথাই বলতে চায় না এখন। ঝগড়া বাধবে সে-আশঙ্কা তার

আছে। ঝগড়াটা এড়িয়ে চলতে চায় সে। মোটের উপর, অপরের সঙ্গে কথা বলে লতা প্রিয়ালের অস্তিত্বটাই ভুলে থাকতে চায়। ভুলে থাকেও।

প্রিয়ালও লতার অস্তিত্ব কবেই ভুলতে শুরু করেছে। যেদিন প্রকাশবাবু এ বাড়িতে এলেন, সেদিন থেকেই ভোলা শুরু। ইরা আসবার পর থেকে আরও। ঝর্ণার সঙ্গে সে যতো কথা বলে, লতার সঙ্গে তার আদ্ধেকও না।

লতা বারান্দার ইজি চেয়ারে বসে বাইরের হাওয়া খাচ্ছে। মাঠে এই ভোরেই তিন-চারটি ছেলে জড়ো হয়ে বড়দের নক্সায় কপাটি খেলছে। গরুগুলো চুপচাপ একপাশে। একটু রোদ এসে পড়েছে মাঠের মতোই এ বারান্দায়। আলসেতে কয়েকটা শালিখ চেঁচামেচি করে গেল। লতার কানে কিছুই আসছে না। চোখে বারান্দার রোদটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই।

ভাবছে সে ক্রীক-রোর বাড়ির কথা। সেখানে থাকতে প্রিয়ালের সঙ্গে ত তার বেশ বনিবনা ছিল। অফিস থেকে এসে প্রিয়াল তাকে নিয়ে সিনেমায় গেছে—গঙ্গার ধারে বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের পাশেও অনেক রাত অবধি বেড়িয়েছে তারা। আজ মনে হয় তা যেন সব স্বপ্ন—মিথ্যা। তার আজকের পরিচয় সে একা।

লতা চোখে অন্ধকার দেখল। ডাকল সনাতনকে : "সনাতন, ঝর্ণা এসেছে।"

"না—মা—" সনাতনের আওয়াজ ভেসে এল।

লতা চোখ বুজিয়ে চুলে বিলি কাটতে শুরু করলে।

বৌদির আওয়াজে ইরা এসে চুপি দিল বারান্দায়।

"ঝর্ণাকে কেন বৌদি—"

"এমনিতেই—বাদামীর খবর নেবার জন্যে।" হাসল লতা।

"বাদামীর খবর?"

"হুঁ—ওকে রাখি নি বলে ওর খবর নেওয়া যায় না?"

"তা যাবে না কেন?" হেসে চলে গেল ইরা। বৌদির মেজাজটা যে আজ তিরিক্ষি হয়ে আছে বুঝতে পারলে সে।

ইরা প্রকাশবাবুর ঘরে এল। সেখানে প্রিয়াল বসে আছে। দাদার চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে: "বাদামীকে না রেখে ভালো করো নি দাদা।"

প্রিয়াল কিছু বললে না। প্রকাশবাবুই উদ্বেগ প্রকাশ করলেন: "কেন? কি হয়েছে।"

"ভীষণ রাগ করেছেন বৌদি—সে রাগ আজও পড়ছে না।" ফিসফিস করে বললে ইরা।

"পড়ছে না?" অসহায়ের ম্লান হাসি দেখা গেল প্রিয়ালের মুখে: "রাগ করা ওর অভ্যেস।"

"রগচটা।" গজগজ করলেন প্রকাশবাবু।

কিন্তু সবাই এক সঙ্গে চুপ হয়ে গেল যখন লতা এসে দরজায় উঁকি দিয়ে বললে: "ন'টা বেজে যাচ্ছে—ঝর্ণা আসছে না কেন?"

বিশেষ করে কাউকে সে জিজ্ঞেস করলে না। নিজের মনের কথাটাই ব্যক্ত করে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

এল সে রান্নাঘরের দুয়ারে। সনাতন ডাল চড়িয়ে বাজারে চলে গেছে। লতা রান্নাঘরে ঢুকে ডালের জলটা একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিলে। জল বেশিই আছে—ফুটতে দেরি হবে।

তার পর আর কী করা যায়। কোনো কাজ নেই। ঝর্ণাটা আজ এতো দেরি করছে কেন?

ভাবতে অবাক্ লাগল লতার—বাড়ি ভরা লোক কিন্তু কেউ যেন তার আত্মীয় নয়। ঝর্ণা বা বাদামী যতটুকু আত্মীয়—আজ প্রিয়ালও যেন তেমন নয়।

সিঁড়িতে কি আওয়াজ হ'ল? দরজা খুলে দেখলে লতা। না কেউ না। সুরমা দেবী তার ছেলেকে ধমকে উঠলেন। দরজা বন্ধ করে লতা চলে এল ফের বারান্দায়।

চোখ বুজল লতা। অন্ধকার। বেশ লাগে। রাত্রিটাই ভালো। দিনের অসহ্য জেগে-থাকার চাইতে রাত্রির অন্ধকার ঘুম অনেক ভালো। ঘুম না হলেও রাত্রির অন্ধকার—বস্তির অন্ধকার অনেক ভালো।

মা-বাবাকে জানিয়েছে লতা। তাঁরা বলেছেন, 'তোমার শরীর খারাপ হয়ে চলেছে—মনও—সাবধান।' তাঁদের কাছে গিয়ে থাকতেও বলেছেন তাঁরা।

প্রিয়াল এসে কখন অপর চেয়ারে বসেছে, লতা বলতে পারবে না। হঠাৎ প্রিয়ালের কথায় সে চোখ মেলে তাকাল।

"শোনো।" প্রিয়ালের গলা গম্ভীর ছিল।

রোগীর দৃষ্টি লতার চোখে।

"ইরা বলছিল কাল দুপুরে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল—বাবার ওষুধটা দিতে পারে নি তাই কাল তাঁর ওষুধ খাওয়াই হয় নি।"

"হয় নি?"

"ইরা ছেলেমানুষ। অতশত কি দেখতে পারে?"

"ছেলেমানুষ!" একটা বাঁকা হাসি ফুটল লতার চোখে।

"তুমি দেখলেও ত পারতে।"

"ইরা এসেছে পর ত আমি দেখিনে।"

"কেন?"

"ইরাকে এনেছই ত শ্বশুরমশাইকে দেখবার জন্যে।"

"তার জন্যে তুমি পেন্সন নিয়েছ!" লতার বাঁকা হাসিটা অনুকরণ করলে প্রিয়াল তার ঠোঁটে।

"যদি বলি নিয়েছি!" চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল লতার: "তোমাদের বাড়িতে আমি নার্স হয়ে আসি নি।"

"তা-ই নাকি?" চোখে-মুখে বিদ্রূপ ছিটিয়ে বলে প্রিয়াল: "বেশ।"

লতা চোখ বুজিয়ে নিথর হয়ে বসে থাকবার চেষ্টা করল। তার সমস্ত শরীর কাঁপছিল।

প্রিয়াল এদিক-উদিক তাকিয়ে উঠে চলে গেল।

রাত্রির অন্ধকারে সেদিন প্রিয়াল আর লতার গলা শুনলেন জেগে থেকে প্রকাশবাবু। ইরা ঘুমিয়ে পড়েছিল ন'টাতেই। প্রিয়ালদের শোবার ঘরে ঝগড়া শুরু হ'ল রাত্রি ন'টায়। সনাতন এ সময়টাতে সিঁড়ির দরজা ভেজিয়ে তালাচাবি এঁটে বাইরের গলিতে একটু হাওয়া খেতে যায়। ফিরে আসে দশটায়।

লতা পাশাপাশি খাটে শুয়ে মশারির নীচে থেকে কথা শোনাচ্ছিল আজ প্রিয়ালকে।

প্রিয়াল চুপ করেই ছিল খানিকক্ষণ কিন্তু তার পর কথা বলতে হ'ল তাকে।

"তুমি ভেবেছ কী?" শুরু করেছিল লতা: "আমি বোকা?"

"চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ো।"

"না আমি ঘুমোব না।"

"জেগে জেগে বকবক করবে?"

"করব—তাছাড়া আর কী।"

"বেশ করো।"

"তুমি ভেবেছ কী—আমি কিছু বুঝিনে?"

"কী বোঝ তুমি?" এবার রুখে উঠল প্রিয়াল।

"ঝর্ণাকে তোমার এতো খাতির কেন?"

"ছি-ছি।" প্রিয়াল উঠে বসল মশারির নীচে: "তুমি একটা ইতর।"

"আমি ইতর আর তুমি?" লতা শুয়ে থেকেই বললে।

"বস্তিতে এসে তোমার মেজাজ-মর্জি বস্তির লোকের মতোই হয়েছে।" প্রিয়ালের গলা কাঁপা-কাঁপা।

"তুমিও আর ভদ্রলোক নও।"

"লতা, তুমি চুপ কর, নইলে আমি বাইরে চলে যাব।"

"তোমার বাড়ি—তুমি যাবে কেন—আমিই যাচ্ছি।" লতা বিছানা ছেড়ে উঠল।

প্রিয়লাল আবার শুয়ে পড়ল বিছানায়।

বারান্দায় ইজি চেয়ারে এল লতা। তার চোখ জ্বালা করছিল। কিন্তু বাইরের সুন্দর অন্ধকার তার চোখে যেন কাজল পরিয়ে দিল। কতক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল যখন তখন বুঝতে পারল তার জ্বালা যাবার নয়।

একুশ

পরদিন সব-কিছু ভেবে নিয়েই দুপুরবেলা আবার তার বাপের বাড়ি চলে এল।

ট্যাক্সিতে হাওয়া ছিল কিন্তু দুপুরে হাওয়ার হল্কায় চোখ-মুখ তার লাল হয়ে গেছে তখন।

ভাইরা কেউ বাড়ি ছিল না শুধু বুড়ো বাপ-মা দরজা জানালা বন্ধ করে বার্ধক্যের বিশ্রম্ভালাপ করছিলেন।

কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলে দিলেন কেশববাবু—লতার বাবা। মেয়েকে দেখে একটু অবাক্ হলেন তিনি। এই ত মাত্র সেদিন সে এসেছিল—আজ আবার বলা-কওয়া নেই এসে হাজির কেন?

"কিরে?" মেয়ের আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে বললেন রিটায়ার্ড সব-জজ কেশববাবু।

"এই ত এলাম—" ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে লতা: "মা কোথায়?"

"আছেন।" মেয়ের পেছনে পেছনে তাঁদের শোবার ঘরে এলেন কেশববাবু।

"মা—" আহ্লাদী মেয়ের ভঙ্গীতে মাকে ডেকে, মার পাশে গিয়ে বসল লতা।

মেয়ের গরমে তাতানো মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা বললেন : "তোরা সব ভালো আছিস ত?"

"ভালো? হ্যাঁ ভালোই।" লতা মার পাশে শুয়ে পড়ল—হাত-ব্যাগটা মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়ে।

কেশববাবু সন্দিগ্ধ চোখে ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে স্ত্রীর খাটের বাজুতে ঝুলিয়ে রাখলেন। বসলেন এসে নিজের খাটে পা ঝুলিয়ে, লতার মুখে চোখ রেখে শেষে বললেন : "ঝগড়া-ঝাঁটি কিছু করেছ না কি?"

বাবাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না—তাছাড়া লতা ফাঁকি দিতে আজ চায়ও না। বালিশে মুখ গুঁজে সে বললে : "হুঁ।"

মা ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন : "কিসের ঝগড়া—বাড়িতে মন ভালো লাগছে না—তাই হয়ত এসেছে!" স্বামীর দিকে তাকালেন তিনি হাসি মুখে।

"না মা—আমি ও বাড়ী থেকে চলে এসেছি—আর যাব না।"

কেশববাবু গলা-খাঁকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করতে চাইলেন। মা সে-শব্দের সঙ্গেই শব্দ করে উঠলেন : "সে কি!"

"চলে এসেছি!" লতা মুখ তুলে চিত হয়ে শুলো—চোখ তার সিলিং ফ্যানটার ওপর।

"প্রিয়াল আসতে দিলে?" মার গলা শুকনো।

"দেবার মালিক কি সে?" চোখে-মুখে এক ঝলক রক্ত এসে উঠল লতার। তা লক্ষ্য করলেন কেশববাবু, বললেন তার পর : "থাক্, ওসব কথা পরে হবে—এখন তুমি বিশ্রাম কর।"

একটি কথা না বলে লতা যখন বাইরে চলে গেল, ইরা বুঝতে পারল না সে কী করবে। সনাতনকে পেছনে পাঠাবে না বাবাকে ডাকবে, কিছুই সে ঠিক করতে পারে নি—খানিকক্ষণ সিঁড়ির দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে দরজা বন্ধ করল সে কাঁপা-কাঁপা হাতে। তার পর এল বাবার ঘরে।

প্রকাশবাবু ঘুমুন নি। জেগেই ছিলেন। এই গরমে তাঁর ঘুম হয় না। চোখ বুজিয়ে হাত-পা টান-টান করে শুয়ে থাকেন। ওই তাঁর বিশ্রাম। কেউ ঘরে এলে টের পান, চোখ মেলে তাকান।

ইরা ঘরে ঢুকতেই চোখ মেলে তাকালেন তিনি।

"ঘুমুন নি?" উত্তেজনা ছিল ইরার গলায়।

"না।"

"বৌদি চলে গেলেন।"

"কোথায়?"

"কিছু বললেন না।"

"বেড়াতে গেলেন হয়ত।"

"না, আমি জিজ্ঞেস করলাম কোথায় যাচ্ছেন, কোনো কথা বললেন না।"

"যাবেন আর কোথায়—সিনেমা-টিনেমাতে, নইলে বাপের ওখানে।"

"সিনেমায় যায় নি বাবা, গেলে আমায় বলত।"

"যাকগে, প্রিয়াল এলে বলা যাবে ওর এই এলোমেলো স্বভাবের কথা।"

"আপনি বলতে যাবেন না বাবা, তাহলে, শুনতে পেলে হয়ত আপনার সঙ্গেই ঝগড়া বাধিয়ে দেবেন! বাব্বা যে মুখ!"

"আমি কী ওর ভয়ে আছি নাকি?" উত্তেজনায় প্রকাশবাবু বিছানার উপর উঠে বসলেন।

"এ কী!" ইরা বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়াল: "আপনি শুয়ে পড়ুন বাবা, রক্তের চাপ আবার বেড়ে যাবে!"

শুয়ে পড়েই প্রকাশবাবু বললেন: আমি শুয়ে আছি বলে কি চোখে কিছু দেখছিনে, কানে কিছু শুনছিনে! এমন দুরন্ত মেয়ে আমার আর দু'টি দেখা নেই।"

"থাক বাবা—" অসহায়ের হাসি হাসলে ইরা: "দাদা এলে যা বলবার আমিই বলব!"

"তুমি বলবে কেন—আমি বলব। কোনো মান্যমানতা নেই—বেরিয়ে গেল আমাকে একবারটি বলে গেল না।"

ইরা চুপ করে বাবার মাথায় বিলি কাটতে লাগল : "আপনি ঘুমুন এখন"—বললে সে।

চোখ বুজিয়ে নিলেন আবার প্রকাশবাবু।

সকাল বেলা লতার মেজাজ-মর্জি আশঙ্কাজনক ছিল তাই প্রিয়াল-অফিস-ফেরতা অজিতকে সঙ্গে নিয়ে বিকেল বেলায় বাড়ি ফিরল। অজিত লতাকে পোষ মানাতে জানে। তাছাড়া প্রিয়ালের উপর যদি লতার কোনো আক্রোশ থাকে—লতা সে-নালিশ অজিতের কাছেই করতে পারবে—করেও সে তাই। আক্রোশ থাকবারই কথা। রাত্রিতে একটা বিশ্রী রকম ঝগড়া হয়ে গেছে। সমস্ত রাত্রি জেগে ছিল লতা। প্রিয়ালের ঘুমও কেমন যেন ভাঙা-ভাঙা হয়েছে। লতাকে ডাকতে পারত সে—একটু নরম গলায় যদি তার নাম ধরে ডাকা যায়, প্রিয়াল লক্ষ্য করেছে তখন সব রাগ উধাও হয় লতার। কিন্তু ডাকতে সে পারে নি। যে বিশ্রী অনুযোগ এনেছিল সে ঝর্ণার নাম বলে তার পর আর লতাকে বিশ্বাস করা যায় না। সে এমন হয়ে উঠেছে, এমন হিষ্টিরিয়া তার যে যা-খুশী সে বলতে পারে। 'আমার জীবন নষ্ট করে দিতেই এসেছে লতা—' যতবার ঘুম ভেঙেছে প্রিয়ালের, কাল রাত্রির অন্ধকারে, ততবারই মনে-মনে বলেছে প্রিয়াল। অবশ্য সকাল বেলায় লতার চাল-চলতিতে তেমন সাংঘাতিক কথা আর মনে পড়ে নি প্রিয়ালের। সে শুধু মাঝে-মাঝে চোখ ফেলে দেখতে চেয়েছে লতার মুখ। গম্ভীর ছিল লতা। সারা সকাল একটি কথাও বলে নি।

বিকেল বেলা বাড়ি ঢুকেই প্রিয়াল আর অজিত ইরার মুখে শুনল, লতা বাড়ি নেই—দুপুরে কিছু না বলে-কয়ে বেরিয়ে গেছে। বসবার ঘরে তবু দুই বন্ধুতে জাঁকিয়ে বসল। চা আর খাবার দিয়ে

গেল সনাতন। ঝর্ণা এসে হেসে দাঁড়াল ইরার সঙ্গে দোর-গোড়ায়।

"গিন্নিমা ত বাড়ি নেই—সারা দুপুর তুই কি করেছিস রে ঝর্ণা ?" অজিত জিজ্ঞেস করলে।

"বাড়ি চলে গিছ্‌লাম—এই ত সবে এলাম!"

"বাড়ি গিয়ে প্রাণভরে দুষ্টুমি করেছে আর কি!" ইরা বললে।

প্রিয়াল একমনে খেয়ে চলেছে—পোচ-পাঁউরুটি-কমলালেবু। ঝর্ণার মুখে তাকাতে পারছে না সে আজ—সকালেও না, এখনও না। লতার কথাগুলো মনে পড়ছিল তার। একরত্তি এই মেয়ে ঝর্ণা—তাকে দিয়ে লতার সন্দেহ। কী কুৎসিতই না মন হয়েছে লতার। ভাবতেই যেন চোখ-মুখ গরম হয়ে গেল প্রিয়ালের। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে সে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললে: "রান্না ঘরে যা ঝর্ণা।" তখনো তাকাল না সে ঝর্ণার মুখে—চায়ের কাপে চোখ দিয়ে রাখল!

ঝর্ণা চলে গেল। ইরা এগিয়ে তৃতীয় কৌচে বসল—যেখানে লতা বসত।

ইরা-ই শুরু করলে লতার প্রসঙ্গ:

"বৌদি আমাকে ত কিছু বললেনই না—বাবাকেও একটা কথা বলে গেলেন না—"

"বৌদি তোমার উপর হয়ত রেগে গেছেন ইরা—" অজিত খাবার খুঁটতে খুঁটতে বললে।

"আমার উপর ?" গলায় গিটকিরি এনে বললে ইরা: "ওমা—আমি বৌদির কী করেছি!"

"কিছু না করলেও তুমি ননদ ত!"

"তা-ই হবে!" মুখটিপে হাসতে শুরু করলে ইরা। প্রিয়াল উঠে বাবার ঘরে এল।

প্রকাশবাবু উদ্বেগ জানালেন : "সন্ধ্যা হয়ে গেল তবু ফিরে আসছে না—এ কেমন ?"

প্রিয়াল আবার বসবার ঘরে।

"ইরা বলছিল প্রিয়াল—" অজিত খবর শোনালে : "তুমি যদি শ্বশুর-গৃহে যাও ত ভালো হয়—বৌদি হয়ত সেখানেই গেছেন।"

"আমি ? না।" চুপচাপ এসে বসল প্রিয়াল তার জায়গায়।

অজিত চায়ে চুমুক শেষ করে একটা সিগারেট ধরাল। তিনজনই নিঝুম—লতার অপেক্ষায়।

বাইশ

অপেক্ষায় থাকতে হ'ল সেদিন, তার পর অনেকদিন। লতা আর ফিরে এল না। সাতদিন পর অজিত গিয়েছিল লতার সঙ্গে দেখা করতে। লতা বলে দিয়েছে : "অজিতবাবু, আমায় আর বলবেন না ও বাড়িতে ফিরে যেতে।" এমন দৃঢ় মেজাজ অজিত আর কোনোদিন দেখে নি। সে লজ্জিত হয়েই ফিরে এসেছে। অজিত নিজের ইচ্ছায় এই অপমান নিতে গেল—অনুরোধ জানাতে গেল লতাকে প্রিয়ালের বাড়িতে ফিরে আসবার জন্যে। প্রিয়াল নিষেধ করেছিল অজিতকে, বলেছিল : "আমাদের হয়ে তুমি যেও না লতাকে কিছু বলতে।"

"কেন ?" বলেছিল অজিত।

"ওর ভাই এসে পুলিসের ভয় দেখিয়ে ওর সব বাক্স-প্যাটরা নিয়ে গেছে—তার পরও কি ওকে সাধাসাধি করতে যাওয়া যায় ?"

অজিত তবু গিয়েছিল। তার আক্কেল হয়েছে। অজিত-ঠাকুরপো-ও আর বলে নি লতা, বলেছে অজিতবাবু। মনে-মনে হাসল অজিত : এ মহিলা দেখছি যেমন আপন করতে জানত, তেমনি পরও করতে জানে। শোনাল সে নিজেকে আর ঘাড় চুলকে লতার

বাপের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ভাবলে সে, দেখা যে করেছে লতা এই ভাগ্যি। বলতেও ত পারত : "তোমাকে চিনিনে, কে তুমি—চলে যাও।"

কিন্তু তা বলে নি লতা, ঐটুকু অনুগ্রহ করেছে।

প্রিয়ালকে এসে অজিত শুধুমাত্র এই বললে, সে নিজের গরজেই লতার সঙ্গে দেখা করতে গেছে কিন্তু লতা আসতে নারাজ। "ভালো হ'ল না প্রিয়াল, আমি গেলাম"—কথার শেষে বললে অজিত : "তুমি গেলেই বিবাদটা মিটে যেতো।"

প্রকাশবাবুর ঘরের সভা। অজিত, প্রিয়াল, ইরা সবাই আছে। অজিত, যা কোনোদিন নয়, আজ তা-ই। বিষণ্ণ সে। প্রিয়ালের ট্র্যাজিডিতে সহানুভূতি তার ঢের, তাই আজ বক্তৃতার বাতিকও তার আর নাই।

প্রকাশবাবু তাঁর বিছানায় জোড়াসন করে বসে আছেন—তিনি বললেন : "তোমার যাওয়া উচিত হয় নি, অজিত।"

"আমি এখন তা-ই বুঝতে পারছি, কাকাবাবু।" অজিত মুখ নীচু করে রইল।

"সেদিন বৌদির দাদা যেন মারমুখ হয়ে এসেছিলেন—" ইরাকে উত্তেজনায় লাল দেখাল।

"'দেবেন ত দিন লতার মালপত্তর—আমি তাই নিতে এসেছি—' বললে ছেলেটি—" প্রকাশবাবুর চোখ বড় হয়ে উঠল : " 'নইলে,' বললে সে, 'আমি পুলিশ ডাকব'। কত বড় স্পর্ধা—ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে বলে পুলিস ডাকব!"

প্রকাশবাবুরও চোখ-মুখ লাল আর ফুলো-ফুলো হয়ে উঠল। অজিত লক্ষ্য করে বললে : "আপনার প্রেশার বাড়বে, শুয়ে পড়ুন, কাকাবাবু!"

প্রিয়াল চুপ করে জানালায় তাকিয়ে আছে। আশে-পাশে কোনোদিকে তার নজর নেই। চোখ দূরের একটা তালগাছের উপর।

প্রকাশবাবু শুয়ে পড়ে বললেন : "এমন মেয়ে আমি দেখি নি। ঘরে মানুষ বউ আনে না লক্ষ্মী আনে। একটু পুজোআচ্চা কর্—না, সেদিকে নজর নেই একরত্তি। যত রাজ্যের নভেল পড়বে—আর নভেলি ঢঙ শিখবে।"

"পিয়াল, ওঘরে চলো, কাকাবাবু একটু বিশ্রাম করুন।" অজিত প্রিয়ালের হাত ধরে একরকম টেনেই তাকে বসবার ঘরে নিয়ে এল।

দুই বন্ধু কৌচে এখন। বিকেল। মেঘ করে এসেছে। ঝড়ো হাওয়া দিতে পারে। তবে এখন হাওয়া নেই। ঘরে অবশ্য ফ্যানের হাওয়া আছে। একটু আরাম করে বসে অজিত ডাকলে : "ঝর্ণা—"

মেয়েটি আজ গম্ভীর। বাড়ির গম্ভীর আবহাওয়ায় সে-ও গম্ভীর হয়ে গেছে। এসে কচি গম্ভীর মুখে দাঁড়াল।

"চটপট সনাতনকে দু'কাপ চা করে দিতে বলো ত ঝর্ণা—" অজিত বললে।

"খাবার?" ঝর্ণা জিজ্ঞেস করলে।

"না, বৌদির বাড়িতে আমি খেয়ে এসেছি।"

বৌদির নামে একটু হাসলে ঝর্ণা, হেসে চলে গেল।

পরদিন ঠিক এমনি বিকেলবেলা প্রিয়াল আর ইরা বসবার ঘরে বসে চা আর খাবার খাচ্ছিল। সন্ধ্যা আর মেঘ যেন একসঙ্গে আসবে মনে হয়। প্রিয়াল ভীষণ চুপচাপ হয়ে গেছে। ইরা তাই দাদাকে কথা বলাতে চায়। এমন চুপ থাকা ত চুপ থাকা নয়—মনে-মনে হয়ত বৌদিকেই ভাবছেন আর জ্বলছেন।

"দাদা, আগে কত সিনেমায় যেতাম আমরা—" ইরা বলছিল : "এ-পাড়ায়ই ত কতগুলো শো হাউস—চলো না একদিন।"

"বাবাকে সনাতনের জিম্মায় রেখে?" বাঁকা হাসি প্রিয়ালের মুখে।

"বাবা ত বলেছেন—আমাদের বাইরে এক-আধটু ঘুরে আসতে।"

"বাবা ওরকমই বলেন। বিছানায় শুয়ে আছেন—তবু ভাবেন ওঁর কোনো অসুখই নেই।"

"সনাতন খারাপ কী? বাবার দেখাশোনা ত সে-ও করে। তাছাড়া ঝর্ণার সঙ্গেও দু'চার কথা বলেন বাবা আর ঝর্ণাও বাবার পা টিপে দেয়। দিব্যি মেয়ে। তোমাদের বাদামী কেমন ছিল জানিনে—ঝর্ণা ত বেশ।"

"হুঁ।"

চা শেষ হচ্ছিল ঝর্ণা এসে উঁকি দিল। কিন্তু সবাইকে বিস্মিত করে তারপর যিনি উঁকি দিলেন—তাঁকে চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না যে দেখেছি। তিনি নীচের সুরমা দেবী।

ঝর্ণাকে তিনি চেনেন। বললেন: "কাপ-ডিশ নিয়ে চটপট চলে যা ত!"

এই হুকুমে আরও অবাক্ হ'ল প্রিয়াল, মৃদুস্বরে শুধু বলতে পারল: "বসুন।"

সুরমা দেবী বসলেন এসে। বোঝা গেল না বললেও তিনি এসে বসতেন। এগিয়ে আসছিলেন তিনি ঘরের ভেতর।

বললেন সুরমাদেবী: "একটু ও-ঘরে যাও ত বোন্—প্রিয়াল-বাবুর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

ইরা তার বাবার ঘরে গেল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। সুরমা দেবী যেন চোখ দিয়ে গ্রাস করছিলেন প্রিয়ালকে।

"প্রিয়াল মৃদু হেসে বললে: "বলুন—কী বলতে এসেছেন।"

"আপনার স্ত্রী আজ দুপুরে আমার এখানে এসেছিলেন।" ঠোঁটের চপল ভঙ্গী দেখিয়ে বললেন সুরমা দেবী।

"আমার স্ত্রী?" প্রিয়ালের যেন শ্বাস-রোধ হয়ে গেল।

মাঠে একপাল ছেলে হুল্লোড় করছে। তাদের গলার আওয়াজে কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল তার মাথাটা।

"অনেক কথাই হ'ল।" একটু থেমে সুরমা দেবী বললেন।

"কী কথা?" আলগাভাবে প্রিয়ালের জিব থেকে খসে পড়ল কথাটা।

"সে অনেক কথা।"

"বলুন না।" একটু কঠিন শোনাল প্রিয়ালের গলা।

"যা বলতে বলেছেন আপনার স্ত্রী তা ত বলবই।" সুরমা দেবীর গলাও এক পর্দা চড়ে গেল।

"বেশ, শোনান্।"

"আপনি নাকি ঝর্ণাকে নিয়েই থাকতে ভালোবাসেন!" ঘৃণার চকমকি দেখা যাচ্ছে সুরমা দেবীর চোখে।

তাই দেখছিল প্রিয়াল তার দুর্বল দৃষ্টি দিয়ে। কথা আর তার মুখ দিয়ে সরবে না মনে হ'ল।

"এসব কী কাণ্ড?" সুরমা দেবী থামলেন না: "বস্তির একটা মেয়ে নিয়ে আপনি এ-রকম করবেন?" বলেই উঠে দাঁড়ালেন সুরমা দেবী।

"আপনাকে আমি আর কী বলব—আপনি যান—" রোগীর কণ্ঠে শোনাল প্রিয়াল সুরমা দেবীকে!

"নিশ্চয়ই যাব, আমি কি এখানে থাকবার জন্যে এসেছি?" সুরমা দেবী গটগট করে চলে গেলেন ঘর ছেড়ে।

সিঁড়িতে তাঁর স্যাণ্ডেলের আওয়াজ শুনল প্রিয়াল কপালের রগ টিপে।

রান্নাঘর থেকে সনাতনের আর ঝর্ণার নীচু গলার আওয়াজ আসছে।

ঝর্ণাকে কি প্রিয়াল বেরিয়ে যেতে বলবে?

"না।" নিজেকে শোনাল সে দৃঢ় গলায়। তার পরই লতার

মুখ তার চোখের উপর ভেসে এল। কী কুৎসিত সে মুখ। কুৎসায় কুৎসিত!

কিন্তু শত দৃঢ় হলেও যখন উঠে দাঁড়াল প্রিয়াল—সে দেখতে পেলে তার পায়ে জোর নেই।

মাতালের পায়ে সে বাবার ঘরে এল।

ইরা হয়ত সব শুনেছে। বেরিয়ে গেল সে আলো জ্বেলে ঘর থেকে।

প্রিয়ালের মনে হ'ল আলোটা তার চোখে বিঁধছে। বাইরের অন্ধকার—বস্তির অন্ধকার—সন্ধ্যার অন্ধকার যেন ভালো ছিল। কিছুই দেখা যায় না যে অন্ধকারে সে অন্ধকার অনেক ভালো।

মাতালের মতোই প্রিয়াল দুই মুঠিতে প্রকাশবাবুর পা জড়িয়ে ধরলে। কাঁদ-কাদ গলায় বললে সে: "আপনি বলুন, আমি লতাকে ডাইভোর্স করব।"

লাফিয়ে স্প্রীঙের পুতুলের মতো উঠে বসলেন প্রকাশবাবু—প্রিয়ালের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন: "ছি-ছি—এ কেমন কথা!"

সত্যি এ কেমন কথা! কেমন-কথা! বার বার উচ্চারণ করল প্রিয়াল মনে মনে চোখ বুজিয়ে।

চোখের ভেতর তার সেই অন্ধকার যে অন্ধকারে কাউকে দেখা যায় না।